রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, সেপ্টেম্বর, ২৫, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ এপ্রিল ২০০৫/৫ বৈশাখ ১৪১২

এস, আর, ও নং ৯০-আইন/২০০৫ইং—আইন/শ্রকম/ শা-৬/ মামলা-২/২০০৫ Industrial Relations Ordinance, 1969 (Ord. No. XXIII of 1969) এর section 37 এর sub-section (2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, খুলনা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১	২	৩
	আই, আর, ও মামলা	
(১)	আই, আর, ও মামলা	১৪/২০০৩
(২)	আই, আর, ও মামলা	১৬/২০০৩
(৩)	আই, আর, ও মামলা	১৭/২০০৩
(৪)	আই, আর, ও মামলা	১৮/২০০৩
(৫)	আই, আর, ও মামলা	১৯/২০০৩

মূল্য ঃ টাকা ৭৪.০০

১	২	৩
(৬)	আই, আর, ও মামলা	২০/২০০৩
(৭)	আই, আর, ও মামলা	২১/২০০৩
(৮)	আই, আর, ও মামলা	২২/২০০৩
(৯)	আই, আর, ও মামলা	২৩/২০০৩
(১০)	আই, আর, ও মামলা	২৪/২০০৩
(১১)	আই, আর, ও মামলা	২৫/২০০৩
(১২)	আই, আর, ও মামলা	২৬/২০০৩
(১৩)	আই, আর, ও মামলা	২৭/২০০৩
(১৪)	আই, আর, ও মামলা	২৮/২০০৩
(১৫)	আই, আর, ও মামলা	২৯/২০০৩
(১৬)	আই, আর, ও মামলা	৩০/২০০৩
(১৭)	আই, আর, ও মামলা	৩১/২০০৩
(১৮)	আই, আর, ও মামলা	৩২/২০০৩
(১৯)	আই, আর, ও মামলা	৩৩/২০০৩
(২০)	আই, আর, ও মামলা	২৩/২০০৪
(২১)	আই, আর, ও মামলা	৮/২০০৩
	সি-মামলা	
(২২)	সি-মামলা	৩৬/২০০৪
(২৩)	সি-মামলা	৫৩/২০০১
(২৪)	সি-মামলা	৫/২০০৪
(২৫)	সি-মামলা	৬/২০০৪
(২৬)	সি-মামলা	৭/২০০৪
(২৭)	সি-মামলা	৪১/২০০৪
(২৮)	সি- মামলা	১৯/১৯৯৪

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শাহ্‌জাহান আলী সরদার
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং আই, আর, ও-১৪/২০০৩।

উপস্থিতঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব ওলিউর রহমান
২। জনাব লোকমান হাকিম

আঃ রাজ্জাক, পিতা জালাল আহম্মদ, সাং মেদুয়া, থানা দৌলতখান, জেলা ভোলা, হাল সাং ৩/১, ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—**দরখাস্তকারী** ।

বনাম

১। দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ,পক্ষে-মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ টাউন খালিশ পুর, থানা খালিশপুর, জেলাঃ- খুলনা—**প্রতিপক্ষ**।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া, বিবাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখঃ ১৯-১০-২০০৪ খ্রিঃ/৪-৭-১৪১১বংগাব্দ

রায়ের তারিখ ঃ ২৯-১২-২০০৪ খ্রিঃ/১৫-৯-১৪১১ বংগব্দে

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে ২১-৪-১৯৭৬ তারিখে স্পিনার পদে ২নং মিলের স্পিনিং বিভাগে 'খ' পালায় স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং শ্রমিক কলোনীর ৩/১ নং এক কক্ষবিশিষ্ট ফ্যামিলি বাসাটি ২-৬-২০০১ তারিখে বরাদ্দ পান। ইতিপূর্বে ঐ কক্ষটি ব্যাচেলার বাসা ছিল। ঐ বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল এবং প্রতিপক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা ঘরভাড়া পাইতেন। মিলের ক্যাম্পাসে বসবাস করলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে যাতায়ত ভাতা দেয়ার বিধান না থাকায় বাসা বরাদ্দ দেয়ার পর হতে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর নিকট হতে প্রতিমাসে ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ মোট ১২০ টাকা কর্তন অব্যাহত থাকা অবস্থায় সম্প্রতি বরাদ্দ প্রদানের তারিখ হতে দরখাস্ত কারীর নিকট থেকে প্রতিপক্ষ আরও ৩ জন শ্রমিকের যাতায়ত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টিকরে কর্তন করা শুরু করে। যাহা বেআইনী। প্রতিপক্ষ মিল দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলির কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকের নিকট হতে মাসপ্রতি ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে কর্তন করছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরণের নিয়ম চলতে পারে না। অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে দরখাস্তকারী আইনতঃ অধিকারী। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন বন্ধ করার জন্য দরখাস্তকারী এবং ওয়ার্কাস ইউনিয়নও প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী ২২-৫-২০০৩ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে আবেদন করে ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা একুনে ১২০ টাকা হারে কর্তন করার প্রার্থনা করেন। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায়

দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর নিকট থেকে ৩/১ নং বাসা বাবদ ঘরভাড়া ৪০ টাকা +যতায়াত ভাতা ৮০ টাকা=১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরৎ প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএমসি এর চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করায় উহা কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলায় করায় বাদী এ মামলার রায় তার পক্ষে পেলেও উহা বিজেএমসি চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছু সংখ্যক ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সি,বি,এ এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় বিবাদী পক্ষ সি,বি,এ এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে বিবাদী মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয় । প্রতিপক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসায় ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ভাড়ায় মোট ৯০×৪=৩৬০ টাকা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করায় প্রতি মাসে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হয়। কিন্তু ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে একজন শ্রমিককে বরাদ্দ প্রদান করে তার নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা ও যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকা কর্তন করায় ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০-১২০=২৪০ টাকা মাসপ্রতি প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে যে কারণে পত্র সূত্র নং এইউ/কেজেট/২/৬২.৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। এই কারণে ৩০-১০-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি কক্ষ পারিবারিক বাসা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ২-৬-২০০১ তারিখ হতে ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া আদায় করার জন্য পত্রজারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে বিবাদী পক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় এ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং বিবাদী পক্ষ বেআইনীভাবে ২৪০ টাকা কর্তনের আদেশ প্রদান করেন নাই। এ কারণে বিবাদী পক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনীত বাদীর এ মোকদ্দমা খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

২। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ বাদী আঃ রাজ্জাকের নিকট হতে ৩/১ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিন জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা ভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে দরখাস্তকারী কর্তিত অর্থ ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষ কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিস্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন। দরখাস্তকারী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেন ঃ

১। প্রতিপক্ষ বরাবর দরখাস্তকারীর ইং ২২-৫-২০০৩ তারিখের দরখাস্তের কপি

২। পোস্টাল রশিদ

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেন ঃ

(ক) ৪-১১-২০০২ তারিখের ঘরভাড়া কর্তনের চিঠি

(খ) ৪-৬-২০০২ তারিখের ঘরভাড়া কর্তনের চিঠি

বিচার্য বিষয়ঃ ১ঃ দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, বিবাদী মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মামলা দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে এ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্থায়ী পদে ২১-৪-১৯৭৬ তারিখে নিয়োগ লাভ করেন এবং অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ মিলে স্পিনার পদে নিয়োজিত আছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আর্কষণ করেন, তা নিম্নরূপ ঃ

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ঃ

(১) কোন কারখানায় উহার ম্যানেজার,

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, ব্যণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার এবং,

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি"।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারী তার নিয়োগ কর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে বর্তমান মিল প্রতিপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন মামলা নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয়ঃ প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারী আঃ রাজ্জাকের নিকট হতে ৩/১নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিন জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা ভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে বসবাসের জন্য গত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ৩/১ নং পারিবারিক কোয়ার্টারটি বরাদ্দ প্রদান করে উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া ৪০ টাকা এবং দরখাস্তকারী মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করায় যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে মাসিক মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়মনীতি উপেক্ষা করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ ৮০×৪=৩২০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। বাদী ইহাতে আপত্তি করলে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কর্তনের সপক্ষে যুক্তি দেখান যে, দরখাস্তকারীকে দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর কোয়ার্টার হিসেবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা এবং উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ ১০×৪=৪০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হতো। এ কারণে দরখাস্তকারীর নিকট হতে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বাসাভাড়া কর্তন বেআইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য প্রতিপক্ষ বরাবর বহু আবেদন-নিবেদন করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী উহার প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বিবাদী মিলে বাদীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতিমাসে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরণের কোয়ার্টার প্রতিপক্ষ মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল কোয়ার্টারে দরখাস্তকারীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করছেন। ইহা প্রমাণের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কোয়ার্টার নং ৮/১৫,৮/১৬, ১৪/১১, ১৪/১২, ১৪/১৩, ১৪/১৪ সহ আরও কতিপয় কোয়ার্টারের নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে প্রতিমাসে ১২০ টাকা কর্তন করছেন। অথচ সমআয়তনের কোয়ার্টারের ভাড়া বাদীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি

ব্যতিক্রমী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তার মজুরী হতে প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা কর্তন করছেন। দরখাস্তকারীর প্রতি প্রতিপক্ষের এরূপ বিমাতাসূলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ী ভাড়া যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্তে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/শা-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৪-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আর্কষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়মে ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বাদীর নামে যে কোয়ার্টারটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসাবে এ কোয়ার্টারের মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারটির আয়তন বাদীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য বাসার আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এজন্য দরখাস্তকারীর কোয়ার্টারের ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের কোয়ার্টারের যে ভাড়া নির্ধারিত আছে বাদীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতে বিবাদী পক্ষ অধিকারী নহেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বিবাদী মিলে ২১ টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য মিলের সি, বি, এ ইউনিয়ন এবং প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলটির উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। ইহাতে প্রতিপক্ষ মিলের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ এর আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪×১০=৪০ টাকা ঘর ভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৪×৮০=৩২০টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করে প্রতিপক্ষ মিল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। যে কারণে এ সংক্রান্তে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এজন্য দরখাস্তকারীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযাগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত উপযুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজপত্র এবং নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ৩/১ নং কোয়ার্টারটি দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে দরখাস্তকারীর মজুরী থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং দরখাস্তকারীর ন্যায় সমআয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমান বাসাভাড়া বাবদ ১২০ টাকা হারে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ কোয়ার্টারের কতিপয় নম্বর দরখাস্তকারী আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও প্রতিপক্ষ তা অস্বীকার করেননি।

দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর কোয়ার্টারটিকে মিলের অধিক উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি কোয়ার্টার হিসেবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত কোয়ার্টারটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি সিট ভাড়া বাবদ ৪×১০=টাকা এবং উক্ত ৪ জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে থাকার ব্যবস্থা হলে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৪×৮০=৩২০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। বিবাদীর পক্ষ এই যুক্তিতে বাদীর মজুরী থেকে উল্লেখিত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত উল্লেখিত যুক্তি, দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধিসংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী এ মামলার তর্কিত বাসা ভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে প্রতিপক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন তাহলে ঐরূপ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতমতেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধির সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন(প্রদঃ-ক) উহা তর্কিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়মনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। একারণে এ আদালত এরূপ বেআইনী বাসা ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসা ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে আমলে না নিয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনে বাসাভাড়ার চেয়ে প্রতিপক্ষ এরূপ যুক্তি দর্শিয়ে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাসাভাড়া বাবদ ৪০টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এরূপ কর্তন বেআইনী বলে আদালত মনে করেন।

প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসার ভাড়ার হার একই হওয়া উচিত। উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকের সিট ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ হিসেবে একটি কক্ষে ৪ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪ জন শ্রমিককে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। উক্ত বাসাটি প্রতিপক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং একজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ ১২০ টাকা নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং দরখাস্তকারীর মজুরী হতে প্রতিপক্ষের অযৌক্তিক ও বেআইনীভাবে প্রকৃত বাসাভাড়া থেকে অতিরিক্ত হারে বাসাভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

বিচার্য বিষয় নং ৩ ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে উক্ত বিচার্য বিষয় দু'টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলার দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদী মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। দরখাস্তকারীর নিকট হতে ৩/১ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০=২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং আই, আর, ও ১৬/২০০৩

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যগণঃ ১। জনাব রবিউল ইসলাম
২। জনাব লোকমান হাকিম

১। মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, পিতা মোঃ বাদশা মিয়া, সাং সাজাইল, থানা কাশিয়ানী, জেলা-গোপালগঞ্জ, হাল সাং-৮/১৪, ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা-খালিশপুর, জেলা-খুলনা—দরখাস্তকারী।

১। দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ, পক্ষেঃ মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ-টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা-খুলনা—প্রতিপক্ষ।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া। প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নামঃ জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-১০-২০০৪ খ্রি/৪-৭-১৪১১ বংগাব্দ

রায়ের তারিখঃ ২৯-১২-২০০৪ খ্রিঃ/১৫-৯-১৪১১ বংগাব্দ

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত। সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ২৯-১০-১৯৭৮ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার সর্বশেষ পদ ও পদবী ফিটার, টোকেন নং ৪৮৩, বিভাগ ফ্যাক্টরী ম্যাকানিক্যাল, মিল নং ২। প্রতিপক্ষ ২-৬-২০০১ তারিখে শ্রমিক কলোনীর ৮/১৪ নং এক কক্ষবিশিষ্ট ফ্যামিলি কোয়ার্টারটি দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেন। বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর বাসা ছিল। উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন প্রতিপক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা ঘরভাড়া পেতেন। দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়ার পর তার নিকট থেকে প্রতিমাসে ৪০.০০ টাকা করে ঘরভাড়া এবং মিলের কোয়ার্টারে বসবাস করার কারণে প্রতিমাসে ৮০.০০ টাকা করিয়া যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় নাই। বেশ কিছু দিন বাসাভাড়া ও যাতায়াত ভাতা কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে আরো ৩ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা (৮০×৩)=২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করে যা বেআইনী। প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকের নিকট হতে মাসপ্রতি ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে কর্তন করছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরণের নিয়ম চলতে পারে না। অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে দরখাস্তকারী আইনতঃ অধিকারী প্রতিপক্ষের উক্তরূপ অতিক্তি যাতায়াত ভাতা কর্তন বন্ধ করার জন্য দরখাস্তকারী এবং ওয়ার্কস ইউনিয়নও প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী ২২-৫-২০০৩ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে আবেদন করে ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা একুনে ১২০ টাকা হারে কর্তন করার প্রার্থনা জানান। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর নিকট হতে ৮/১৪ নং বাসা বাবদ ঘরভাড়া ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা =১২০ টাকা স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করে কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় বাদী এ মামলায় রায় তার পক্ষে পেলেও উহা বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছু সংখ্যক ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সি বি এ-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় প্রতিপক্ষ সি বি এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে প্রতিপক্ষ মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ৯০×৪=৩৬০ টাকা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করায় প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। কিন্তু উক্ত ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে একজন শ্রমিককে বরাদ্দ প্রদান করে তার নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকা কর্তন করায় ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০–১২০=২৪০ টাকা মাসপ্রতি প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে যে কারণে পত্র সূত্র নং এ ইউ/কেজেড/২/৬২.৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। এই কারণে ৪-১১-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতিপক্ষ পারিবারিক বাসা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ২-৬-২০০১ তারিখ হতে ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া আদায় করার জন্য পত্রজারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে প্রতিপক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং উক্ত বাসায় শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় ঐ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমুলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষের বেআইনীভাবে ২৪০ টাকা কর্তনের আদেশ দেন নাই। এ কারণে প্রতিপক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্রজারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনীত দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

২। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ শাহাদাৎ হোসেনের নিকট হতে ৮/১৪ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী কি-না।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেন ঃ

১। দরখাস্তকারীর ২২-৫-২০০৩ তারিখের দরখাস্ত

২। দরখাস্তকারীর মজুরী শ্লিপ

৩। পোস্টাল রশিদ

মোকদ্দমার সমর্থনে প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজ ঃ

ক) ৪-১১-২০০২ তারিখের ঘরভাড়া কর্তনের চিঠি।

১নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কতৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মামলায় দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপর দিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে এ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্থায়ী পদে ২১-১০-১৯৭৮ তারিখে নিয়োগলাভ করেন এবং অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ মিলে ফিটার পদে নিয়োজিত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা নিম্নরূপ ঃ

"মালিক অর্থ কোন দোকান, ব্যাণিজিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ঃ

(১) কোন কারখানায় উহার ম্যানেজার,

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার, এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন। বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারী তাঁর নিয়োগকর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই

সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ শাহাদাৎ হোসেনের নিকট হতে ৮/১৪ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী কি-না।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে বসবাসের জন্য গত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ৮/১৪ নং পারিবারিক কোয়ার্টারটি বরাদ্দ প্রদান করে উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া ৪০ টাকা এবং দরখাস্তকারী মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করায় যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে মাসিক মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। পরববর্তীতে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়মনীতি উপেক্ষা করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জনের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ ৮০×৪=৩২০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা দরখাস্তকারী মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। দরখাস্তকারী ইহাতে আপত্তি করলে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কর্তনের সপক্ষে যুক্তি দেখান যে, দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর কোয়ার্টার হিসেবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ তাদের নিকট হতে ৮০×৪=৩২০ টাকা এবং উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ ১০×৪=৪০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হতো। এ কারণে দরখাস্তকারীর নিকট হতে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বাসাভাড়া কর্তন বেআইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য প্রতিপক্ষ বহু আবেদন-নিবেদন করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী উহার প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বিবাদী মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতি মাসে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরণের কোয়ার্টার প্রতিপক্ষ মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল কোয়ার্টারে দরখাস্তকারীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করেছেন। ইহা প্রমাণের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কোয়ার্টার নং ৮/১৫, ৮/১৬, ১৪/১১, ১৪/১২, ১৪/১২, ১৪/১৩ ও ১৪/১৪ সহ আরও কতিপয় কোয়ার্টারের নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে কর্তন করছেন। অথচ সমআয়তনের কোয়ার্টারের ভাড়া দরখাস্তকারীর নিকট হতে অন্যান্যভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তার মজুরী হতে প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা হারে কর্তন করছেন। দরখাস্তকারীর প্রতি প্রতিপক্ষের এরূপ বিমাতাসূলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ী ভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/শা-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখায় বিগত ৪-৫-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধারণের বিষয়ের এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন

নিয়মের ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বাদীর নামে যে কোয়ার্টারটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসাবে এ কোয়ার্টারের মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। কোয়ার্টারটির আয়তন দরখাস্তকারীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য বাসার আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এজন্য দরখাস্তকারীর কোয়ার্টারের ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের কোয়ার্টারের যে ভাড়া নির্ধারিত আছে দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতে প্রতিপক্ষ অধিকারী নহে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে ২১টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য সি, বি, এ ইউনিয়নের এবং প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১ টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টার ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে ১০×৪= ৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিককে যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা প্রতিমাসে মিলের তহবিলে জমা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরে করে প্রতিপক্ষ মিল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। যে কারণে এ সংক্রান্তে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এজন্য দরখাস্তকারীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ৮/১৪ নং কোয়ার্টারটি দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে মজুরী থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং দরখাস্তকারীর ন্যায় সমআয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমান বাসাভাড়া বাবদ ১২০ টাকা হারে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ কোয়ার্টারের কতিপয় নম্বর দরখাস্তকারী আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও প্রতিপক্ষ তা অস্বীকার করেননি।

দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর কোয়ার্টারটিকে মিলের অধিক উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি কোয়ার্টার হিসেবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত কোয়ার্টারটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি ঘরের ভাড়া বাবদ ৪×১০=৪০ টাকা এবং উক্ত ৪ জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে থাকার কারণে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৪×৮০=৩২০ টাকা প্রতি মাসে মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। প্রতিপক্ষ এই যুক্তিতে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে উল্লিখিত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি, দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধিসংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী এ মামলার তর্কিত বাসা ভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে প্রতিপক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তাহলে ঐরূপ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতিমতেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধির সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা তর্কিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম-নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে এ আদালত এরূপ বেআইনী বাসাভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসাভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসাভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে আমলে না নিয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার চেয়ে প্রতিপক্ষ এরূপ যুক্তি দর্শিয়ে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাসাভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াদ ভাতা বাবদ ৩২০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এরূপ কর্তন বেআইনী বলে আদালত মনে করেন।

প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসার ভাড়ার হার একই হওয়া উচিৎ। উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকের সিট ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ হিসেবে একটি কক্ষে ৪ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪ জন শ্রমিককে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। উক্ত বাসাটি প্রতিপক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং একজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ মোট ১২০ টাকা নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং দরখাস্তকারীর মজুরী হতে প্রতিপক্ষের অযৌক্তিক ও বেআইনীভাবে প্রকৃত বাসাভাড়ার থেকে অতিরিক্ত বাসাভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা দরখাস্তকারী ফেরৎ অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

১ ও ২নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় দু'টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলার দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারী মোকদ্দমা দোতরফাসূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। দরখাস্তকারীর নিকট হতে ৮/১৪ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিন জনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০=২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরৎ দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব রবিউল ইসলাম
২। জনাব লোকমান হাকিম

১। আঃ রাজ্জাক, পিতা একিন আলী খান, সাং মুগাকাঠি, থানা উজিরপুর, জেলা বরিশাল, হাল সাং ২/৩৭ ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ, পক্ষে-মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর জেলা খুলনা—প্রতিপক্ষ।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া, প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ মোফাক্কর হোসেন।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-১০-২০০৪ খ্রিঃ/৪-৭-১৪১১ বংগাব্দ

রায়ের তারিখ ঃ ৩০-১২-২০০৪ খ্রিঃ/১৬-৯-১৪১১বংগাব্দ

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত ।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ১৭-২-২০০০ তারিখে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তাঁর সর্বশেষ পদ ও পদবী, টোকেন নং ৬০৪, বিভাগ-স্পিনিং, পালা 'খ', মিল নং ৩। প্রতিপক্ষ ২-৬-২০০১ তারিখে শ্রমিক কলোনীর ২/৩৭ নং এক কক্ষবিশিষ্ট ফ্যামিলি কোয়ার্টারটি দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেন। বরাদ্দ দেয়ার পুর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর বাসা ছিল। উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন প্রতিপক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা ঘরভাড়া পেতেন। দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়ার পর তাঁর নিকট থেকে প্রতিমাসে ৪০ টাকা করে ঘরভাড়া এবং মিলের কোয়ার্টারে বসবাস করার কারণে প্রতিমাসে ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় নাই। বেশ কিছু দিন বাসাভাড়া ও যাতায়াত ভাতা কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে আরো ৩ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করে যা বেআইনী। প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকের নিকট হতে মাসপ্রতি ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে কর্তন করছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরণের নিয়ম চলতে পারে না। অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে দরখাস্তকারী আইনতঃ অধিকারী। প্রতিপক্ষর উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন বন্ধ করার জন্য দরখাস্তকারী এবং সি, বি, এ ইউনিয়নও প্রতিপক্ষেকে অনুরোধ করায় কোনরূপ ফল না হওয়ায়

দরখাস্তকারী ২২-৫-২০০৩ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে আবেদন করে ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা এক্ষণে ১২০ টাকা হারে কর্তন করার প্রার্থনা জানান। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর নিকট হতে ২/৩৭ নং বাসা বাবদ ঘরভাড়া ৪০+ যাতায়াত ভাতা ৮০=১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরৎ প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ডাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মামালায় পক্ষভুক্ত না করে কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় দরখাস্তকারী এ মামলায় রায় তাঁর পক্ষে পেলেও উহা বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছুসংখ্যক ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সি বি এ-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় প্রতিপক্ষ সি বি এ-এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে প্রতিপক্ষ মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ৯০×৪=৩৬০ টাকা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করায় প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। কিন্তু উক্ত ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে একজন শ্রমিককে বরাদ্দ প্রদান করে তাঁর নিকট থেকে ঘরভাড়ায় বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকা কর্তন করায় ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০-১২০=২৪০ টাকা মাসপ্রতি প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে, যে কারণে পত্র সূত্র নং এ ইউ/কেজেড/২/৬২.৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। এই কারণে গত ৩০-১০-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি রুম পারিবারিক বাসা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ২-৬-২০০১ তারিখে হতে ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া আদায় করার জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে প্রতিপক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় ঐ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষ বেআইনীভাবে ২৪০ টাকা অতিরিক্ত কর্তনের আদেশ দেন নাই। এ কারণে প্রতিপক্ষে ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনীত দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

২। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী আঃ রাজ্জাকের নিকট হতে ২/৩৭ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০+ যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী কি-না।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেন ঃ

১। দরখাস্তকারীর ২২-৫-২০০৩ তারিখের দরখাস্ত

২। দরখাস্তকারীর মজুরী শ্লিপ

৩। পোস্টাল রশিদ

মোকদ্দমার সমর্থনে প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদিঃ

(ক) ৪-১১-২০০২ তারিখের ঘর ভাড়া কর্তনের চিঠি।

১ নং বিচার্য বিষয়ঃ দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে এ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্থায়ী পদে ১৭-২-২০০০ তারিখে নিয়োগ লাভ করেন এবং অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ মিলে নিয়োজিত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা নিম্নরূপ ঃ

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুয়ায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ঃ

(১) কোন কারখানায় উহার ম্যানেজার,

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার, এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন—বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারী তাঁর নিয়োগকর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয়ঃ প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর আঃ রাজ্জাকের নিকট হতে ২/৩৭ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৮০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্ত কারী ফেরৎ পেতে অধিকারী কি-না।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে বসবাসের জন্য গত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ২/৩৭ নং পারিবারিক কোয়ার্টারটি বরাদ্দ প্রদান করে উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া ৪০ টাকা এবং দরখাস্তকারী মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করায় যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে মাসিক মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ঘরভাড়া, সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জনের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ ৮০×৪=৩২০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। দরখাস্তকারী ইহাতে আপত্তি করলে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কর্তনের সপক্ষে যুক্তি দেখান যে, দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর কোয়ার্টার হিসেবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং যাতায়াতা ভাতা বাবদ তাদের নিকট হতে ৮০×৪=৩২০ টাকা এবং উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ ১০×৪=৪০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। এ কারণে দরখাস্তকারীর নিকট হতে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বাসা ভাড়া কর্তন বেআইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য বহু আবেদন-নিবেদন করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী উহার প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতিমাসে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরণের কোয়ার্টার প্রতিপক্ষ মিলে শতাধিক রয়েছে এবং যে সকল কোয়ার্টারে দরখাস্তকারীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করছেন। ইহা প্রমাণের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কোয়ার্টার নং ৮/১৫, ১৪/১১, ৮/১৬, ১৪/২২, ১৪/১৩ ও ১৪/১৪ সহ আরও কতিপয় কোয়ার্টারের নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে কর্তন করছেন। অথচ সমআয়তনের কোয়ার্টারের ভাড়া দরখাস্তকারীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তার মজুরী হতে প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা হারে কর্তন করছেন। দরখাস্তকারীর প্রতি প্রতিপক্ষ কর্তৃক এরূপ বিমাতাসূলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/ সা-৪/ কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৫-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এ প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে প্রাপ্য আয়তনে ঘরভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়মে ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তারও উল্লেখ করা হয়েছেন। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা হয়েছে। দরখাস্তকারীর নামে যে কোয়ার্টারটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪ টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসেবে এ কোয়ার্টারের মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারটির আয়তন দরখাস্তকারীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য বাসার আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এজন্য দরখাস্তকারীর কোয়ার্টারের ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের কোয়ার্টারের যে ভাড়া নির্ধারিত আছে দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতে প্রতিপক্ষ অধিকারী নহে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে ২১টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য সি, বি, এ ইউনিয়নের এবং প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টার ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে ১০×৪=৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিককে যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা প্রতিমাসে মিলের তহবিলে জমা হয়েছে। কিন্তু পরর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ব্যাচেলর কোয়ার্টরকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করে প্রতিপক্ষ মিল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। যে কারণে এ সংক্রান্তে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এজন্য দরখাস্তকারীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতয়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তৃন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ০২-০৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ২/৩৭ নং কোয়ার্টারটি দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে মজুরী থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং দরখাস্তকারীর ন্যায় সমআয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমান বাসাভাড়া বাবদ ১২০ টাকা হারে তাঁদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে এরূপ কোয়ার্টারের কতিপয় নম্বর দরখাস্তকারী আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও প্রতিপক্ষ তা অস্বীকার করেননি।

দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর কোয়ার্টারটিকে মিলের উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি কোয়ার্টার হিসেবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি ঘরের ভাড়া বাবদ ৪×১০=৪০ টাকা এবং উক্ত ৪ জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে বসবাসের কারণে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৪×৮০=৩২০ টাকা প্রতি মাসে মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারের রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। প্রতিপক্ষ এই যুক্তিতে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে উল্লিখিত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী এ মামলার তর্কিত বাসাভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে প্রতিপক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তাহলে ঐরূপ বাসাভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতিমতেই বাসাভাড়া বৃদ্ধির সাপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা তর্কিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম-নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে এ আদালত এরূপ বেআইনী বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসাভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসাভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে আমলে না নিয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার চেয়ে প্রতিপক্ষ যুক্তি দর্শিয়ে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাসাভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এরূপ কর্তন বেআইনী বলে আদালত মনে করেন।

প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসার ভাড়ার হার একই হওয়া উচিৎ। উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকের সিট ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ হিসেবে একটি কক্ষে ৪ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪ জন শ্রমিককে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। উক্ত বাসাটি প্রতিপক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং একজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ মোট ১২০ টাকা নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

সুতরাং দরখাস্তকারীর মজুরী হতে প্রতিপক্ষের অযৌক্তিক ও বেআইনী প্রকৃত বাসাভাড়ার থেকে অতিরিক্ত বাসাভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয়ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় দু'টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলার দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা দোতরফা সুত্রে খরচের আদেশ বতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। দরখাস্তকারীর নিকট হতে ২/৩৭ নং বাসারভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিন জনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০=২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।
আই,আর, ও, ১৮/২০০৩

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব ওয়ালিউর রহমান ভুইয়া,

২। জনাব লোকমান হাকিম, মো ঃ শহিদুল ইসলাম, পিতা-নুর মোহাম্মদ, শানুহার, থানা উজিরপুর, জেলা বরিশাল, হাল সাং ৮/১০, ক্রিসেন্ট জুট মিল কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা-খুলনা—**বাদী**।

বনাম

দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ পক্ষে-মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা বিবাদী।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া,

বিবাদীর পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মো ঃ মোফাক্কার হোসেন,

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-১০-২০০৪ খ্রি ঃ

রায়ের তারিখ ঃ ৩০-১২-২০০৪ খ্রি ঃ

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি মামলা। বাদীর দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে তার নিবেদন হলো যে, তিনি ২৩-৭-৯৫ তারিখে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিয়োগলাভ করেন এবং তার সর্বশেষ টোকেন নং ১৮৪, মিল ম্যাকানিক বিভাগ, পালা 'ক' এবং তার মিল নং ৩। বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদীকে ২-৬-২০০১ তারিখে শ্রমিক কলোনীর ৮/১০ নং এক কক্ষ বিশিষ্ট একটি ফ্যামিলী কোয়ার্টার বরাদ্দ দেয়। এ বাসাটি বাদীকে বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে ইহা ৪ জন শ্রমিকদের নামে বরাদ্দ ছিল এবং প্রত্যেকের নিকট থেকে ১০ টাকা হারে মাসিক ৪০ টাক ভাড়া আদায় করা হত। মিল ক্যাম্পাসে বসবাসকারী শ্রমিকদের যাতায়াত ভাতা দেয়ার বিধান নাই। বাদীকে বাসা বরাদ্দ দেয়ার পর প্রতি মাসে ৪০ টাকা হারে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ ঘরভাড়া কর্তন করেছেন এবং বাদীকে বাসা বরাদ্দের পর যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা দেয়া হয়নি। সম্প্রতি বিবাদী পক্ষ খামখেয়ালীপনা করে ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে উক্ত বাসা বরাদ্দ দেয়ার তারিখ হতে বাদীর নিকট থেকে আরও তিনজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৩=২৪০ টাকা বকেয়া দেখিয়ে কর্তন করছেন যা সম্পূর্ণ বেআইনী। বিবাদী মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট সমআয়তনের বাসা ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং বিবাদী মিলে এ ধরণের বাসার সংখ্যা শতাধিক আছে। অথচ বিবাদী পক্ষ বাদীর নিকট থেকে ১২০ টাকার স্থলে ৩৬০ টাকা করে কর্তন করে বে-আইনী, অযৌক্তিক এবং অমানবিক কাজ করেছেন। একই প্রকল্পে দু-ধরণের নিয়ম চলতে পারে না। বাদীও অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধাদি ভোগ করতে অধিকারী। বাদী একাধিকবার উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতাকর্তন বন্ধ করার জন্য বিবাদী বরাবর আবেদন-নিবেদন করেছেন কিন্তু কোন ফল হয়নি। শ্রমিক ইউনিয়ন থেকেও পত্র দ্বারা বিবাদী পক্ষকে উক্তরূপ-ভাবে ঘরভাড়া কর্তন না করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। পরিশেষে বাদী বাসাভাড়া বাবদ ১২০ টাকা করে কর্তন করার জন্য বিবাদী পক্ষের নিকট রেজিস্ট্রি ডাকযোগে দরখাস্ত প্রেরণ করেন উক্ত দরখাস্তে বাদী উল্লেখ করেন যে, ৩০-৫-২০০৩ তারিখের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিবাদী পক্ষ ব্যর্থ হলে বাদী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করবেন। বিবাদী পক্ষ উক্ত দরখাস্ত পাবার পর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় বাদী বাধ্য হয়ে এ মামলা দায়ের করে বাদীর নামে বরাদ্দকৃত কক্ষের ভাড়া ১২০ টাকা করে কর্তন করার এবং অতিরিক্ত তিনজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাদীর নিকট হতে কর্তন না করার আদেশের প্রার্থনা করেছেন ও ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার আদেশদানের আবেদন করেছেন।

বিবাদী পক্ষ একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে বাদীর সমুদয় বক্তব্য অস্বীকার করেছেন এবং মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিবাদী পক্ষের লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুসারে সংক্ষেপে নিবেদন হলো যে, বিবাদী মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএমসি-এর চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি-এর চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করায় ইহা কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় বাদী এ মামলার রায় তার পক্ষে পেলেও উহা বিজেএমসি-এর

চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা কার্যকর করায় ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নাই। কাজেই বিজেএমসি-এর চেয়ারম্যানকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, বিবাদী মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছুসংখ্যক ব্যাচেলার বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সিবিএ-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন যাবত চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় বিবাদী পক্ষ সিবিএ-এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ও মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে বিবাদী মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। বিবাদী পক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসায় ৪জন শ্রমিককে মাসিক ৯০টাকা হারে ভাড়ায় মোট ৯০×৪=৩৬০ টাকা ভাড়ায় ব্যাচেলর বাসা বরাদ্দ দেয়া হয় এবং এতে প্রতিমাসে প্রতি ব্যাচেলর বাসা বাবদ ৩৬০ টাকা বিবাদী মিলের তহবিলে জমা হয়। কিন্তু ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করলে একজন শ্রমিকের নিকট থেকে ৮০ টাকা যাতায়াত ভাতা+৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ মোট ১২০ টাকা আদায় করা হয়। ফলে প্রতিটি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করলে ৩৬০-১২০=২৪০ টাকা প্রতিমাসে প্রতি বাসার ঘরভাড়া বাবদ বিবাদী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে যে কারণে পত্র সূত্র নং এইড/কেজেড/২/৬২'৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। এই জন্য ৩০-১০-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি কক্ষ পারিবারিক বাসা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ২-৬-২০০১ তারিখ হতে ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া আদায় করার জন্য পত্রজারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে বিবাদী পক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় এ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং বিবাদী পক্ষ বেআইনভাবে ২৪০ টাকা কর্তনের আদেশ প্রদান করেন নাই। এ কারণে বিবাদী পক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনীত বাদীর এ মোকদ্দমা খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

২। বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদী মোঃ শহীদুল ইসলামের নিকট হতে ৮/১০ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা=১২০ টাকা স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা বাসা ভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ বাদী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না

৩। বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মোকাদ্দমায় কোন পক্ষ কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতহতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিস্পতিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

বাদী পক্ষ মামলার সমর্থন নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেন ঃ

১। ২২-৫-২০০৩ তারিখের বাদীর দরখাস্ত,

২। মজুরী কর্তনের স্লিম,

৩। পোস্টাল রসিদ।

বিবাদী পক্ষ নিম্নোক্ত কাগজাদিফিরিস্তিসহকারে মোকদ্দমার সমর্থনে দাখিল করেছেন ঃ

১। ৪-১১-২০০২ তারিখের বাসাভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত পত্র

২। ৪-৬-২০০১ তারিখের বাসা বরাদ্দের পত্র

বিচার্য বিষয় ১ ঃ বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, বিবাদী মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি-এর চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল বিবাদী শ্রেণীভুক্ত না করায় বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মামলা বাদীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ বিবাদী পক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপর দিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বিবাদী মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বাদী বিবাদী মিলে এই বিবাদী পক্ষ কর্তৃক স্থায়ী শ্রমিক পদে ২৩-৭-৯৫ তারিখে নিয়োগলাভ করেন এবং অদ্যাবধি বিবাদী মিলে কর্মরত আছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বাদীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২ (জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা নিম্নরূপ ঃ

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যে রূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ঃ

(১) কোন কারখানায় উহার ম্যানেজার,

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার এবং (৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। বাদীকে বর্তমান বিবাদী পক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন সে কারণে বাদী পক্ষ বাদী তার নিয়োগকর্তা ও স্থানীয় মালিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে বিবাদী করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন মামলা নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২ নং বিচার্য বিষয় ঃ বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদী মোঃ শহীদুল ইসলামের নিকট হতে ৮/১০ নং বাসাভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা =১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতয়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা বাসা ভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বে-আইনী হলে কর্তিত অর্থ বাদী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাদীকে বসবাসের জন্য গত ২-৬-২০০১ তারিখে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদীর নামে একটি পারিবারিক কোয়ার্টার যার নং ৮/১০ বরাদ্দ দেন এবং বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ মিল ক্যাম্পাসে বাসা বরাদ্দ দেয়ায় বাদীকে যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রদত্ত ৮০ টাকা ও বাসা ভাড়া বাবদ বাদীর মজুরী হতে প্রতি মাসে ৪০ টাকা করে উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ খামখেয়ালী ও সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচলিত সকল নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করে বাদীর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৮০×৪= ৩২০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা বাদীর মজুরী থেকে কর্তন শুরু করেন। বাদী ইহাতে আপত্তি করলে বিবাদী পক্ষ ইহার সপক্ষে যুক্তি দেখান যে, বাদীকে দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর কোয়ার্টার হিসাবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং উক্ত ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪= ৩২০ টাকা এবং উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ ১০ টাকা হারে মোট ১০×৪=৪০ টাকা সর্বমোট ৩৬০ টাকা বিবাদী মিলের তহবিলে জমা হতো। এ কারণে বাদীর নিকট থেকে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। বাদী বিবাদী পক্ষের উক্তরূপ বাসা ভাড়া কর্তনকে বে-আইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য বিবাদী বরাবর বহু আবেদন-নিবেদন করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ তাতে কোন কর্ণপাত না করায় বাদী এর প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বিবাদী মিলে বাদীর বাসার ন্যায় সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতিমাসে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরণের কোয়ার্টার বিবাদী মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল কোয়ার্টারে বাদীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করছেন।

ইহা প্রমাণের জন্য বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী কোয়ার্টার নং ৮/১৫, ৮/১৬, ১৪/১১, ১৪/১২; ১৪/১৩, ১৪/১৪, ১৪/১৫, ১৪/১৬, ১৯/১৬, ১৯/১১, ১৯/১২, ২০/১৩ ও ২০/১৪ নং কোয়ার্টারের নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ বিবাদী পক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে প্রতি মাসে ১২০ টাকা করে কর্তন করেন। অথচ উক্ত সমআয়তনের কোয়ার্টারের ভাড়া বাদীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি প্রদর্শন করে বিবাদী পক্ষ তার মজুরী থেকে প্রতি মাসে ৩৬০ টাকা কর্তন করছেন। বাদীর প্রতি বিবাদী পক্ষের এরূপ বিমাতাসূলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় বাদী এ মোকদ্দমা করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরী,বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ী ভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্তে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/শা-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৪-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়ম দ্বারা ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য । তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বাদীর নামে যে কোয়ার্টারটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসাবে এ কোয়ার্টারের মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারটির আয়তন বাদীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য বাসার আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এজন্য বাদীর কোয়ার্টারের ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের কোয়ার্টারের যে ভাড়া নির্ধারিত আছে বাদীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতে বিবাদী পক্ষ অধিকারী নহেন।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বিবাদী মিলে ২১টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য মিলের সিবিএ ইউনিয়ন এবং বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলটির উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১টি ব্যাচেলার কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। ইহাতে বিবাদী মিলের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ এর আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪×১০=৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার অর্থ বাবদ মোট ৪×৮০=৩২০ টাকা বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা হতো । কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন না। যে কারণে এ সংক্রান্ত অডিট আপত্তি উৎথাপিত হয়। এজন্য বাদীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিককে যাতয়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ অর্থ অর্থ্যাৎ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবি দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজপত্র, এবং নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ২-৬-২০০১ তারিখে ৮/১০ নং কোয়ার্টারটিকে বাদীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথম প্রতি মাসে ১২০ টাকা হারে বাদীর মজুরী থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং বাদীর ন্যায় সময় আয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমানে বাসাভাড়া বাবদ ১২০ টাকা করে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ কোয়ার্টারের কতিপয় নম্বর বাদী তার আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও বিবাদী পক্ষ তা অস্বীকার করেননি।

বাদীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর কোয়ার্টারটিকে মিলের অধিক উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি কোয়ার্টার হিসাবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত কোয়ার্টারটি ৪ জন শ্রমিকের নামেও বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি সিট ভাড়া বাবদ ৪×১০=৪০ টাকা এবং উক্ত ৪ জন শ্রমিক এর মিল ক্যাম্পাসে থাকার ব্যবস্থা হতে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা বিবাদী মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। বিবাদী পক্ষ এই যুক্তিতে বাদীর মজুরী থেকে উল্লেখিত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত উল্লেখিত যুক্তি, দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়মনীতি অনুযায়ী এ মামলা তর্কিত বাসা ভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির নিয়মনীতি অনুসরণ করে বিবাদী পক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তাহলে ঐরূপ বাসাভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে বিবাদী পক্ষ তাদের স্বীকৃত মতেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধির সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা তর্কিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম-নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণেই এ আদালত এরূপ বেআইনী বাসাভাড়া বৃদ্ধি ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসাভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসা ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে আমলে না এনে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে সমপরিমাণ আয়তনের বাসার ভাড়া বাবদ প্রাপ্য ভাড়ার চেয়ে বিবাদী পক্ষ এরূপ যুক্তি দর্শিয়ে বাদীর মজুরী থেকে বাসা ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারে না এবং ইহা বেআইনী বলে আদালত মনে করেন।

বিবাদী মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের সকল বাসার ভাড়ার হার একই হওয়া উচিত। উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিল গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিক এর সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে বাসা ভাড়ার বিধান রয়েছে। এ হিসাবে একটি কক্ষে চারজন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি চারজন শ্রমিকের মধ্যে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত বাসা ভাড়া বাবদ বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ এর তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। সুতরাং বাসা ভাড়ার উক্ত ৪০ টাকা এবং উক্ত বাসাটি বর্তমানে বিবাদী পক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গকে নিয়ে বসবাস করার জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার ৮০ টাকা মোট ৪০+৮০=১২০ টাকা উক্ত বাসার ভাড়া নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

সুতরাং বাদীর মজুরী থেকে বিবাদী কর্তৃক অযৌক্তিক এবং বেআইনী ভাবে প্রকৃত বাসা ভাড়ার চেয়ে অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা বাদী ফেরত পেতে অধিকারী বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয়ঃ বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি না।

১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় ২ টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় ২ টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলায় বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদীর মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর কর হলো। বাদীর নিকট হতে ৮/১০ নং বাসা বাবদ বাসাভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০=২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার জন্য বিবাদী পক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।
মামলা নং আই, আর, ও ১৯/২০০৩

উপস্থিতঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যঃ ১। জনাব ওয়ালিউর রহমান

২। জনাব লোকমান হাকিম, মোঃ শাহ আলম, পিতা মৃত মোঃ আবুল কালাম হাওলাদার, সাং মোল্লাপাড়া, থানা আগৈলঝাড়া, জেলা বরিশাল। হাল সাং ১৯/১৯, ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—বাদী।

বনাম

দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ, পক্ষে মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, জেলা খুলনা—বিবাদী।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া, বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন,

শুনানীর তারিখঃ ১৯-১০-২০০৪

রায়ের তারিখঃ ২৯-১২-২০০৪

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে একটি মামলা।

বাদীর দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে নিবেদন হলো যে, তিনি টোকেন নং ১২-৫-১৯৮২ সালে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিয়োগলাভ করেন এবং সর্বশেষ তার টোকেন নং ছিল ৯৮৮, বিভাগ মিল ম্যাকানিক, পালা "খ" এবং মিল নং ২। বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদীকে ৩১-৭-২০০২ তারিখে ১৯/১৯ নং এক কক্ষবিশিষ্ট একটি ফ্যামিলি বাসা বরাদ্দ দেয়। এ বাসাটি বাদীকে বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে ইহা ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল এবং প্রত্যেকের নিকট থেকে ১০ টাকা হারে মাসিক ৪০ টাকা আদায় করা হতো। মিল ক্যাম্পাসে বসবাসকারী শ্রমিকদের যাতায়াত ভাতা দেয়ার বিধান নেই। বাদীকে বাসা বরাদ্দ দেয়ার পর প্রতি মাসে ৪০ টাকা করে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ ঘরভাড়া কর্তন করতেন এবং বাদীকে বাসা বরাদ্দের পর যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা দেয়া হয়নি। সম্প্রতি বিবাদী পক্ষ খামখেয়ালীপনা করে ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে উক্ত কক্ষ বরাদ্দ দেয়ার তারিখ হতে বাদীর নিকট থেকে আরও তিনজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৩=২৪০ টাকা বকেয়া দেখিয়ে কর্তন করছেন যা সম্পূর্ণ বে-আইনী। বিবাদী মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে সম-আয়তনের বাসা ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং বিবাদী মিলে এ ধরণের বাসার সংখ্যা শতাধিক হবে। অথচ বিবাদী পক্ষ বাদীর নিকট থেকে ১২০ টাকার স্থলে ৩৬০ টাকা কর্তন করে বে-আইনী, অযৌক্তিক এবং অমানবিক কাজ করেছেন। একই প্রকল্প দু-ধরণের নিয়ম চলতে পারে না। বাদী ও অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধাদি ভোগ করতে অধিকারী। বাদী একাধিকবার উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন বন্ধ করার জন্য আবেদন-নিবেদন করেছেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। শ্রমিক ইউনিয়ন থেকেও পত্র দ্বারা বিবাদী পক্ষকে উক্তরূপভাবে ঘরভাড়া কর্তন না করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। পরিশেষে বাদী বাসা ভাড়া বাবদ ১২০ টাকা করে কর্তন করার জন্য বিবাদী পক্ষের নিকট রেজিস্ট্রী ডাকযোগে দরখাস্ত প্রেরণ করে আবেদন করেন। বাদী উক্ত দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে, ৩০-৫-২০০৩ তারিখের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিবাদী পক্ষ ব্যর্থ হলে বাদী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করবেন। বিবাদী পক্ষ উক্ত দরখাস্ত পাবার পর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় বাদী বাধ্য হয়ে এ মামলা দায়ের করে। বাদীর নামে বরাদ্দকৃত কক্ষের ভাড়া ১২০ টাকা করে কর্তন করার এবং অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা বাদীর নিকট হতে কর্তন না করার আদেশের প্রার্থনা করেছেন ও ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার আদেশেরও আবেদন করেছেন।

বিবাদী পক্ষ একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে বাদীর সমুদয় বক্তব্য অস্বীকার করেছেন এবং মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিবাদী পক্ষের লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুসারে সংক্ষেপে নিবেদন হলো যে, বিবাদী মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএমসি এর চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করায় ইহা কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধের মামলা করায় বাদী এ মামলার রায় তার পক্ষে পেলেও উহা বিজেএমসি এর চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ বিবাদী পক্ষের নেই। কাজেই বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকায় ২য় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, বিবাদী মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছু সংখ্যক ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সিবিএ এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় বিবাদী পক্ষ সিবিএ ইউনিয়নের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ও উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে বিবাদী মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। বিবাদী পক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসায় ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ভাড়ায় মোট ৯০×৪=৩৬০ টাকা ভাড়ায় ব্যাচেলর বাসা বরাদ্দ দেয়া হয় এবং এতে প্রতি মাসে প্রতি ব্যাচেলর বাসা বাবদ ৩৬০ টাকা বিবাদী মিলের তহবিলে জমা হয়। কিন্তু ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করলে একজন শ্রকিকের নিকট থেকে ৮০ টাকা যাতায়াত ভাতা +৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ মোট ১২০ টাকা আদায় করা হয়। ফলে প্রতিটি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করলে ৩৬০-১২০=২৪০ টাকা প্রতি মাসে বাসার ভাড়া বাবদ বিবাদী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে কারণে পত্র সূত্র নং এইড/কেজেড/২/৬২.৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উৎথাপিত হয়। এইজন্য ৩০-১০-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি কক্ষ পারিবারিক বাসা ভাড়া আদায় করার জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে বিবাদী পক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় এ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং বিবাদী পক্ষ বে-আইনীভাবে ২৪০ টাকা কর্তনের আদেশ প্রদান করেন নাই। এ কারণে বিবাদী পক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনিত বাদীর এ মোকদ্দমা খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

২। বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদী মোঃ শাহ আলম এর নিকট হতে ১৯/১৯ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা = ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা×৩=২৪০ টাকা বাসা ভাড়া বাবদ কর্তন বে-আইনী কি-না এবং বে-আইনী হলে কর্তিত অর্থ বাদী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

৩। বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষ কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশূলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে এক মত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

বাদীপক্ষ গত মামলার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করেনঃ

১। ২২-৫-২০০৩ তারিখের বাদীর দরখাস্ত,

২। মজুরী কর্তনের স্লিপ,

৩। পোষ্টাল ডাক রশিদ।

বিবাদী পক্ষ নিম্নোক্ত কাগজাদি ফিরিস্থিসহকারে মোকদ্দমার সমর্থনে দাখিল করেছেন ঃ

১। ৪-১১-২০০২ তারিখের পত্র,

২। ৪-৬-২০০১ তারিখের পত্র।

১নং বিচার্য বিষয় ঃ বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, বিবাদী মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল বিবাদী শ্রেণীভুক্ত না করায় বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মামলা বাদীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ বিবাদী পক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বিবাদী মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বাদী বিবাদী মিলে এই বিবাদী পক্ষ কর্তৃক স্থায়ী শ্রমিক পদে ১২-৫-১৯৮২ তারিখে নিয়োগ লাভ করেন এবং অদ্যাবধি বিবাদী মিলে কর্মরত আছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বাদীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা নিম্নরূপ ঃ

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যে রূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গঃ

(১) কোন কারখানায় উহার ম্যানেজার,

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার, এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রনের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি"

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী গণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। বাদীকে বর্তমান বিবাদী পক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোশেনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে বাদী তার নিয়োগকর্তা ও স্থানীয় মালিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে বিবাদী করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন মামলা নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১ নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদী মোঃ শাহ আলম এর নিকট হতে ১৯/১৯ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাড়া ৮০ টাকা = ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা × ৩=২৪০ টাকা বাসা ভাড়া বাবদ কর্তন বে-আইনী কি-না এবং বে-আইনী হলে কর্তিত অর্থ বাদী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাদীকে বসবাসের জন্য গত ৩১-৭-২০০২ তারিখে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদীর নামে একটি পারিবারিক কোয়ার্টার যার নং ১৯/১৯ বরাদ্দ দেন এবং বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ মিল ক্যাম্পাসে বাসা বরাদ্দ দেয়ায় বাদীকে যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রদত্ত ৮০ টাকা ও বাসা ভাড়া বাবদ বাদীর মজুরী হতে প্রতি মাসে ৪০ টাকা করে উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ খামখেয়ালীপনা করে ও সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচলিত সকল নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করে বাদীর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৮০×৪=৩২০ টাকা মোট ৪৬০ টাকা বাদীর মজুরী থেকে কর্তন শুরু করেন। বাদী ইহাতে আপত্তি করলে বিবাদী পক্ষ ইহার সপক্ষে যুক্তি দেখান যে বাদীকে দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর কোয়ার্টার হিসাবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং উক্ত ৪ জন শ্রমিক এর যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা এবং উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ ১০ টাকা হারে মোট ১০×৪=৪০ টাকা সর্বমোট ৩২০ টাকা বিবাদী মিলের তহবিলে জমা হতো। এ কারণে বাদীর নিকট থেকে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। বাদী বিবাদী পক্ষের উক্তরূপ বাসা ভাড়া কর্তনকে বে-আইনী দাবী করে তা বন্দ করার জন্য বিবাদী বরাবর বহু আবেদন-নিবেদন করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ তাতে কোন কর্নপাত না করায় বাদী এর প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে বিবাদী মিলে বাদীর বাসার ন্যায় সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতিমাসে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরণের কোয়ার্টার বিবাদী মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল কোয়ার্টারে বাদীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করেছেন। ইহা প্রমাণের জন্য বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী কোয়ার্টার নং ৮/১৫, ৮/১৬, ১৪/১১, ১৪/১২, ১৪/১৩, ১৪/১৪, ১৪/১৫, ১৪/১৬, ১৯/১৬, ১৯/১১, ১৯/১২, ২০/১৩, ও ২০/১৪ নং কোয়ার্টারের নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ বিবাদী পক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে প্রতিমাসে ১২০ টাকা করে কর্তন করেন। অথচ উক্ত সম আয়তনের কোয়ার্টারের ভাড়া বাদীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমীযুক্তি প্রদর্শন করে বিবাদী পক্ষ তার মজুরী হতে প্রতি মাসে ৩৬০ টাকা কর্তন করছেন। বাদীর প্রতি বিবাদী পক্ষের এরূপ বিমাতাসুলভ আচরনের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় বাদী এ মোকদ্দমা করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্তে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পান/শা-৪/কমিশন ২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৪-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয়, এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আর্কষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়ম দ্বারা ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বাদীর নামে যে কোয়ার্টারটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসাবে এ কোয়ার্টারের মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারটির আয়তন বাদীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য বাসার আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এজন্য বাদীর কোয়ার্টারের ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের কোয়ার্টারের যে ভাড়া নির্ধারিত আছে বাদীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতে বিবাদী পক্ষ অধিকারী নহেন।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বিবাদী মিলে ২১ টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য মিলের সিবিএ ইউনিয়ন এবং বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলটির উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টাকে রূপান্তর করা হয়েছে। ইহাতে বিবাদী মিলের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ এর আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪×১০=৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার অর্থ বাবদ মোট ৪×৮০=৩২০ টাকা বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে ব্যাচেলর কোয়ার্টরকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন না। সে কারণে এ সংক্রান্ত অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এজন্য বাদীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত উপযুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজপত্র, এবং নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ৩১-৭-২০০২ তারিখে ১৯/১৯ নং কোয়ার্টারটিকে বাদীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে প্রতি মাসে ১২০ টাকা হারে বাদীর মজুরী থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং বাদীর ন্যায় সম আয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমানে বাসা ভাড়া বাবদ ১২০ টাকা করে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ কোয়ার্টারের কতিপয় নম্বর বাদী তার আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও বিবাদী পক্ষ তা অস্বীকার করেননি।

বাদীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর কোয়ার্টারটিকে মিলের অধিক উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি কোয়ার্টার হিসাবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত কোয়ার্টারটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি সিট ভাড়া বাবদ ৪×১০=৪০ টাকা এবং উক্ত ৪ জন শ্রমিক এর মিল ক্যাম্পাসে থাকার ব্যবস্থা হলে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা বিবাদী মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। বিবাদী পক্ষ এই যুক্তিতে বাদীর মজুরী থেকে উল্লেখিত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত উল্লেখিত যুক্তি দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধিসংক্রান্ত প্রচলিত নিয়মনীতি অনুযায়ী এ মামলার তর্কিত বাসা ভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির নিয়মনীতি অনুস্মরণ করে বিবাদী পক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তা-হলে ঐরূপ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে বিবাদী পক্ষ তাদের স্বীকৃতমতে বাসা ভাড়া বৃদ্ধির সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা কর্তিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়মনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণেই এ আদালত এরূপ বে-আইনী বাসা ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসা ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়মনীতিকে আমলে না এনে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে সমপরিমাণ আয়তনের বাসার ভাড়া বাবদ প্রাপ্য ভাড়ার চেয়ে বিবাদী পক্ষ এরূপ দর্শিয়ে যুক্তি বাদীর মজুরী থেকে বাসা ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না এবং ইহা বে-আইনী বলে আদালত মনে করেন।

বিবাদী মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের সকল বাসার ভাড়ার হার একই হওয়া উচিত। উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিক এর সিট প্রতি ১০ টাকা হারে বাসা ভাড়ার বিধান রয়েছে। এ হিসাবে একটি কক্ষে চারজন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি চার জন শ্রমিকের মধ্যে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত বাসা ভাড়া বাবদ বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ এর তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। সুতরাং বাসা ভাড়ার উক্ত ৪০ টাকা এবং উক্ত বাসাটি বর্তমানে বিবাদী পক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গকে নিয়ে বসবাস করার জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার ৮০ টাকা এবং ঘর ভাড়ার ৪০ টাকা = ১২০ টাকা উক্ত বাসার ভাড়া নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং বাদীর মজুরী থেকে বিবাদী কর্তৃক অযৌক্তিক এবং বে-আইনীভাবে প্রকৃত বাসা ভাড়ার চেয়ে অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা বাদী ফেরত পেতে অধিকারী বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয় ঃ বাদী প্রার্থীত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় ২টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় ২টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলায় বাদী প্রার্থীত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদীর মোকাদ্দমা দোতরফাসূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। বাদীর নিকট হতে ১৯/১৯ নং বাসা বাবদ বাসা ভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০=২৪০ টাকা কর্তন বে-আইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার জন্য বিবাদী পক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয় শ্রম আদালত, খুলনা।

মামলা নং আই, আর, ও ২০/২০০৩

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যও ঃ ১। জনাব ওলিয়ার রহমান,

২। জনাব লোকমান হাকিম,

মোঃ শাহাদাত হোসেন, পিতা মোঃ হোসেন আলী শেখ, সাং পাটইখালি, থানা ও জেলা বাগেরহাট।

হাল সাং ৮/১৯ ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—বাদী।

বনাম

দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ পক্ষে মহাব্যবস্থাপক, সাং ও পোঃ টাউন খালিশপুর, জেলা খুলনা—বিবাদী।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া, বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-১০-২০০৪

রায়ের তারিখ ঃ ২৯-১২-২০০৪

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত। দরখাস্তের বক্তব্য অনুসারে সংক্ষেপে বাদীর নিবেদন হলো যে, তিনি ৮-২-৭২ ইং তারিখে স্থায়ী পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার টোকেন নং ১৬৩৬, বিভাগ মোটা তাঁত, পালা "ক" মিল নং ২। বিবাদী পক্ষ ২-৬-২০০১ ইং তারিখে শ্রমিক কলোনীর ৮/১৯ নং এককক্ষবিশিষ্ট ফ্যামিলি বাসা বাদীর নামে বরাদ্দ দেন। বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর বাসা ছিল। উক্ত বাসাটি ৪জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন বিবাদী পক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা ঘর ভাড়া পেতেন। বাদীকে বরাদ্দ দেয়ার পর তার নিকট থেকে প্রতি মাসে ৪০ টাকা করে ঘর ভাড়া এবং মিলের কোয়ার্টারে বসবাস করার কারণে প্রতি মাসে ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় নাই। বেশ কিছুদিন বাসাভাড়া ও যাতায়াত ভাতা কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বাদীর নিকট থেকে আরও ৩ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩ =২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করেন যা বে-আইনী। বিবাদী মিলে বাদীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকের নিকট হতে মাস প্রতি ঘর ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে কর্তন করছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরণের নিয়ম চলতে পারে না। অন্যান্য শ্রমিকের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে বাদী আইনতঃ অধিকারী। বিবাদী পক্ষের উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন বন্ধ করার জন্য বাদী এবং সিবিএ ইউনিয়ন ও বিবাদীকে অনুরোধ করায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় বাদী ২২-৫-২০০৩ তারিখে রেজিঃ ডাকযোগে দরখাস্ত প্রেরণ করেন এবং উক্ত দরখাস্তে বাদী উল্লেখ করেন যে, ৩০-৫-২০০৩ তারিখের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিবাদী পক্ষ ব্যর্থ হলে বাদী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করবেন। বিবাদী পক্ষ উক্ত দরখাস্ত পাওয়ার পর কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় বাদী বাধ্য হয়ে এ মামলা দায়ের করে বাদীর নামে বরাদ্দকৃত কক্ষের ভাড়া ১২০ টাকা করে কর্তন করার এবং অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা বাদীর নিকট হতে কর্তন না করার আদেশের প্রার্থনা করেছেন এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার আদেশেরও প্রার্থনা করেছেন।

বিবাদী পক্ষ একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে বাদীর সমুদয় বক্তব্য অস্বীকার করছেন এবং মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিবাদী পক্ষের লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে নিবেদন করেন যে, বিবাদী মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএমসি এর চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করায় ইহা কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় বাদী এ মামলায় রায় তার পক্ষে গেলেও উহা বিজেএমসি এর চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ বিবাদী পক্ষের নেই। কাজেই বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকায় ২য় শ্রম আদালতে মোকাদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকাদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, বিবাদী মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছু সংখ্যক ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সিবিএ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন যাবত চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় বিবাদী পক্ষ সিবিএ ইউনিয়নের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ও উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে বিবাদী মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয় । বিবাদী পক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসায় ৪জন শ্রমিককে মাসিক ৯০টাকা হারে ভাড়ায় মোট ৩৬০ টকা ভাড়ায় ব্যাচেলর বাসা রবাদ্দ দেয়া হয় এবং এতে প্রতি মাসে প্রতি ব্যাচেলর বাসা বাবদ ৩৬০ টাকা বিবাদী মিলের তহবিলে জমা হয় কিন্তু ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করলে একজন শ্রমিকের নিকট থেকে ৮০ টাকা যাতায়াত ভাতা + ৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ মোট ১২০ টাকা আদায় করা হয় । ফলে প্রতিটি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায়রূপান্তর করলে ৩৬০-১২০=২৪০ টাকা প্রতি মাসে প্রতি বাসার ভাড়া বাবদ বিবাদী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে কারণে পত্র সূত্র নং এইড/কেজেড/২/২২.৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উৎথাপিত হয় । এজন্য ৩০-১২-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি কক্ষ পারিবারিক বাসা ভাড়া আদায় করার জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা বাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে বিবাদী পক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় এ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং বিবাদী পক্ষ বে-আইনীভাবে ২৪০ টাকা কর্তনের আদেশ প্রদান করেন নাই। এ কারণে বিবাদী পক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনিত বাদীর এ মোকদ্দমা খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

২। বিবাদী মিল কর্তপক্ষ বাদী মোঃ শাহাদৎ হোসেন এর নিকট হতে ৮/১৯ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা = ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা × ৩ = ২৪০ টাকা বাসা ভাড়া বাবদ কর্তন বে-আইনী কি-না এবং বে-আইনী হলে কর্তিত অর্থ বাদী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

৩। বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষ কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

বাদী পক্ষ মামলার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেনঃ

১। ২২-৫-২০০৩ তারিখের বাদীর দরখাস্ত,

২। পোষ্টাল রশিদ।

বিবাদী পক্ষ নিম্নোক্ত কাগজাদি ফিরিস্থিসহকারে মোকদ্দমার সমর্থনে দাখিল করেছেনঃ

১। ৪-১১-২০০২ তারিখের পত্র,

২। ৪-৬-২০০১ তারিখের পত্র।

১নং বিচার্য বিষয়ঃ বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, বিবাদী মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মামলায় মূল বিবাদী শ্রেণীভুক্ত না করায় বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মামলা বাদীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ বিবাদী পক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বিবাদী মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বাদী বিবাদী মিলে এই বিবাদী পক্ষ কর্তৃক স্থায়ী শ্রমিক পদে ৮-২-৭২ ইং তারিখে নিয়োগলাভ করেন এবং অদ্যাবধি বিবাদী মিলে কর্মরত আছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বাদীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারায় প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা নিম্নরূপঃ

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠান এর মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গঃ

(১) কোন কারখানায় উহার ম্যানেজার,

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার, এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনা সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি"।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের দ্বারা পর্যালোচনা করা হলো। বাদীকে বর্তমান বিবাদী পক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে বাদী তার নিয়োগকর্তা ও স্থানীয় মালিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে বিবাদী করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন মামলা নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদী মোঃ শাহদাৎ হোসেন এর নিকট হতে ৮/১৯ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা =১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা × ৩=২৪০ টাকা বাসা ভাড়া বাবদ কর্তন বে-আইনী কি-না এবং বে-আইনী হলে কর্তিত অর্থ বাদী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাদীকে বসবাসের জন্য গত ২-৬-২০০১ তারিখে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদীর নামে একটি পারিবারিক কোয়ার্টার যার নং ৮/১৯ বরাদ্দ দেন এবং বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ মিল ক্যাম্পাসে বাসা বরাদ্দ দেয়ায় বাদীকে যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রদত্ত ৮০ টাকা ও বাসা ভাড়া বাবদ বাদীর মজুরী হতে প্রতি মাসে ৪০ টাকা করে উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ খামখেয়ালীপনা করে ও সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচলিত সকল নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করে বাদীর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং চারজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৮০×৪=৩২০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা বাদীর মজুরী থেকে কর্তনকে শুরু করেন। বাদী ইহাতে আপত্তি করলে বিবাদী পক্ষ ইহার সপক্ষে যুক্তি দেখান যে, বাদীকে দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর কোয়ার্টার হিসাবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং উক্ত ৪ জন শ্রমিক এর যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা এবং উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ ১০ টাকা হারে মোট ১০×৪=৪০ টাকা সর্বমোট ৩২০ টাকা বিবাদী মিলের তহবিলে জমা হতো। এ কারণে বাদীর নিকট থেকে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘর ভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। বাদী বিবাদী পক্ষের উক্তরূপ বাসা ভাড়া কর্তন বে-আইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য বিবাদী বরাবর বহু আবেদন-নিবেদন করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ তাতে কোন কর্ণপাত না করায় বাদী এর প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বিবাদী মিলে বাদীর বাসার ন্যায় সম আয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতি মাসে ঘরভাড়া বাবদ, ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরনের কোয়ার্টার বিবাদী মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল কোয়ার্টারে বাদীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করছেন। ইহা প্রমাণের জন্য বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী কোয়ার্টার নং ৮/১৫, ৮/১৬, ১৪/১১, ১৪/১২, ১৪/১৩, ১৪/১৪, ১৫/১৫, ১৪/১৬, ১৯/১০, ১৯/১১, ১৯/১২, ২০/১৩, এবং ২০/১৪ এর নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ বিবাদী পক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে প্রতি মাসে ১২০ টাকা করে কর্তন করেন। অথচ উক্ত সমআয়তনের কোয়ার্টারের ভাড়া বাদীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি দর্শিয়ে বিবাদী পক্ষ তার মজুরী হতে প্রতি মাসে ৩৬০ টাকা কর্তনকে করছেন। বাদীর প্রতি বিবাদী পক্ষের এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় বাদী এ মোকদ্দমা করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ী ভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/শঃ-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৪-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয়, এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘর ভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়ম দ্বারা ঘর ভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন যে, উক্ত

গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি তার উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বাদীর নামে যে কোয়ার্টারটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসাবে এ কোয়ার্টারের মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারটির আয়তন বাদীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য বাসার আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এজন্য বাদীর কোয়ার্টারের ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের কোয়ার্টারের যে ভাড়া নির্ধারিত আছে বাদীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতে বিবাদী পক্ষ অধিকারী নহেন।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বিবাদী মিলে ২১টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য মিলের সিবিএ ইউনিয়ন এবং বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলটির উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। ইহাতে বিবাদী মিলের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ এর আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ৪জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪×১০=৪০ টাকা ঘর ভাড়া এবং ৪জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার অর্থ বাবদ মোট ৪×৮০=৩২০ টাকা বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন না। সে কারণে এ সংক্রান্ত অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এ জন্য বাদীর মজুরী হতে ৪জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে, যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত উপযুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজপত্র এবং নথি পর্যালাচনা করা হলো বিগত ২-১-২০০২ তারিখে ৮/১৯ নং কোয়ার্টারটিকে বাদীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথম প্রতি মাসে ১২০ টাকা হারে বাদীর মজুরী হতে কর্তন করা হয়েছে এবং বাদীর ন্যায় সম আয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমানে বাসা ভাড়া বাবদ ১২০ টাকা করে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ কোয়ার্টারের কতিপয় নম্বর বাদী তার দরখাস্তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও বিবাদী পক্ষ তা জোরালোভাবে অস্বীকার করেননি।

বাদীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর কোয়ার্টারটিকে মিলের শ্রমিক অধিক উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত কোয়ার্টারটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি সিটের ভাড়া বাবদ ৪×১০=৪০ টাকা এবং উক্ত ৪জন শ্রমিক মিল ফ্যামিলিতে সে বসবাস করার কারণে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা বিবাদী মিলের তহবিলে জমা হতে। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। বিবাদী পক্ষ এই যুক্তিতে বাদীর মজুরী থেকে উল্লেখিত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত উল্লেখিত যুক্তি দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধিসংক্রান্ত প্রচলিত নিয়মনীতি অনুযায়ী এ মামলার কর্তিত বাসা ভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির নিয়মনীতি অনুস্মরণ করে বিবাদী পক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তাহলে ঐরূপ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে বিবাদী পক্ষ তাদের স্বীকৃতমতেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধির স্বপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শণ করেছেন (প্রদর্শণী-ক) উহা তর্কিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে এ আদালত এরূপ বে-আইনী বাসা ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্ত ক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসা ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়মনীতিকে আমলে না এনে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে সমপরিমাণ আয়তনের বাসার ভাড়া বাবদ প্রাপ্য ভাড়ার চেয়ে বিবাদী পক্ষ এরূপ যুক্তি দর্শিয়ে বাদীর মজুরী থেকে বাসা ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না এবং ইহা বে-আইনী বলে আদালত মনে করেন।

বিবাদী মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের সকল বাসার ভাড়ার হার একই হওয়া উচিত। উভয়পক্ষ কর্তন দাখিলী গেজেটে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিক এর সিট প্রতি ১০ টাকা হারে বাসা ভাড়ার বিধান রয়েছে। এ হিসাবে একটি কক্ষে ৪জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪জন শ্রমিকের মধ্যে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত বাসা ভাড়া বাবদ বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ এর তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। সুতরাং বাসা ভাড়ার উক্ত ৪০ টাকা এবং উক্ত বাসাটি বর্তমানে বিবাদী পক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গকে নিয়ে বসবাস করার জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত শ্রমিকের যাতায়াত ভাতায় ৮০ টাকা মোট ৪০ টাকা + ৮০ টাকা = ১২০ টাকা উক্ত বাসার ভাড়া নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং বাদীর মজুরী থেকে বিবাদী কর্তৃক অযৌক্তিক এবং বে-আইনীভাবে প্রকৃত বাসা ভাড়ার চেয়ে অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা বাদী ফেরত পেতে অধিকারী বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩নং বিচার্য বিষয় ঃ **বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।**

১ ও ২নং বিচার্য বিষয় দুইটি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় ২টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলায় বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী। বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদীর মোকদ্দমা দোতরফাসূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। বাদীর নিকট হতে ৮/১৯ নং বাসা বাবদ বাসা ভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০=২৪০ টাকা কর্তন বে-আইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা

কর্তন না করার জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার জন্য বিবাদী পক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

আমার কথামত লেখা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।
মামলা নং আই, আর, ও ২১/২০০৩

উপস্থিত ঃ জনাব মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব ওয়ালিউর রহমান,

২। জনাব লোকমান হাকিম

কওছার আলী, পিতা ইউছুপ মোল্লা, সাং পারুলিয়া, থানা কাশিয়ানী, পোঃ ও জেলা গোপালগঞ্জ, হাল সাং ৮/১৮, ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—বাদী।

বনাম

দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ, পক্ষে মহাব্যবস্থাপক, সাং + পোঃ টাউন খালিশপুর, জেলা খুলনা—বিবাদী।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া, বিবাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম জনাব মোঃ মোফাককার হোসেন।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-১০-২০০৪ইং
রায়ের তারিখ ঃ ২৯-১২-২০০৪ইং

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি মামলা।

মামলার আর্জির বক্তব্য অনুসারে সংক্ষেপে বাদীর নিবেদন হলো যে, তিনি ২-১১-১৯৯৬ তারিখে স্থায়ী শ্রমিক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার টোকেন নং ১৩৯৩৩, বিভাগ স্পিনিং, পালা-"খ" মিল নং ১। বিবাদী পক্ষ ২-৬-২০০১ তারিখে শ্রমিক কলোনীর ৮/১৮ নং এক কক্ষবিশিষ্ট একটি

ব্যাচেলর বাসা বাদীর নামে বরাদ্দ দেন। বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টার ছিল। উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন বিবাদী পক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা ঘর ভাড়া পেতেন। বাদীকে বরাদ্দ দেয়ার পর তিনি প্রতি মাসে ৪০ টাকা করে ঘর ভাড়া এবং মিলের কোয়ার্টারে বসবাস করার কারণে প্রতি মাসে ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাতার টাকা মিল কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতেন। বেশ কিছুদিন বাসাভাড়া ও যাতায়াত ভাতা বিবাদী পক্ষ বাদীর মজুরী হতে কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বাদীর নিকট থেকে কর্তক আরও তিনজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩ =২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করেন যা বে-আইনী। বিবাদী মিলে বাদীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকের নিকট হতে মাসপ্রতি ঘর ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকা হারে কর্তন করছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরনের নিয়ম চলতে পারে না। অন্যান্য শ্রমিকের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে বাদী আইনতঃ অধিকারী। বিবাদী পক্ষের উক্তরূপভাবে অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন বন্ধ করার জন্য বাদী এবং সিবিএ ইউনিয়নও বিবাদী পক্ষকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাতে কোন ফল লাভ হয়নি। এ কারণে বাদী ২২-৫-২০০৩ তারিখে রেজিঃ ডাকযোগে বিবাদী বরাবর এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন এবং উক্ত দরখাস্তে বাদী উল্লেখ করেন যে, ৩০-৫-২০০৩ তারিখের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিবাদী পক্ষ ব্যর্থ হলে বাদী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করবেন। বিবাদী পক্ষ উক্ত দরখাস্ত পাওয়ার পর কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় বাদী বাধ্য হয়ে এ মামলা দায়ের করে বাদীর নামে বরাদ্দকৃত বাসার ভাড়া ১২০ টাকা করে কর্তন করার এবং অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা বাদীর নিকট হতে কর্তন না করার আদেশের প্রার্থনা করেছেন এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার আদেশেরও প্রার্থনা করেন।

বিবাদী পক্ষ একখানা লিখিত জনাব দাখিল করে বাদীর সমুদয় উক্তি অস্বীকার করে বলেন যে, বিবাদী মিলটি একটি রাষ্ট্রয়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএমসি এর চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত । এ কারণে বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করায় ইহা কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এ মামলা করায় বাদী এ মামলায় রায় তার পক্ষে গেলেও উহা বিজেএমসি এর চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ বিবাদী পক্ষের নেই । কাজেই বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকায় ২য় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব আরও উল্লেখ করেন যে, বিবাদী মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছু সংখ্যক ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সিবিএ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় বিবাদী পক্ষ সিবিএ ইউনিয়নের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ও উৎপাদন বৃদ্ধির সার্থে বিবাদী মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয় । বিবাদী পক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসায় ৪জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ভাড়ায় মোট ৩৬০ টাকা ভাড়ায় ব্যাচেলর বাসা বরাদ্দ দেয়া হয় এবং এতে প্রতি মাসে প্রতি ব্যাচেলর বাসা বাবদ ৩৬০ টাকা বিবাদী মিলের তহবিলে জমা হয় । কিন্তু ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করলে একজন শ্রমিকের নিকট থেকে ৮০ টাকা যাতায়াত ভাতা +৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ মোট ১২০ টাকা আদায় করা হয়। ফলে প্রতিটি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করলে ৩৬০-১২০=২৪০ টাকা প্রতিমাসে প্রতি বাসার ভাড়া বাবদ বিবাদী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে কারণে পত্র সূত্র নং এইড/ কেজেড/২ /৬২.৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয় । এজন্য ৩০-১২-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতিকক্ষ পারিবারিক বাসা ভাড়া আদায় করার

জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে বিবাদী পক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং উক্ত বাসায় শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে । মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় এ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং বিবাদী পক্ষ বে-আইনীভাবে ২৪০ টাকা কর্তনের আদেশ প্রদান করেন নাই । এ কারণে বিবাদী পক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে । কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনিত বাদীর এ মোকদ্দমা খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন ।

বিচার্য বিষয়ঃ

১। বাদীর এ মোকাদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা ।

২। বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদী কওছার আলীর নিকট হতে ৮/১৮ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা=১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা×৩=২৪০ টাকা বাসা ভাড়া বাবদ কর্তন বে-আইনী কিনা এবং বে-আইনী হলে কর্তিত অর্থ বাদী ফেরত পেতে অধিকারী কিনা ।

৩। বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা ।

এ মোকাদ্দমায় কোন পক্ষ কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি । উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিস্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

বাদী পক্ষ মামলার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেন ঃ—

১। ২২-৫-২০০৩ তারিখের বাদীর দরখাস্ত,

২। বাদীর মজুরী কর্তনের শ্লিপ,

৩। পোষ্টাল রশিদ।

বিবাদী পক্ষ নিম্নোক্ত কাগজাদি ফিরিস্থিসহকারে মোকদ্দমার সমর্থনে দাখিল করেছেন ঃ—

১। ৪-১১-২০০২ তারিখের পত্র,

২। ২৫-১-২০০৩ তারিখের পত্র,

৩। ৪-৬-২০০৩ তারিখের পত্র।

১নং বিচার্য বিষয় ঃ **বাদীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা।**

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, বিবাদী মিলটি একটি রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মামলায় মূল বিবাদী শ্রেণীভুক্ত না করায় বাদীর এ মোকাদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ

মামলা বাদীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ বিবাদী পক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল ।

অপরদিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বিবাদী মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বাদী বিবাদী মিলে এই বিবাদী পক্ষ কর্তৃক স্থায়ী শ্রমিক পদে ২-১১-৯৬ ইং তারিখে নিয়োগলাভ করেন এবং অদ্যাবধি বিবাদী মিলে কর্মরত আছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বাদীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২ (জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা নিম্নরূপ ঃ

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ঃ

(১) কোন কারখানায় উহার ম্যানেজার,

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের দ্বারা পর্যালোচনা করা হলো। বাদীকে বর্তমান বিবাদী পক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে বাদী তার নিয়োগকর্তা ও স্থানীয় মালিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে বর্তমান মিল কর্তপক্ষকে সঠিকভাবে বিবাদী করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন মামলা নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদী কওছার আলীর নিকট হতে ৮/১৮ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা=১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা×৩=২৪০ টাকা বাসা ভাড়া বাবদ কর্তন বে-আইনী কিনা এবং বে-আইনী হলে কর্তিত অর্থ বাদী ফেরত পেতে অধিকারী কিনা।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাদীকে বসবাসের জন্য গত ২-৬-২০০১ তারিখে বিবাদী মিল কর্তপক্ষ বাদীর নামে একটি পারিবারিক কোয়ার্টার যার নং ৮/১৮ বরাদ্দ দেন এবং বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে বাসা বরাদ্দ দেয়ায় বাদীকে যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রদত্ত ৮০ টাকা ও বাসা ভাড়া বাবদ বাদীর মজুরী হতে প্রতি মাসে ৪০ টাকা করে উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ খামখেয়ালীপনা করে ও সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ঘরভাড়া

সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচলিত সকল নিয়ম নীতিকে উপেক্ষা করে বাদীর নিকট থেকে ঘর ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার সম পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৮০×৪ =৩২০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা বাদীর মজুরী থেকে কর্তন শুরু করেন । বাদীই হাতে আপত্তি করলে বিবাদী পক্ষ ইহার স্বপক্ষে যুক্তি দেখান যে, বাদীকে দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর কোয়ার্টার হিসাবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং উক্ত ৪জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা এবং উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ ১০ টাকা হারে মোট ১০×৪=৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা বিবাদী মিলের তহবিলে জমা হতো। এ কারণে বাদীর নিকট থেকে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে । বাদী বিবাদী পক্ষের উক্তরূপ বাসা ভাড়া কর্তনকে বে-আইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য বিবাদী বরাবর বহু আবেদন নিবেদন করেন । কিন্তু বিবাদী পক্ষ তাতে কোন কর্ণপাত না করায় বাদী এর প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকাদ্দমা আনয়ন করেছেন ।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বিবাদী মিলে বাদীর বাসার ন্যায় সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতি মাসে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরনের কোয়ার্টার বিবাদী মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল কোয়ার্টারে বাদীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবার্গ নিয়ে বসবাস করছেন । ইহা প্রমাণের জন্য বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী কোয়ার্টার নং ৮/১৫, ৮/১৬, ১৪/১১, ১৪/১২, ১৪/১৩, ১৪/১৪, ১৫/১৫, ১৪/১৬, ১৯/১৬, ১৯/১১, ১৯/১২, ২০/১৩ ও ২০/১৪ এর নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ বিবাদী পক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে প্রতিমাসে ১২০ টাকা করে কর্তন করেন। অথচ উক্ত সমআয়তনের কোয়ার্টারের ভাড়া বাদীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি দর্শিয়ে বিবাদী পক্ষ তার মজুরী হতে প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা কর্তন করছেন। বাদীর প্রতি বিবাদী পক্ষের এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় বাদী এ মোকদ্দমা করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ী ভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্তে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/শা-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৪-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়ম দ্বারা ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন যে, উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি পেতে অধিকারি তা উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বাদীর নামে যে কোয়ার্টারটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসেবে এ কোয়ার্টার এর মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারটির আয়তন বাদীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এজন্য বাদীর কোয়ার্টারের ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের কোয়ার্টারের যে ভাড়া নির্ধারিত আছে বাদীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে তার অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতে বিবাদী পক্ষ অধিকারী নহেন।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বিবাদী মিলে ২১ টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য মিলের সিবিএ ইউনিয়ন এবং বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলটির উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। ইহাতে বিবাদী মিলের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ এর আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪×১০=৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার অর্থ বাবদ মোট ৪×৮০=৩২০ টাকা বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন না। সে কারণে এ সংক্রান্ত অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এজন্য বাদীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজপত্র, এবং নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ২-৬-২০০১ তারিখে ৮/১৮ নং কোয়ার্টারেটিকে বাদীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে প্রতি মাসে ১২০ টাকা হারে বাদীর মজুরী হতে কর্তন করা হয়েছে এবং বাদীর ন্যায় সম আয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমানে বাসা ভাড়া বাবদ ১২০ টাকা করে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ কোয়ার্টারের কতিপয় নম্বর বাদী তার আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও বিবাদী পক্ষ তা জোরালোভাবে অস্বীকার করেননি।

বাদীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর কোয়ার্টারটিকে মিলের অধিক উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত কোয়ার্টারটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি সিটের ভাড়া বাবদ ৪×১০=৪০ টাকা এবং উক্ত ৪ জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করার কারণে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা বিবাদী মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। বিবাদী পক্ষ এই যুক্তিতে বাদীর মজুরী থেকে উল্লেখিত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি, দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী এ মামলার কর্তিত বাসা ভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে বিবাদী পক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তাহলে ঐরূপ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে বিবাদী পক্ষ তাদের স্বীকৃতমতে বাসা ভাড়া বৃদ্ধির সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শণী-ক) উহা তর্কিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম-নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণেই এ আদালত এরূপ বে-আইনী বাসা ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসা ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে আমলে না এনে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে সম-পরিমাণ আয়তনের বাসার ভাড়া বাবদ প্রাপ্য ভাড়ার চেয়ে বিবাদী পক্ষ এরূপ যুক্তি দর্শিয়ে বাদীর মজুরী থেকে বাসা ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না এবং ইহা বে-আইনী বলে আদালত মনে করেন।

বিবাদী মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের সকল বাসার ভাড়ার হার একই হওয়া উচিত। উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকের সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে বাসা ভাড়ার বিধান রয়েছে। এ হিসাবে একটি কক্ষে ৪জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪ জন শ্রমিকের মধ্যে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত বাসা ভাড়া বাবদ বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষের তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। সুতরাং বাসা ভাড়ার উক্ত ৪০ টাকা এবং উক্ত বাসাটি বর্তমানে বিবাদী পক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গকে নিয়ে বসবাস করার জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার ৮০ টাকা এবং ঘরবাড়া ১২০ টাকা উক্ত বাসার ভাড়া নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং বাদীর মজুরী থেকে বিবাদী কর্তৃক অযৌক্তিক এবং বে-আইনীভাবে প্রকৃত বাসা ভাড়ার চেয়ে অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা বাদী ফেরৎ পেতে অধিকারী বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয়ঃ **বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।**

১ ও ২নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যলোচনা দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় ২টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলায় বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদীর মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। বাদীর নিকট থেকে ৮/১৮ নং বাসা বাবদ বাসা ভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০=১২০ টাকা কর্তন বে-আইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার জন্য বিবাদী পক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং আই, আর, ও-২২/২০০৩

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব ওলিউর রহমান
২। জনাব লোকমান হাকিম

১। মোঃ আইয়ুব আলী, পিতা মোঃ জবেদ আলী মৃধা, সাং বিল্লগ্রাম, থানা গৌরনদী, জেলা বরিশাল, হাল সাং ২৯/৬ ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ,পক্ষেঃ মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—**প্রতিপক্ষ**।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখ ১৯-১০-২০০৪/০৪-০৭-১৪১১ বঙ্গাব্দ।
রায়ের তারিখ ৩০-১২-২০০৪/১৬-৯-১৪১১ বঙ্গাব্দ

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ২৭-৭-১৯৯৫ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার সর্বশেষ পদ ও পদবী টোকেন নং ২১৪৩৭, বিভাগ প্রকৌশল, পালা সাধারণ মিল নং ১। প্রতিপক্ষ ২-৬-২০০১ তারিখে শ্রমিক কলোনীর ১৯/৬ নং এক কক্ষ বিশিষ্ট ফ্যামিলি কোয়ার্টারটি দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেন। বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর বাসা ছিল। উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন প্রতিপক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা ঘরভাড়া পেতেন। দরখাস্তকারীকে বাসা বরাদ্দ দেয়ার পর তার নিকট থেকে প্রতি মাসে ৪০ টাকা করে ঘরভাড়া এবং মিলের বাসায় বসবাস করার কারণে প্রতিমাসে ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাড়া দেয়া হয় নাই। বেশ কিছু দিন বাসাভাড়া ও যাতায়াত ভাতা কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে আরো ৩ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা (৮০×৩)=২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করে যা বেআইনী। প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট হতে মাসপ্রতি ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে কর্তন করছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরনের

নিয়ম চলতে পারে না। অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে দরখাস্তকারী আইনতঃ অধিকারী। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন করার জন্য দরখাস্তকারী এবং সি, বি, এ ইউনিয়নও প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী ২২-৫-২০০৩ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে আবেদন করে ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা একুনে ১২০ টাকা হারে কর্তন করার প্রার্থনা জানান। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় দরখাস্তকারী এ মোকাদ্দমা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর নিকট হতে ১৯/৬ নং বাসা বাবদ ঘরভাড়া ৪০+ যাতায়াত ভাতা ৮০ = ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাড়া ২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরৎ প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজিরা হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাসহ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করে কেবল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করার দরখাস্তকারীর এ মামলায় বায় তার পক্ষে গেলেও উহা বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাসহ দ্বিতীয় শ্রম আদালত মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছু সংখ্যক ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সিবিএর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় প্রতিপক্ষ সিবিএ-এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে প্রতিপক্ষ মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ৯০×৪=৩৬০ টাকা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করায় প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। কিন্তু উক্ত ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে একজন শ্রমিককে বরাদ্দ প্রদান করে তার নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাড়া ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকা কর্তন করায় ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০-১২০ = ২৪০ টাকা মাসপ্রতি প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে, যে কারণে পত্র সূত্র নং এ ইউ/কেজেড/২/৬২.৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। সেই কারণে গত ৩০-১০-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতিরূপ পারিবারিক বাসা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ২-৬-২০০১ তারিখ হতে ৩৬০ টাকা করে বাসাভাড়া আদায় করার জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে প্রতিপক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় ঐ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষ বেআইনীভাবে ২৪০ টাকা অতিরিক্ত কর্তনের আদেশ দেন নাই। এ কারণে প্রতিপক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনীত দরখাস্তকারীর এ মোকাদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না?

২। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ আইয়ুব আলীর নিকট হতে ১৯/৬ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩ =২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী কি-না?

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসেবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেন ঃ—

১। প্রতিপক্ষ বরাবরে ২২-৫-২০০৩ তারিখের বাদীর দরখাস্ত।

২। বাদীর মজুরী কর্তনের স্লিপ

৩। ডাক রশিদ

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেন ঃ

(ক) ৪-১১-২০০২ তারিখের পত্র

(খ) ৪-০৬-২০০১ তারিখের বাসা বরাদ্দ পত্র

১ নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে এ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্থায়ী পদে ২৭-৭-১৯৯৫ তারিখে নিয়োগলাভ করেন এবং অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ মিলে নিয়োজিত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা নিম্নরূপ ঃ—

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ঃ

(১) কোন কারখানায় ইহার ম্যানেজার,

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার, এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন- বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারী তার নিয়োগকর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন, এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১ নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ আইয়ুব আলীর নিকট হতে ১৯/৬ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩ =২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী কি-না।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে বসবাসের জন্য গত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ১৯/৬ নং পারিবারিক কোয়ার্টারটি বরাদ্দ প্রদান করে উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া ৪০ টাকা এবং দরখাস্তকারী মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করায় যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে মাসিক মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জনের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ ৮০×৪ =৩২০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। দরখাস্তকারী ইহাতে আপত্তি করলে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কর্তনের সপক্ষে যুক্তি দেখান যে, দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর

কোয়ার্টার হিসেবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪ =৩২০ টাকা এবং উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ ১০×৪ =৪০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। এ কারণে দরখাস্তকারীর নিকট হতে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বাসা ভাড়া কর্তন বেআইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য বহু আবেদন-নিবেদন করায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী উহার প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টার এর জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতিমাসে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরনের কোয়ার্টার প্রতিপক্ষ মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল কোয়ার্টারে দরখাস্তকারীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করছেন। ইহা প্রমাণের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কোয়ার্টার নং ৮/১৫, ১৪/১১, ৮/১৬, ১৪/১২, ১৪/১৩, ১৪/১৪ সহ আরও কতিপয় কোয়ার্টারের নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে কর্তন করছেন। অথচ সমআয়তনের কোয়ার্টারের ভাড়া দরখাস্তকারীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তার মজুরী হতে প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা হারে কর্তন করেছেন। দরখাস্তকারীর প্রতি প্রতিপক্ষ কর্তৃক এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধাদি ইত্যাদি সংক্রান্তে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/শা-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৫-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আর্কষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়মে ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেট শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। দরখাস্তকারীর নামে যে কোয়ার্টারটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসেবে এ কোয়ার্টারের মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারটির আয়তন দরখাস্তকারীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এজন্য দরখাস্তকারীর কোয়ার্টারের ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের কোয়ার্টারের যে ভাড়া নির্ধারিত আছে দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতে প্রতিপক্ষ অধিকারী নহে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে ২১টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য সি,বি,এ ইউনিয়ন এবং প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১টি ব্যাচেলর

কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টার ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে ১০×৪=৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা প্রতিমাসে মিলের তহবিলে জমা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরমাণ অর্থ ব্যয়ে ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করে প্রতিপক্ষ মিল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। যে কারণে এ সংক্রান্তে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এজন্য দরখাস্তকারীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন ।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত উপযুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ১৯/৬ নং কোয়ার্টারটি দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে মজুরী থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং দরখাস্তকারীর ন্যায় সমআয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমানে বাসা ভাড়া বাবদ ১২০ টাকা হারে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ কোয়ার্টারের কতিপয় নম্বর দরখাস্তকারী আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও প্রতিপক্ষ তা জোরালোভাবে অস্বীকার করেননি।

দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর কোয়ার্টারটিকে মিলের উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি কোয়ার্টার হিসেবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি ঘরের ভাড়া বাবদ ৪×১০ =৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে বসবাসের কারণে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৪×৮০ =৩২০ টাকা প্রতি মাসে মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। প্রতিপক্ষ এই যুক্তিতে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে উল্লিখিত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি, দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী ও মামলার তর্কিত বাসা ভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে প্রতিপক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তাহলে ঐরূপ বাসাভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতমতেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধির সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা তর্কিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম-নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে এ আদালত এরূপ বেআইনী ঘরভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসা ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে আমলে না নিয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার

চেয়ে প্রতিপক্ষ যুক্তি দর্শিয়ে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাসা ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এরূপ কর্তন বেআইনী বলে আদালত মনে করেন।

প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার হার একই হওয়া উচিত। উভয়পক্ষ কর্তৃক সালিশী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকের সিট ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ হিসেবে একটি কক্ষে ৪ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪ জন শ্রমিককে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। উক্ত বাসাটি প্রতিপক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং একজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ মোট ১২০ টাকা নির্ধারণ করায় সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং দরখাস্তকারীর মজুরী হতে প্রতিপক্ষের অযৌক্তিক ও বেআইনী প্রকৃত বাসা ভাড়ার থেকে অতিরিক্ত বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিচার্য বিষয় দু'টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলার দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। দরখাস্তকারীর নিকট হতে ১৯/৬ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিন জনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০ =২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরৎ দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং আই, আর, ও ২৩/২০০৩।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দিন মাহফুজ,
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যঃ ১। জনাব ওলিউর রহমান

২। জনাব লোকমান হাকিম

মোঃ আইয়ুব আলী শিকদার, পিতা মোঃ মমিন উদ্দিন শিকদার, সাং মুড়িহার, থানা গৌরনদী, জেলা বরিশাল। হাল সাং ৩/২১ ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোম্পানী লিঃ, পক্ষে মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—**প্রতিপক্ষ**।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া। প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম ঃ জনাব মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখঃ ১৯-১০-২০০৪ খ্রিঃ/৪-৭-১৪১১ বঙ্গাব্দ

রায়ের তারিখঃ ২-১-২০০৫ খ্রিঃ/১৯-৯-১৪১১ বঙ্গাব্দ

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ২৬-১-৭৭ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার টোকেন নং ২০১৯৯, বিভাগ মিল ম্যাকানিক্যাল, পালা 'খ', মিল নং ১। প্রতিপক্ষ ৪-৬-২০০১ তারিখে শ্রমিক কলোনীর ৩/২১ নং এক কক্ষবিশিষ্ট ফ্যামিলি কোয়ার্টারটি দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেন। বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর বাসা ছিল। উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন প্রতিপক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা ঘরভাড়া পেতেন। দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়ার পর তার নিকট থেকে প্রতিমাসে ৪০ টাকা করে ঘরভাড়া এবং মিলের কোয়ার্টারে বসবাস করার কারণে প্রতিমাসে ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় নাই। বেশ কিছু দিন বাসাভাড়া ও যাতায়াত ভাতা কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে আরো ৩ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করে যা বেআইনী। প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকের নিকট হতে মাসপ্রতি ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে কর্তন করেছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরণের নিয়ম চলতে পারে না। অন্যান্য

শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে দরখাস্তকারী আইনতঃ অধিকারী। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা অর্জন করার জন্য দরখাস্তকারী এবং সি,বি,এ ইউনিয়নও প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী ২২-৫-২০০৩ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবর আবেদন করে ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা একুনে ১২০ টাকা হারে কর্তন করার প্রার্থনা জানান। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তক দরখাস্তকারীর নিকট হতে ৩/২১ নং বাসা বাবদ ঘরভাড়া ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা = ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরৎ প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাসহ বিজেএমপি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করে কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় দরখাস্তকারীর এ মামলার রায় তার পক্ষে হলেও বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাসহ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল করা ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছু সংখ্যক ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সিবিএ-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় প্রতিপক্ষ সিবিএ-এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে প্রতিপক্ষ মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ৯০×৪=৩৬০ টাকা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করায় প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। কিন্তু উক্ত ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে একজন শ্রমিককে বরাদ্দ প্রদান করে তার নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাক কর্তন করায় ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০–১২০=২৪০ টাকা মাসপ্রতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে, যে কারণে পত্র সূত্র নং এ ইউ/কেজেটি/২/৬২.৩৩ দ্বারা ১৬নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। সেই কারণে গত ৩০-১০-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতিরূপ পারিবারিক বাসা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ২-৬-২০০১ তারিখ হতে ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া আদায় করার জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে প্রতিপক্ষের বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় ঐ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর বাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষ বেআইনীভাবে ২৪০ টাকা অতিরিক্ত কর্তনের আদেশ দেন নাই। এ কারণে প্রতিপক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনীত দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালত রক্ষণীয় কি-না।

২। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ আইয়ুব আলী শিকদারের নিকট হতে ৩/২১ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩ =২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্ত কারী ফেরৎ পেতে অধিকারী কি-না।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকার কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসেবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেন ঃ

১। প্রতিপক্ষ বরাবর ২২-৫-২০০৩ তারিখের দরখাস্তকারীর দরখাস্ত

২। পোস্টাল রশিদ

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেন ঃ

(ক) প্রতিপক্ষের ৪-১১-২০০২ তারিখের অতিরিক্ত ঘরভাড়া কর্তনের চিঠি

(খ) প্রতিপক্ষের ২০-১১-২০০২ তারিখের চিঠি

(গ) প্রতিপক্ষের ২০-১১-২০০২ তারিখের পত্র

১নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাসহ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে ও প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্থায়ী পদে ২৬-১-৭৭ তারিখে নিয়োগ লাভ করেন এবং অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ মিলে নিয়োজিত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা নিম্নরূপ ঃ

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ঃ

(১) কোন কারখানায় ইহার ম্যানেজার,

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহারপক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার, এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন—বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারী তার নিয়োগকর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ আইয়ুব আলী শিকদারের নিকট হতে ৩/২১ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩ =২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী কি-না।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে বসবাসের জন্য গত ৪-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ৩/২১ নং পারিবারিক কোয়ার্টারটি বরাদ্দ প্রদান করে উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া ৪০ টাকা এবং দরখাস্তকারী মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করায় যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মাসিক মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন । পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ ৮০×৪=৩২০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। দরখাস্তকারী ইহাতে আপত্তি করলে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কর্তনের সপক্ষে যুক্তি দেখান যে, দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর কোয়ার্টার হিসেবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪ = ৩২০ টাকা এবং ঘরের ভাড়া বাবদ ১০×৪ = ৪০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। এ কারণে দরখাস্তকারীর নিকট হতে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বাসা ভাড়া কর্তন বেআইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য বহু আবেদন-নিবেদন করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতিমাসে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরণের কোয়ার্টার প্রতিপক্ষ মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল কোয়ার্টারে দরখাস্তকারীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করেন। ইহা প্রমাণের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কোয়ার্টার নং ৮/১৫, ৮/১৬, ১৪/১১, ১৪/১২, ১৪/১৩ ও ১৪/১৪ সহ আরও কতিপয় কোয়ার্টারের নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে কর্তন করছেন। অথচ সমআয়তনের কোয়ার্টারের ভাড়া দরখাস্তকারীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তার মজুরী হতে প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা হারে কর্তন করছেন। দরখাস্তকারীর প্রতি প্রতিপক্ষ কর্তৃক এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/শা-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৫-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়মে ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। দরখাস্তকারীর নামে যে কোয়ার্টারটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪ টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসেবে এ কোয়ার্টারের মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারটির আয়তন দরখাস্তকারীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এজন্য দরখাস্তকারীর কোয়ার্টারের ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের কোয়ার্টারের যে ভাড়া নির্ধারিত আছে দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসাভাড়া কর্তন করতে প্রতিপক্ষ অধিকারী নহে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে ২১টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য সি,বি, এ ইউনিয়নের এবং প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১টি কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টারে ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে ১০×৪ = ৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪ = ৩২০ টাকা প্রতিমাসে মিলের তহবিলে জমা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করে প্রতিপক্ষ মিল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। যে কারণে এ সংক্রান্তে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এজন্য দরখাস্তকারীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ ৪×৮০ = ৩২০ টাকা এবং উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ৪-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ৩/২১ নং কোয়ার্টারটি দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে মজুরী থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং দরখাস্তকারীর ন্যায় সমআয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমানে বাসাভাড়া বাবদ ১২০ টাকা হারে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ কোয়ার্টারের কতিপয় নম্বর দরখাস্তকারী আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও প্রতিপক্ষ তা জোরালোভাবে অস্বীকার করেননি। দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর কোয়ার্টারটিকে মিলের উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি কোয়ার্টার হিসেবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি ঘরের ভাড়া বাবদ ৪×১০=৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে বসবাসের কারণে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৪×৮০=৩২০ টাকা প্রতিমাসে মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। প্রতিপক্ষ এই যুক্তিতে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে উল্লিখিত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি, দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী ও মামলার তর্কিত বাসাভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে প্রতিপক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তা হলে ঐরূপ বাসাভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতিমতেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধির সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা তর্কিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম-নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে এ আদালত এরূপ বেআইনী ঘরভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসাভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসাভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে আমলে না নিয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার চেয়ে প্রতিপক্ষ যুক্তি দর্শিয়ে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাসাভাড়া বাবদ ৪০টাকা এবং ৪জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এরূপ কর্তন বেআইনী বলে আদালত মনে করেন।

প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার হার একই হওয়া উচিত। উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকের সিট ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ হিসেবে একটি কক্ষে ৪ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪জন শ্রমিককে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে ৪০টাকা জমা হয়। উক্ত বাসাটি প্রতিপক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং একজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ মোট ১২০ টাকা নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং দরখাস্তকারীর মজুরী হতে প্রতিপক্ষের অযৌক্তিক ও বেআইনী প্রকৃত বাসা ভাড়ার থেকে অতিরিক্ত বাসাভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা দরখাস্ত কারী ফেরৎ পেতে অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় দু'টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলায় দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। দরখাস্তকারীর নিকট হতে ৩/২১ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিন জনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০=২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরৎ দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, ৪৮ আহসান আহমদ রোড, খুলনা।

মোকদ্দমা নং আই, আর, ও ২৪/২০০৩।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব ওলিউর রহমান
২। জনাব লোকমান হাকিম

১। মোঃ আবদুল মালেক
পিতা মোঃ আতাহার আলী ঢালী, সাং স্বল্পসেনা, থানা ঝালকাঠি, জেলা ঝালকাঠি, হাল সাং ১৩/১৪, ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ পক্ষে মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—প্রতিপক্ষ।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখঃ ১৯-১০-২০০৪ খ্রিঃ/৪-০৭-১৪১১ বঙ্গাব্দ।

রায়ের তারিখঃ ২-১-২০০৫ খ্রিঃ/ ১৯-৯-১৪১১ বঙ্গাব্দ।

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ১৯-২-১৯৮১ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার সর্বশেষ পদ ও পদবী টোকেন নং ২১১৫, বিভাগ হেসিয়ান তাঁত, পালা 'খ', মিল নং ২। প্রতিপক্ষ ২-৬-২০০১ তারিখে শ্রমিক কলোনীর ১৩/১৪নং এক কক্ষবিশিষ্ট ফ্যামিলি কোয়ার্টারটি দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেন। বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টার ছিল। উক্ত বাসাটি ৪জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন প্রতিপক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা ঘরভাড়া পেতেন। দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়ার পর তার নিকট থেকে প্রতিমাসে ৪০ টাকা করে ঘরভাড়া এবং মিলের কোয়ার্টারে বসবাস করার কারণে প্রতিমাসে ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় নাই। বেশ কিছু দিন বাসা ভাড়া ও যাতায়াত ভাতা কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে আরো ৩ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করে যা বেআইনী। প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকের নিকট হতে মাসপ্রতি ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে কর্তন করছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরনের নিয়ম চলতে পারে না। অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে দরখাস্তকারী আইনতঃ অধিকারী। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন করার জন্য দরখাস্তকারী এবং সি,বি,এ ইউনিয়নও প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী ২২-৫-২০০৩ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে আবেদন করে ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা একুনে ১২০ টাকা হারে কর্তন করার প্রার্থনা জানান। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত কারীর নিকট হতে ১৩/১৪ নং বাসা বাবদ ঘরভাড়া ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা=১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরৎ প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করে কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় দরখাস্তকারীর এ মামলার রায় তার পক্ষে গেলেও উহা বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছু সংখ্যক ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সিবিএ-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় প্রতিপক্ষ সিবিএ-এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে প্রতিপক্ষ মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ৯০×৪=৩৬০ টাকা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করায় প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। কিন্তু উক্ত ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে একজন শ্রমিককে বরাদ্দ প্রদান করে তার নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকা কর্তন করায় ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০–১২০=২৪০ টাকা মাসপ্রতি প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে, সে কারণে পত্র সূত্র নংএ ইউ/কেজেড/২/৬২.৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। সেই কারণে গত ৩০-১০-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি রুম পারিবারিক বাসা বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ২-৬-২০০১ তারিখ হতে ৩৬০ টাকা করে বাসাভাড়া আদায় করার জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে প্রতিপক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় ঐ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষ বেআইনীভাবে ২৪০ টাকা অতিরিক্ত কর্তনের আদেশ দেন নাই। এ কারণে প্রতিপক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনীত দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

২। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ আবদুল মালেকের নিকট হতে ১৩/১৪ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩ =২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী কি না।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসেবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেন ঃ

১। প্রতিপক্ষ বরাবর দরখাস্তকারীর ২২-৫-২০০৩ তারিখের দরখাস্ত

২। পোস্টাল রশিদ

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করেনঃ

(ক) প্রতিপক্ষের ৪-১১-২০০২ তারিখে পত্র

(খ) প্রতিপক্ষের বাসা বরাদ্দ প্রদানের চিঠি তারিখ ৯-৬-২০০১

১ নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশের জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ার অধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে এ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্থায়ী পদে ৮-৯-১৯৯৯ তারিখে নিয়োগলাভ করেন এবং অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ মিলে নিয়োজিত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা নিম্নরূপ ঃ

" মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাঁদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণঃ

(১) কোন কারখানায় ইহার ম্যানেজার,

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার, এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর,

ম্যানেজার, সেক্রেটারী এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারী তার নিয়োগকর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ আবদুল মালেকের নিকট হতে ১৩/১৪ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী কি-না।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে বসবাসের জন্য গত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ১৩/১৪ নং পারিবারিক বাসাটি বরাদ্দ প্রদান করে উক্ত বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং দরখাস্তকারী মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করায় যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে মাসিক মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জনের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ ৮০×৪=৩২০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। দরখাস্তকারী ইহাতে আপত্তি করলে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কর্তনের সপক্ষে যুক্তি দেখান যে, দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর কোয়ার্টার হিসেবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা এবং উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ১০×৪=৪০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। এ কারণে দরখাস্তকারীর নিকট হতে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বাসা ভাড়া কর্তন বেআইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য বহু আবেদন-নিবেদন করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী উহার প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসায় সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টার এর জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতিমাসে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরণের কোয়ার্টার প্রতিপক্ষ মিলে শতাধিক রয়েছে এবং যে সকল কোয়ার্টারে দরখাস্তকারীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করছেন। ইহা প্রমাণের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কোয়ার্টার নং ৮/১৫, ৮/১৬, ১৪/১১, ১৪/১২, ১৪/১৩ ও ১৪/১৪ সহ আরও কতিপয় কোয়ার্টারের নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে কর্তন করছেন। অথচ সমআয়তনের কোয়ার্টারের ভাড়া দরখাস্তকারীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তার মজুরী হতে প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা হারে কর্তন করছেন। দরখাস্তকারীর প্রতি প্রতিপক্ষ কর্তৃক এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/শা-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৫-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধরিণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়মে ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। দরখাস্তকারীর নামে যে কোয়ার্টারটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসেবে এ কোয়ার্টারের মাসিক ভাড়া ৪০টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারটির আয়তন দরখাস্তকারীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এজন্য দরখাস্তকারীর কোয়ার্টারের ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের কোয়ার্টারের যে ভাড়া নির্ধারিত আছে দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতে প্রতিপক্ষ অধিকারী নহে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে ২১টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য সি বি এ ইউনিয়নের এবং প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১ টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টার ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে ১০×৪=৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা প্রতিমাসের মিলের তহবিলে জমা হয়েছে। কিন্তু পরবতীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করে প্রতিপক্ষ মিল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। যে কারণে এ সংক্রান্তে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এজন্য দরখাস্তকারীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত কোয়ার্টারে ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত উপযুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ১৩/১৪ নং কোয়ার্টারটি দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে মজুরী থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং দরখাস্ত কারীর ন্যায় সমআয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে বর্তমানেও বাসাভাড়া বাবদ ১২০ টাকা হারে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ কোয়ার্টারের কতিপয় নম্বর দরখাস্তকারী আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও প্রতিপক্ষ তা জোরালভাবে অস্বীকার করেননি।

দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর কোয়ার্টারটিকে মিলের উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি কোয়ার্টার হিসেবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ নিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি ঘরের ভাড়া বাবদ ৪×১০=৪০টাকা এবং ৪জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে বসবাসের কারণে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৪×৮০=৩২০ টাকা প্রতিমাসে মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। প্রতিপক্ষ এই যুক্তিতে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে উল্লেখিত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি, দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাসাভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী এ মামলার তর্কিত বাসা ভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরণে করে প্রতিপক্ষ বাসাভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তা হলে ঐরূপ বাসাভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতমতেই বাসাভাড়া বৃদ্ধির সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা তর্কিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম-নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে এ আদালত এরূপ বেআইনী ঘরভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসা ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি আমলে না নিয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসাভাড়ার চেয়ে প্রতিপক্ষ যুক্তি দর্শিয়ে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাসাভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এরূপ কর্তন বেআইনী বলে আদালত মনে করেন।

প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার হার একই হওয়া উচিৎ। উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকদের সিট ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ হিসাবে একটি কক্ষে ৪ জন শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪ জন শ্রমিককে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। উক্ত বাসাটি প্রতিপক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং একজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ মোট ১২০ টাকা নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং দরখাস্তকারীর মজুরী হতে প্রতিপক্ষের অযৌক্তিক ও বেআইনী প্রকৃত বাসা ভাড়ার থেকে অতিরিক্ত বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

১ ও ২নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় দু'টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলার দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। দরখাস্তকারীর নিকট হতে ১৩/১৪ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিন জনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০=২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরৎ দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং আই,আর,ও ২৫/২০০৩।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দিন মাহফুজ,
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা ।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব ওলিউর রহমান ।
২। জনাব লোকমান হাকিম।

১। জনাব আঃ রহমান, মৃত আঃ হক,সাং চরকাকড়া, থানা-কোম্পানীগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী, হাল সাং ২০/৮, ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—**দরখাস্তকারী**

বনাম

১। দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ, পক্ষে—মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—**প্রতিপক্ষ**।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন ।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-১০-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ/৪-৭-১৪১১ বংগাব্দ।
রায়ের তারিখ ঃ ২-১-২০০৫ খ্রিস্টাব্দ/১৯-৯-১৪১১ বংগাব্দ।

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, ৩০-১১-৮৫ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে প্রকৌশল বিভাগে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রতিপক্ষ ০২-০৬-২০০১ তারিখে শ্রমিক কলোনীর ২০/৮ নং এক কক্ষবিশিষ্ট ফ্যামিলি কোয়ার্টারটি দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেন। বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর বাসা ছিল। উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন প্রতিপক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা ঘরভাড়া পেতেন। দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়ার পর তাঁর নিকট থেকে প্রতি মাসে ৪০ টাকা করে ঘরভাড়া এবং মিলে কোয়ার্টারে বসবাস করার কারণে প্রতি মাসে ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় নাই। বেশ কিছু দিন বাসা ভাড়া ও যাতায়াত ভাতা কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে আরো ৩ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা (৮০×৩)=২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করে যা বে-আইনী। প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য

শ্রমিকদের নিকট হতে মাসপ্রতি ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে কর্তন করছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরনের নিয়ম চলতে পারে না। অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে দরখাস্তকারী আইনতঃ অধিকারী । প্রতিপক্ষের উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন করার জন্য দরখাস্তকারী এবং সি বি এ ইউনিয়নও প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী ২২-৫-২০০৩ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে আবেদন করে ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা একুনে ১২০ টাকা হারে কর্তন করার প্রার্থনা জানান। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় দরখাস্ত-কারী এ মোকদ্দমা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর নিকট হতে ২০/৮ নং বাসা বাবদ ঘরভারা ৪০ +যাতায়াত ভাতা ৮০=১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ২৪০ টাকা কর্তন বে-আইনী সাব্যস্তে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেছেন ।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন । জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মামলায় অন্তর্ভুক্ত না করে কেবল মাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় দরখাস্তকারীর এ মামলায় রায় তার পক্ষে গেলেও উহা বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছু সংখ্যক ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সিবিএ-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় প্রতিপক্ষ সিবিএ-এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে প্রতিপক্ষ মিলের ২১ টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ৯০×৪=৩৬০ টাকা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করায় প্রতি মাসে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। কিন্তু উক্ত ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে একজন শ্রমিককে বরাদ্দ প্রদান করে তার নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকা কর্তন করায় ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০-১২০=২৪০ টাকা মাসপ্রতি প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে, যে কারণে পত্র সূত্র নং এ ইউ/কেজেত/২/৬২.৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। সেই কারণে গত ৩০-১০-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি রুম পারিবারিক বাসা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ২-৬-২০০১ তারিখ হতে ৩৬০ টাকা করে বাসাভাড়া আদায় করার জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে প্রতিপক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় ঐ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষ বে-আইনীভাবে ২৪০ টাকা অতিরিক্ত কর্তনের আদেশ দেন নাই। এ কারণে প্রতিপক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসাভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনীত দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

২। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী আঃ রহমানের নিকট হতে ২০/৮ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০+ যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বে-আইনী কি-না এবং এ বেআইনী হলে কর্তিত অর্থে দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী কি-না।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসেবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেন ঃ

১। দরখাস্তকারী ২২-৫-২০০৩ তারিখের দরখাস্ত।

২। দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তনের স্লিপ।

৩। পোষ্টার রসিদ।

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেন ঃ

ক) প্রতিপক্ষের ৪-৬-২০০১ তারিখের পত্র।

খ) ৪-১১-২০০২ তারিখের পত্র।

১নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদাতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে এ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্থায়ী পদে ৩০-১১-১৯৮৫ তারিখে নিয়োগ লাভ করেন এবং অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ মিলে নিয়োজিত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা নিম্নরূপঃ

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ঃ—

(১) কোন কারখানায় ইহার ম্যানেজার;

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার; এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরিতে নিয়োগ করেছেন, বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারী তার নিয়োগকর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১ নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২ নং বিচার্য বিষয় ঃ প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী আঃ রহমানের নিকট হতে ২০/৮ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৩=২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বে-আইনী কি-না এবং বে-আইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী কি-না।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে বসবাসের জন্য গত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ২০/৮ নং পারিবারিক বাসাটি বরাদ্দ প্রদান করে উক্ত বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং দরখাস্তকারী মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করায় যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে মাসিক মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ ৮০×৪=৩২০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। দরখাস্তকারী ইহাতে আপত্তি করলে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কর্তনের সপক্ষে যুক্তি দেখান যে, দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর বাসা হিসেবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা এবং উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ ১০×৪=৪০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। এ কারণে দরখাস্তকারীর নিকট হতে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘর ভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বাসা ভাড়া কর্তন বে-আইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য বহু আবেদন-নিবেদন করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী উহার প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টার এর জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতি মাসে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরনের কোয়ার্টার প্রতিপক্ষ মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল কোয়ার্টারে দরখাস্তকারীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করছেন। ইহা প্রমাণের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কোয়ার্টার নং ৮/১৫, ৮/১৬, ১৪/১১, ১৪/১২, ১৪/১৩ ও ১৪/১৪ সহ আরও কতিপয় কোয়ার্টারের নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন, এ সকল বাসার ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে মাস প্রতি ১২০ টাকা হারে কর্তন করেছেন। অথচ সমআয়তনের বাসার ভাড়া দরখাস্তকারীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তার মজুরী হতে প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা হারে কর্তন করছেন। দরখাস্তকারীর প্রতি প্রতিপক্ষ কর্তৃক এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/শা-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৫-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়মে ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে উহার মধ্যে ৪টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসেবে এ বাসার মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ বাসার আয়তন দরখাস্তকারীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এ জন্য দরখাস্তকারীর বাসার ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের বাসার যে ভাড়া নির্ধারিত আছে দরখাস্তকারীর চেয়েও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতে প্রতিপক্ষ অধিকারী নহে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে ফ্যামিলি বাসায় রূপান্তরিত করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি বাসা না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য সিবিএ ইউনিয়নের এবং প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে ফ্যামিলি বাসায় রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে ১০×৪=৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা ×৪=৩২০ টাকা প্রতি মাসে মিলের তহবিলে জমা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ব্যাচেলর বাসাকে ফ্যামিলি বাসায় রূপান্তর করে প্রতিপক্ষ মিল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। সে কারণে এ সংক্রান্ত অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এজন্য দরখাস্তকারীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত উপযুক্ত বক্তব্য, দাখিল কাগজাদী ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ২০/৮ নং বাসাটি দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে মজুরী থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং দরখাস্তকারীর ন্যায় সমআয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমানে বাসাভাড়া বাবদ ১২০ টাকা হারে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ বাসার কতিপয় নম্বর দরখাস্তকারী আর্জিতে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করলেও প্রতিপক্ষ তা জোড়ালোভাবে অস্বীকার করেননি।

দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর বাসাটিকে মিলের উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি বাসায় রূপান্তরের পূর্বে উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি ঘরের ভাড়া বাবদ ৪×১০=৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে বসবাসের কারণে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৪×৮০=৩২০ টাকা প্রতি মাসে মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি বাসায় রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। প্রতিপক্ষ এই যুক্তিতে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে উল্লিখিত বাসার ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি, দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাসাভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী এ মামলার তর্কিত বাসা ভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে প্রতিপক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তাহলে ঐরূপ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতমতে বাসা ভাড়া বৃদ্ধির সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা তর্কিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম-নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে এ আদালত এরূপ বে-আইনী ঘরভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসা ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে আমলে না নিয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার চেয়ে প্রতিপক্ষ যুক্তি দর্শিয়ে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাসা ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এরূপ কর্তন বে-আইনী বলে আদালত মনে করেন।

প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার হার একই হওয়া উচিত। উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকের সিট ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ হিসেবে একটি কক্ষের ৪ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪ জন শ্রমিককে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। উক্ত বাসাটি প্রতিপক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করছেন, সে কারণে উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং একজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ মোট ১২০ টাকা নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং দরখাস্তকারীর মজুরী হতে প্রতিপক্ষের অযৌক্তিক ও বে-আইনী প্রকৃত বাসা ভাড়ার থেকে অতিরিক্ত বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় দু'টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলার দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী ।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা দোতরফাসূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। দরখাস্তকারীর নিকট হতে ২০/৮ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিন জনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০=২৪০ টাকা কর্তন বে-আইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেয়া হলো।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহ্‌ফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা ।

মোকদ্দমা নং আই, আর, ও-২৬/২০০৩

উপস্থিত ঃ জনাব চোধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব ওলিউর রহমান।

২। জনাব লোকমান হাকিম।

মোঃ মোজাম্মেল হক, পিতা মৃত মোঃ ওয়াজেদ আলী ফরাজী, সাং বাকুদিয়া, থানা বাবুগঞ্জ, জেলা বরিশাল, হাল সাং ২/৩৮, ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা— **দরখাস্তকারী।**

বনাম

দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ, পক্ষে—মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—প্রতিপক্ষ।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া। প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-১০-২০০৪খ্রিঃ/৪-৭-১৪১১ বং

রায়ের তারিখ ঃ ২-১-২০০৫খ্রিঃ/১৯-৯-১৪১১ বং

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ২০-১১-১৯৭৫ তারিখে স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তাঁর সর্বশেষ পদ ও পদবী টোকেন নং ২০৩৩৮, বিভাগ-পাট, পালা সাধারণ, মিল নং ১ হইতেছে। প্রতিপক্ষ ২-৬-২০০১ তারিখে শ্রমিক কলোনীর ২/৩৮নং এক কক্ষবিশিষ্ট ফ্যামিলি কোয়ার্টারটি দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেন। বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর বাসা ছিল। উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন প্রতিপক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা ঘর ভাড়া পেতেন। দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেওয়ার পর তার নিকট থেকে প্রতি মাসে ৪০ টাকা করে ঘর ভাড়া এবং মিলের কোয়ার্টারে বসবাস করার কারণে প্রতি মাসে ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় নাই। বেশ কিছুদিন বাসাভাড়া ও যাতায়াত ভাতা কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে আরো ৩ জনের যাতায়াত ভাতা (৮০×৩)=২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করে যা বে-আইনী। প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকের নিকট হতে মাসপ্রতি ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে কর্তন করেছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরনের নিয়ম চলতে পারে না। অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে দরখাস্তকারী আইনত অধিকারী। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন করার জন্য দরখাস্তকারী এবং সি,বি,এ ইউনিয়নও প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী ২২-৫-২০০৪ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে আবেদন করে ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা একুনে ১২০ টাকা হারে কর্তন করার প্রার্থনা জানায়। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর নিকট হতে ২/৩৮ নং বাসা বাবদ ঘরভাড়া ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা =১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ২৪০ টাকা কর্তন বে-আইনী সাব্যস্তে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করে কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় দরখাস্তকারীর এ মামলার রায় তার পক্ষে গেলেও উহা বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শেণীভুক্ত করে ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছু সংখ্যক ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সি,বি,এ-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় প্রতিপক্ষ সি,বি,এ-এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে প্রতিপক্ষ মিলের ২১ টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ৯০×৪=৩৬০ টাকা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করায় প্রতি মাসে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। কিন্তু উক্ত ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে একজন শ্রমিককে বরাদ্দ প্রদান করে তার নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকা কর্তন করায় ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০-১২০=২৪০ টাকা মাসপ্রতি প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছে, যে কারণে পত্র সূত্র নং এ ইউ/কেজেড/২/৬২.৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। সেই কারণে গত ৩০-১০-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে এইরূপ পারিবারিক বাসা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ২-৬-২০০১ তারিখ হতে ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া আদায় করার জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে প্রতিপক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় ঐ বাসাভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষ বে-আইনীভাবে ২৪০ টাকা অতিরিক্ত কর্তনের আদেশ দেন নাই। এ কারণে প্রতিপক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনীত দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

২। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ মোজাম্মেল হকের নিকট হতে ২/৩৮ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বে-আইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী কি-না।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসেবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্মোক্ত কাগজাদী দাখিল করেছেনঃ

১। দরখাস্তকারীর ২২-৫-২০০৩ তারিখের দরখাস্ত

২। পোস্টাল রসিদ

প্রতিপক্ষের মোকদ্দমার সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ঃ

(ক) প্রতিপক্ষের অতিরিক্ত ঘরভাড়া কর্তনের ৪-১১-২০০২ তারিখের পত্র

(খ) প্রতিপক্ষের ৪-৬-২০০১ তারিখের বাসা বরাদ্দের চিঠি

১নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত । সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নাই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে এ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্থায়ী পদে ২০-১১-১৯৭৫ তারিখে নিয়োগলাভ করেন এবং অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ মিলে নিয়োজিত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২ (জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা নিম্নরূপ ঃ

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠান এর মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাঁদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণঃ-

(১) কোন কারখানায় ইহার ম্যানেজার;

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার; এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত আইনের দ্বারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন, বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারী তার নিয়োগকর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ মোজাম্মেল হকের নিকট হতে ২/৩৮ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বে-আইনী কি-না এবং বে-আইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে বসবাসের জন্য গত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ২/৩৮ নং পারিবারিক কোয়ার্টারটি বরাদ্দ প্রদান করে উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া ৪০ টাকা এবং দরখাস্তকারী মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করায় যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাহারে মাসিক মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ ৮০×৪=৩২০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। দরখাস্তকারী ইহাতে আপত্তি করলে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কর্তনের সপক্ষে যুক্তি দেখান যে, দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর কোয়ার্টার হিসেবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করত এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা এবং উক্ত ঘরের ভাড়া ১০×৪=৪০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। এ কারণে দরখাস্তকারীর নিকট হতে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘর ভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বাসা ভাড়া কর্তন বে-আইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য বহু আবেদন-নিবেদন করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী উহার প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতি মাসে ঘর ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এধরনের কোয়ার্টার প্রতিপক্ষ মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল কোয়ার্টারে দরখাস্তকারীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করছেন। ইহা প্রমাণের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কোয়ার্টার নং ৮/১৫, ১৪/১১, ৮/১৬, ১৪/১২, ১৪/১৩ ও ১৪/১৪ সহ আরও কতিপয় কোয়ার্টারের নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে মাসপ্রতি ১২০ টাকাহারে কর্তন করছেন। অথচ সমআয়তনের কোয়ার্টারের ভাড়া দরখাস্তকারীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তার মজুরী হতে প্রতি মাসে ৩৬০ টাকা হারে কর্তন করছেন। দরখাস্তকারীর প্রতি প্রতিপক্ষ কর্তৃক এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়িভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্তে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/শা-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৫-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরের ভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনের উল্লিখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়মে ঘর ভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। দরখাস্তকারীর নামে যে কোয়ার্টারটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪ টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসেবে এ কোয়ার্টারের মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারটির আয়তন দরখাস্তকারীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এজন্য দরখাস্তকারীর কোয়ার্টারের ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের কোয়ার্টারের যে ভাড়া নির্ধারিত আছে দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসাভাড়া কর্তন করতে প্রতিপক্ষ অধিকারী নহে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে ২১ টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করা হয় । শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য সি,বি,এ ইউনিয়নের এবং প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে ২১ টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টার ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে ১০×৪=৪০ টাকা ঘর ভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা প্রতি মাসে মিলের তহবিলে জমা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টরে রূপান্তরিত করে প্রতিপক্ষ মিল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। সে কারণে এ সংক্রান্তে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এজন্য দরখাস্তকারীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য সমপরিমাণ ৩২০ টাকা এবং উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত উপযুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ২/৩৮ নং বাসাটি দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্ধ দিয়ে প্রথমে ১২০ টাকা হারে মজুরি হতে কর্তন করা হয়েছে এবং দরখাস্তকারীর ন্যায় সমআয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমানে বাসাভাড়া বাবদ ১২০ টাকাহারে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ কোয়ার্টারের কতিপয় নম্বর দরখাস্তকারী আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও প্রতিপক্ষ তা অস্বীকার করেননি।

দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর কোয়ার্টারটিকে মিলের উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি ঘরের ভাড়া বাবদ ৪×১০=৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে বসবাসের কারণে তাঁদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৪×৮০=৩২০ টাকা প্রতি মাসে মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। প্রতিপক্ষ এই যুক্তিতে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে উল্লেখিত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থ গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাসাভাড়া বৃদ্ধিসংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী ও মামলার তর্কিত বাসাভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি । যদি প্রচলিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে প্রতিপক্ষ বাসাভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তাহলে ঐরুপ বাসাভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতিমতেই বাসাভাড়া বৃদ্ধির সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা তর্কিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম-নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে এ আদালত এরূপ বে-আইনী ঘরভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীনবলে মনে করেন। কাজেই বাসাভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসাভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে আমলে না নিয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার চেয়ে প্রতিপক্ষ যুক্তি দর্শিয়ে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাসাভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এরূপ কর্তন বে-আইনী বলে আদালত মনে করেন।

প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসাভাড়ার হার একই হওয়া উচিত। উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকের সিট ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ হিসেবে একটি কক্ষে ৪ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪ জন শ্রমিককে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। উক্ত বাসাটি প্রতিপক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং একজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ মোট ১২০ টাকা নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং দরখাস্তকারীর মজুরী হতে প্রতিপক্ষের অযৌক্তিক ও বে-আইনী প্রকৃত বাসাভাড়া থেকে অতিরিক্ত বাসাভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার থেকে অধিকারী কি-না।

১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় দু'টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলার প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। দরখাস্ত কারীর নিকট হতে ২/৩৮ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০=২৪০ টাকা কর্তন বে-আইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরৎ দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহ্‌ফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মামলা নং-আই, আর, ও-২৭/২০০৫

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব ওয়ালিউর রহমান

২। জনাব লোকমান হাকিম

মোঃ আলী হোসেন, পিতা মোঃ খোরশেদ আলম, সাং টরগী, থানা বোরহানউদ্দীন, জেলা ভোলা, হাল সাং ৮/১৩ ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—**বাদী**।

বনাম

দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ, পক্ষে মহাব্যবস্থাপক, সাং + পোঃ টাউন খালিশপুর, জেলা খুলনা—**বিবাদী**।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া,

বিবাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন,

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-১০-২০০৪/৪-৭-১৪১১

রায়ের তারিখ ঃ ২-১-২০০৫/১৯-৯-১৪১১

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক একটি দরখাস্ত।

বাদীর দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী, সংক্ষেপে, তিনি নিবেদন করেন যে, তিনি ৩-১২-৮৩ তারিখে স্থায়ীভাবে শ্রমিক পদে নিয়োগ হন। তার টোকেন নং ২০৬৬২, প্রকৌশল বিভাগ, পালা 'খ' এবং মিল নং ১। বিবাদী মিল কতৃপক্ষ বাদীকে ২৩-১১-০২ তারিখে ৮/১৩ নং এক কক্ষবিশিষ্ট একটি ফ্যামিলি বাসা বরাদ্দ দেয়। এ বাসাটি বাদীকে বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে উহা ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল এবং প্রত্যেক শ্রমিক ঘরভাড়া বাবদ প্রতি মাসে ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা প্রদান করতো। মিল ক্যাম্পাসে বসবাসকারী শ্রমিদের যাতায়াত ভাতা প্রধানের নিয়ম নাই বিধায় উক্ত ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা মিল কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা হতো। বাদীকে বাসা বরাদ্দ দেয়ার পর প্রতি মাসে ৪০ টাকা করে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ ঘরভাড়া কর্তন করতেন এবং বাদীকে বাসা বরাদ্দের পর যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা দেয়া হয়নি। সম্প্রতি বিবাদী পক্ষ খামখেয়ালী করে ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে উক্ত কক্ষ বরাদ্দ দেয়ার তারিখ হতে বাদীর নিকট থেকে আরও ৩ জনের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৩=২৪০ টাকা বকেয়া দর্শিয়ে বাদীর মজুরী থেকে কর্তন করেছেন যা সম্পূর্ণ বে-আইনী। বিবাদী মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে সমআয়তনের বাসা

ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং বিবাদী মিলে এ ধরণের বাসার সংখ্যা শতাধিক হবে। অথচ বিবাদী পক্ষ বাদীর নিকট থেকে ১২০ টাকার স্থলে ৩৬০ টাকা কর্তন করে বে-আইনী, অযৌক্তিক এবং অমানবিক কাজ করেছেন। একই প্রকল্পে দু-ধরণের নিয়ম চলতে পারে না। বাদীও অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধাদি ভোগ করতে অধিকারী। বাদী একাধিকবার উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন বন্ধ করার জন্য আবেদন-নিবেদন করেছেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। শ্রমিক ইউনিয়ন থেকেও পত্র দ্বারা বিবাদী পক্ষকে উক্তরূপভাবে ঘরভাড়া কর্তন না করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। পরিশেষে বাদী বাসাভাড়া বাবদ ১২০ টাকা করে কর্তন করার জন্য বিবাদী পক্ষের নিকট রেজিস্ট্রি ডাকযোগে দরখাস্ত প্রেরণ করে আবেদন করেন। বাদী উক্ত দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে, ৩০-৫-২০০৩ তারিখের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিবাদী পক্ষ ব্যর্থ হলে বাদী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করবেন। বিবাদী পক্ষ উক্ত দরখাস্ত পাওয়ার পর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় বাদী বাধ্য হয়ে এ মামলা দায়ের করে বাদীর নামে বরাদ্দকৃত কক্ষের ভাড়া ১২০ টাকা করে কর্তন করায় এবং অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা বাদীর নিকট হতে কর্তন না করার আদেশের প্রার্থনা করেছেন ও ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার আদেশেরও আবেদন করেছেন।

বিবাদী পক্ষ একখানা লিখিত আপত্তি দাখিল করে বাদীর সমুদয় বক্তব্য অস্বীকার করেছেন এবং মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিবাদী পক্ষের লিখিত আপত্তির বক্তব্য অনুসারে, সংক্ষেপে, নিবেদন হলো যে, বিবাদী মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএমসি এর চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত এ কারণে বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করায় ইহা কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় বাদী এ মামলার রায় তার পক্ষে পেলেও উহা বিজেএমসি এর চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ বিবাদী পক্ষের নেই। কাজেই বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দায়ের ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

বিবাদী পক্ষ লিখিত আপত্তিতে আরও উল্লেখ করেন যে, বিবাদী মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছুসংখ্যক ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সিবিএ এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় বিবাদী পক্ষ সিবিএ ইউনিয়নের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ও উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে বিবাদী মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। বিবাদী পক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসায় ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকাহারে ভাড়ায় মোট ৯০×৪=৩৬০ টাকা ভাড়ায় ব্যাচেলর বাসা বরাদ্দ দেয়া হয় এবং এতে প্রতি মাসে প্রতি ব্যাচেলর বাসা বাবদ ৩৬০ টাকা বিবাদী মিলের তহবিলে জমা হয়। কিন্তু ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করলে একজন শ্রমিকের নিকট থেকে ৮০ টাকা যাতায়াত ভাতা+৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ মোট ১২০ টাকা আদায় করা হয়। ফলে প্রতিটি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করলে ৩৬০-১২০=২৪০ টাকা প্রতি মাসে প্রতি বাসার ভাড়া বাবদ বিবাদী পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কারণে পত্র সূত্র নং এইড/কেজেড/২/৬২৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। এ জন্য ৩০-১০-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোক্রমে প্রতিপক্ষ পারিবারিক বাসা ভাড়া আদায় করার জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে বিবাদী পক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় এ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী

এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়া বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাবে/আরজিতে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং বিবাদী পক্ষ বে-আইনীভাবে ২৪০ টাকা কর্তনের আদেশ প্রদান করেন নাই। এ কারণে বিবাদী পক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনিত বাদীর এ মোকদ্দমা খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

২। বিবাদী কর্তৃপক্ষ বাদী মোঃ আলী হোসেন এর নিকট হতে ৮/১৩ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা=১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা ×৩ =২৪০ টাকা বাসা ভাড়া বাবদ কর্তন বে-আইনী কি-না এবং বে-আইনী হলে কর্তিত অর্থ বাদী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

৩। বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষ কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিস্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

বাদী পক্ষ মামলার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করেনঃ

১। ২২-৫-২০০৩ তারিখের দরখাস্ত

২। পোষ্টাল রসিদ

বিবাদী পক্ষ কোন কাগজপত্র দাখিল করেননি। কেবলমাত্র মোকদ্দমার সমর্থনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

১ নং বিচার্য বিষয়ঃ বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, বিবাদী মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল বিবাদী শ্রেণীভুক্ত না করায় বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মামলা বাদীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ বিবাদী পক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতে দাখিল করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বিবাদী মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বাদী বিবাদী মিলে এই বিবাদী পক্ষ কর্তৃক স্থায়ী শ্রমিক পদে ৩-১২-৮০ তারিখে নিয়োগলাভ করেন এবং অদ্যাবধি বিবাদী মিলে কর্মরত আছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইজীবী বাদীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা নিম্নরূপ ঃ

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্ঠি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গঃ

(১) কোন কারখানায় উহার ম্যানেজার;

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার; এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সমর্থিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। বাদীকে বর্তমান বিবাদী পক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন। বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে বাদী তার নিয়োগকর্তা ও স্থানীয় মালিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে বিবাদী করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন মামলা নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদী মোঃ আলী হোসেনের নিকট হতে ৮/১৩ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা =১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩= ২৪০ টাকা বাসা ভাড়া বাবদ কর্তন বে-আইনী কি-না এবং বে-আইনী হলে কর্তিত অর্থ বাদী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাদীকে বসবাসের জন্য গত ২৩-১১-২০০২ তারিখে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদীর নামে একটি পারিবারিক কোয়ার্টার যার নং ৮/১৩ বরাদ্দ দেন এবং বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ মিল ক্যাম্পাসে বাসা বরাদ্দ দেয়ায় বাদীকে যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রদত্ত ৮০ টাকাও বাসা ভাড়া বাবদ বাদীর মজুরী হতে প্রতি মাসে ৪০ টাকা করে উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ খামখেয়ালীপনা করে এবং সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচলিত সকল নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করে বাদীর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৮০×৪=৩২০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা বাদীর মজুরী থেকে কর্তন শুরু করেন। বাদী ইহাতে আপত্তি করলে বিবাদী পক্ষ ইহার সপক্ষে যুক্তি দেখান

যে, বাদীকে দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর কোয়ার্টার হিসাবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং উক্ত ৪ জন শ্রমিক এর যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা এবং উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ ১০ টাকাহারে মোট ১০×৪=৪০ টাকা সর্বমোট ৩২০ টাকা বিবাদী মিলের তহবিলে জমা হতো। এ কারণে বাদীর নিকট থেকে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। বাদী বিবাদী পক্ষের উক্তরূপ বাসা ভাড়া কর্তনকে বে-আইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য বিবাদী বরাবর বহু আবেদন-নিবেদন করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ তাতে কোন কর্ণপাত না করায় বাদী এর প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বিবাদী মিলে বাদীর বাসার ন্যায় সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতি মাসে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরণের কোয়ার্টার বিবাদী মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল কোয়ার্টারে বাদীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করছেন। ইহা প্রমাণের জন্য বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী কোয়ার্টার নং ৮/১৫, ৮/১৬, ১৪/১১, ১৪/১২, ১৪/১৩, ১৪/১৪, ১৪/১৫, ১৪/১৬, ১৯/১৬, ১৯/১১, ১৯/১২, ২০/১৩ ও ২০/১৪ নং কোয়ার্টারের নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ বিবাদী পক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে প্রতি মাসে ১২০ টাকা করে কর্তন করেন। অথচ উক্ত সমআয়তনের কোয়ার্টারের ভাড়া বাদীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি প্রদর্শন করে বিবাদী পক্ষ তার মজুরী হতে প্রতি মাসে ৩৬০ টাকা কর্তন করছেন। বাদীর প্রতি বিবাদী পক্ষের এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় বাদী এ মোকদ্দমা করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা, বাড়ী ভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/শা ৪/কমিশন ২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৪-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়ম দ্বারা ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বাদীর নামে যে কোয়ার্টারটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসাবে এ কোয়ার্টারের মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারটির আয়তন বাদীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য বাসার আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এজন্য বাদীর কোয়ার্টারের ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের কোয়ার্টারের যে ভাড়া নির্ধারিত আছে বাদীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতে বিবাদী পক্ষ অধিকারী নহেন।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বিবাদী মিলে ২১টি ব্যচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য মিলের সিবিএ ইউনিয়ন এবং বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলটির উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১টি ব্যাচেলর

কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। ইহাতে বিবাদী মিলের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ এর আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ৪জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকাহারে ৪×১০=৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৪জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার অর্থ বাবদ মোট ৪×৮০=৩২০ টাক বিবাদী মিল কর্তপক্ষের তহবিলে জমা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন না। সে কারণে এ সংক্রান্ত অডিট আপত্তি উৎথাপিত হয়। এজন্য বাদীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায় ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজপত্র, নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ২৩-১১-২০০২ তারিখে ৮/১৩ নং কোয়ার্টারটিকে বাদীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে প্রতি মাসে ১২০ টাকা হারে বাদীর মজুরী থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং বাদীর ন্যায় সমআয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমানে বাসা ভাড়া বাবদ ১২০ টাকা করে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ কোয়ার্টারের কতিপয় নম্বর বাদী তার আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও বিবাদী পক্ষ তা জোরালোভাবে অস্বীকার করেননি।

বাদীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর কোয়ার্টারটিকে মিলের অধিক উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি কোয়ার্টার হিসাবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত কোয়ার্টারটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকাহারে প্রতিটি সিট ভাড়া বাবদ ৪×১০=৪০ টাকা এবং উক্ত ৪ জন শ্রমিক এর মিল ক্যাম্পাসে থাকার ব্যবস্থা হলে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা বিবাদী মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। বিবাদী পক্ষ এই যুক্তিতে বাদীর মজুরী থেকে উল্লেখিত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত উল্লেখিত যুক্তি, দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধিসংক্রান্ত প্রচলিত নিয়মনীতি অনুযায়ী এ মামলার তর্কিত বাসা ভাড়ার হার বৃদ্ধি হয়নি। যদি প্রচলিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির নিয়মনীতি অনুসরণ করে বিবাদী পক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তাহলে ঐরূপ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে বিবাদী পক্ষ তাদের স্বীকৃতমতেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধির সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন উহা তর্কিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়মনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণেই এ আদালত এরূপ বে-আইনী বাসা ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসা ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়মনীতিকে আমলে না এনে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে সমআয়তনের বাসার বাড়া বাবদ প্রাপ্য ভাড়ার চেয়ে বিবাদী পক্ষ এরূপ যুক্তি দর্শিয়ে বাদীর মজুরী থেকে বাসা ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এবং ইহা বে-আইনী বলে আদালত মনে করেন।

বিবাদী মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের সকল বাসার ভাড়ার হার একই হওয়া উচিত। বাদী পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচলের শ্রমিক এর সিটপ্রতি ১০ টাকাহারে বাসা ভাড়ার বিধান রয়েছে। এ হিসাবে একটি কক্ষে চারজন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি চারজন শ্রমিকের মধ্যে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থ থাকায় উক্ত বাসা ভাড়া বাবদ বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ এর তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। সুতরাং বাসা ভাড়ার উক্ত ৪০ টাকা এবং উক্ত বাসাটি বর্তমানে বিবাদী পক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গকে নিয়ে বসবাস করার জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন। সে কারণে উক্ত শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার ৮০+৪০=১২০ টাকা উক্ত বাসার ভাড়া নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালত এর নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং বাদীর মজুরী থেকে বিবাদী কর্তৃক অযৌক্তিক এবং বে-আইনীভাবে প্রকৃত বাসা ভাড়ার চেয়ে অতিরিক্ত হারে বাসা বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা বাদী ফেরত পেতে অধিকারী বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয়ঃ বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় ২ টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় ২টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলায় বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের স্নাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

বাদীর মোকদ্দমা দোতরফাসূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। বাদীর নিকট হতে ৮/১৩ নং বাসা বাবদ বাসা ভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিনজনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০=২৪০ টাকা কর্তন বে-আইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার জন্য বিবাদী পক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং আই, আর, ও ২৮/২০০৩

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যগণ ঃ (১) জনাব অলিউর রহমান
(২) জনাব লোকমান হাকিম

(১) মোঃ আইয়ুব আলী, পিতা মোঃ আমজাদ হোসেন, সাং কাচিয়া, থানা বোরহানউদ্দীন, জেলা ভোলা, হাল সাং ৯/১৭ ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

(১) দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ, পক্ষে—মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—**প্রতিপক্ষ**।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া।
প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-১০-২০০৪ /৪-৫-১৪১১
রায়ের তারিখ ঃ ৫-১-২০০৫ /২২-৯-১৪১১

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ১৮-২-১৯৮০ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে মিল ম্যাকানিক্যাল বিভাগে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রতিপক্ষ ২-৬-২০০১ তারিখে শ্রমিক কলোনীর ৯/১৭ নং এক কক্ষবিশিষ্ট পারিবারিক বাসাটি দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেন। বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর বাসা ছিল। উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন প্রতিপক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকাহারে ৪০ টাকা বাসা ভাড়া পেতেন। দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়ার পর তার নিকট থেকে প্রতি মাসে ৪০ টাকা করে ঘরভাড়া এবং মিলের কোয়ার্টারে বসবাস করার কারণে প্রতি মাসে ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় নাই। বেশ কিছু দিন বাসা ভাড়া ও যাতায়াত ভাতা কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে আরও ৩ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা (৮০×৩) = ২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করে যা বে-আইনী। প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকের নিকট হতে মাসপ্রতি ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে কর্তন করছেন। একই প্রকল্প দুই

ধরনের নিয়ম চলতে পারে না। অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে দরখাস্তকারী আইনতঃ অধিকারী। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন করার জন্য দরখাস্তকারী এবং সি, বি, এ ইউনিয়নও প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী ২২-৫-২০০৩ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে আবেদন করে ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা একুনে ১২০ টাকাহারে কর্তন করার প্রার্থনা জানান। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদন পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর নিকট হতে ৯/১৭ নং বাসা বাবদ ঘরভাড়া ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা = ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করে কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় দরখাস্তকারীর এ মামলায় রায় তার পক্ষে গেলেও ইহা বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছু সংখ্যক ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সি,বি,এ-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় প্রতিপক্ষ সি,বি,এ-এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির সার্থে প্রতিপক্ষ মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ৯০×৪ = ৩৬০ টাকা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করায় প্রতি মাসে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। কিন্তু উক্ত ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে একজন শ্রমিককে বরাদ্দ প্রদান করে তার নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকা কর্তন করায় ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০-১২০=২৪০ টাকা মাসপ্রতি প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে, যে কারণে পত্র সূত্র নং এ ইউ/কেজেড/২/৬২.৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। সেই কারণে গত ৩০-১০-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি রুম পারিবারিক বাসা বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ২-৬-২০০১ তারিখ হতে ৩৬০ টাকা করে বাসাভাড়া আদায় করার জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসাভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে প্রতিপক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় ঐ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা করে ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষ বেআইনীভাবে ২৪০ টাকা অতিরিক্ত কর্তনের আদেশ দেন নাই। এ কারণে প্রতিপক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসাভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনিত দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

২। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ আইয়ূব আলীর নিকট হতে ৯/১৭ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসেবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেনঃ

১। দরখাস্তকারীর ২২-৫-২০০৩ তারিখের দরখাস্ত।

২। দরখাস্তকারীর মজুরী স্লিপ।

৩। পোস্টাল রসিদ।

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেন ঃ

(ক) প্রতিপক্ষের ৪-১২-২০০২ তারিখের পত্র

(খ) প্রতিপক্ষের ৪-৬-২০০১ তারিখের পত্র

১নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে এ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্থায়ী পদে ১৮-২-১৯৮০ তারিখে নিয়োগলাভ করেন এবং অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ মিলে নিয়োজিত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ

আইনজীবী দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা নিম্নরূপঃ

" মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণঃ

(১) কোন কারখানায় ইহার ম্যানেজার;

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার ; এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারী তার নিয়োগকর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১ নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২ নং বিচার্য বিষয়ঃ প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ আইয়ুব এর নিকট হতে ৯/১৭ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে বসবাসের জন্য গত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ৯/১৭ নং পারিবারিক বাসাটি বরাদ্দ প্রদান করে উক্ত বাসার ভাড়া ৪০ টাকা এবং দরখাস্তকারী মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করায় যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে মাসিক মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে দরখাস্তকারীর নিকট হতে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ ৮০×৪=৩২০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। দরখাস্তকারী ইহাতে আপত্তি করলে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কর্তনের সপক্ষে যুক্তি দেখান যে, দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর বাসা হিসেবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা এবং উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ ১০×৪=৪০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। এ কারণে দরখাস্তকারীর নিকট হতে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বাসাভাড়া কর্তন বেআইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য বহু আবেদন-নিবেদন করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী উহার প্রতিকার প্রার্থনা করে এ আদালতে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের পারিবারিক বাসার জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতি মাসে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরনের বাসা প্রতিপক্ষ মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল বাসায় দরখাস্তকারীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করছেন। ইহা প্রমাণের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কোয়ার্টার নং ৮/১৫, ৮/১৬, ১৪/১১, ১৪/১২, ১৪/১৩, ও ১৪/১৪ সহ আরও কতিপয় বাসার নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল বাসার ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে কর্তন করছেন। অথচ সমআয়তনের বাসার ভাড়া দরখাস্তকারীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তার মজুরী হতে প্রতি মাসে ৩৬০ টাকা হারে কর্তন করছেন। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ কর্তৃক এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্তে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৫-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনের উল্লিখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়মে ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। দরখাস্তকারীর নামে যে বাসাটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪ টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসেবে এ বাসার মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ বাসাটির আয়তন দরখাস্তকারীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এজন্য দরখাস্তকারীর বাসার ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের বাসার যে ভাড়া নির্ধারিত আছে দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসাভাড়া কর্তন করতে প্রতিপক্ষ অধিকারী নহে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তরিত করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য পারিবারিক বাসা না থাকায় শ্রমিদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য সি,বি,এ ইউনিয়নের এবং প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১ টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের আগে উক্ত ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকাহারে ১০×৪= ৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪ = ৩২০ টাকা প্রতি মাসে প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে প্রতিপক্ষ মিল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। যে কারণে এ সংক্রান্তে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এজন্য দরখাস্তকারীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ ৪×৮০ = ৩২০ টাকা এবং উক্ত বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ৯/১৭ নং বাসাটি দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে মাসপ্রতি ১২০ টাকাহারে মজুরী থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং দরখাস্তকারীর ন্যায় সমআয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমানে বাসা ভাড়া বাবদ ১২০ টাকা হারে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ কোয়ার্টারের কতিপয় নম্বর দরখাস্তকারী আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও প্রতিপক্ষ তা অস্বীকার করেননি।

দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর বাসাটিকে মিলের উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি বাসা হিসেবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকাহারে প্রতিটি ঘরের ভাড়া বাবদ ৪×১০ = ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে বসবাসের কারণে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৪×৮০ =৩২০ টাকা প্রতি মাসে প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। প্রতিপক্ষ এই যুক্তিতে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে উল্লিখিত বাসার ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি, দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী এ মামলার তর্কিত বাসা ভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে প্রতিপক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তাহলে ঐরূপ বাসাভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতিমতেই বাসাভাড়া বৃদ্ধির সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা তর্কিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম-নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে এ আদালত এরূপ বেআইনী ঘরভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসাভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসাভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে আমলে না নিয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার চেয়ে প্রতিপক্ষ যুক্তি দর্শিয়ে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাসাভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এরূপ কর্তন বেআইনী বলে আদালতে মনে করেন।

প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার হার একই হওয়া উচিত। উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকের সিট ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ হিসেবে একটি কক্ষে ৪ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪ জন শ্রমিককে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। উক্ত বাসাটি প্রতিপক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং একজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ মোট ১২০ টাকা নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং দরখাস্তকারীর মজুরী হতে প্রতিপক্ষের অযৌক্তিক ও বেআইনী প্রকৃত বাসা ভাড়ার থেকে অতিরিক্ত বাসাভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা দরখাস্ত কারী ফেরত পেতে অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয়ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

১ ও ২নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় দু'টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলার দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। দরখাস্তকারীর নিকট হতে ৯/১৭ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিন জনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০=২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরতদেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনির উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকাদ্দমা নং আই, আর, ও-২৯/২০০৩

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দিন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব ওলিউর রহমান।
২। জনাব লোকমান হাকিম।

১। মোঃ নূর নবী, পিতা মোঃ মোসলেম উদ্দিন ফরাজী, সাং পিলজংগ, থানা ফকিরহাট, জেলা বাগেরহাট, হাল সাং- ৩/১৬, ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা— দরখাস্তকারী।

বনাম

১। দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ এর পক্ষে-মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—প্রতিপক্ষ।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নামঃ জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নামঃ জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখঃ ১৯-১০-২০০৪ খ্রিঃ/০৪-০৭-১৪১১ বঙ্গাব্দ।

রায়ের তারিখ ঃ ০৫-০১-২০০৫ খ্রিঃ/২২-০৯-১৪১১ বঙ্গাব্দ।

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে একটি মামলা। সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ২২-০৭-১৯৯৫ ইং তারিখে স্থায়ীভাবে প্রতিপক্ষ মিলের প্রকৌশল বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রতিপক্ষ ২-৬-২০০১ ইং তারিখে শ্রমিক কলোনীর ৩/১৬ নং এক কক্ষবিশিষ্ট পারিবারিক বাসাটি দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ প্রদান করেন। বরাদ্দ দেওয়ার পূর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর বাসা ছিল। উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন প্রতিপক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা বাসাভাড়া পেতেন। দরখাস্তকারীকে উক্ত বাসা বরাদ্দ দেওয়ার পর তার নিকট থেকে প্রতি মাসে ৪০ টাকা করে বাসাভাড়া এবং মিলের বাসায় বসবাস করার কারণে প্রতিমাসে ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় নাই। বেশ কিছু দিন বাসাভাড়া ও যাতায়াত ভাতা কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে আরো ৩ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা (৮০×৩)=২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করে যা বেআইনী। প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের পারিবারিক বাসার জন্য অন্যান্য শ্রমিকের নিকট থেকে মাস প্রতি ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে কর্তন করছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরনের নিয়ম চলতে পারেনা। অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ সুবিধা পেতে দরখাস্তকারী আইনতঃ অধিকারী। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন করার জন্য দরখাস্তকারী এবং সি, বি, এ ইউনিয়নও প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী ২৪-০৫-২০০৪ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে আবেদন করে বাসাভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা একুনে ১২০ টাকা হারে কর্তন করার প্রার্থনা জানান। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদন পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় দরখাস্তকারী এ মোকাদ্দমা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর নিকট হতে ৩/১৬ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০টাকা+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা=১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেছেন। অপর দিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহা ঢাকাস্থ বি,জে,এম,সি'র, চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বি,জে,এম,সি'র চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করে কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় দরখাস্তকারীর এ মামলায় রায় তার পক্ষে গেলেও উহা বি,জে,এমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই বি,জে,এমসি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে মোকাদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে মোকাদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছু সংখ্যক ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সি,বি-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘ দিন চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় কর্তৃপক্ষ সি,বি এ-এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ৯০ টাকা×৪=৩৬০ টাকা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করায় প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। কিন্তু উক্ত ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে একজন শ্রমিককে বরাদ্দ প্রদান করে তাহার নিকট থেকে বাসাবাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকা কর্তন করায় ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০—১২০=২৪০ টাকা মাস প্রতি প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে। যে কারণে পত্র সূত্র নং এ ইউ/কেজেড/২/৬২.৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। সেই কারণে ৩০-১০-২০০২ ইং তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি রুম পারিবারিক বাসা বরাদ্ধ প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হতে ২-৬-২০০১ ইং তারিখ হতে ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া আদায় করার জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসাভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে প্রতিপক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় ঐ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষ বেআইনীভাবে ২৪০ টাকা অতিরিক্ত কর্তনের আদেশ দেন নাই। এ কারণে প্রতিপক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনিত দরখাস্তকারীর এ মোকাদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয় ঃ

১। দরখাস্তকারীর মোকাদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা।

২। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ নূর নবীর নিকট হতে ৩/১৬ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা বাসাভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কিনা এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কিনা।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এ মোকাদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসেবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ মোকাদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেনঃ

১। দরখাস্তকারীর ২২-৫-২০০৩ তারিখের দরখাস্ত।

২। দরখাস্তকারীর মজুরী স্লিপ।

৩। পোস্টাল রশিদ।

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেনঃ

(ক) প্রতিপক্ষের ৪-১১-২০০২ ইং তারিখের পত্র।

(খ) প্রতিপক্ষের ২১-৭-২০০১ ইং তারিখের পত্র।

১ নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা ।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে এ প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২২-৭-১৯৯৫ ইং তারিখে স্থায়ীভাবে নিয়োগ লাভ করেন এবং অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ মিলে নিয়োজিত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা নিম্নরূপ ঃ

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান,তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ঃ—

(১) কোন কারখানায় ইহার ম্যানেজার,

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রনের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন—বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারী তার নিয়োগকর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতারাং ১নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ নূর নবীর নিকট হতে ৩/১৬ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা বাসাভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কিনা এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কিনা।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে বসবাসের জন্য গত ২-৬-২০০১ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ ২/১৬ নং পারিবারিক বাসাটি বরাদ্দ প্রদান করে উক্ত বাসার ভাড়া ৪০ টাকা এবং দরখাস্তকারী মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করায় যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে মাসিক মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে বাসাভাড়া সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে বাসাভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ ৮০×৪=৩২০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। দরখাস্তকারী ইহাতে আপত্তি করলে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কর্তনের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান যে, দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর বাসা হিসাবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা এবং উক্ত বাসার ভাড়া বাবদ ১০×৪=৪০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। এ কারণে দরখাস্তকারীর নিকট হতে উক্ত পরিমাণ টাকা বাসাভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বাসাভাড়া কর্তন বেআইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য বহু আবেদন নিবেদন করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী উহার প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের পারিবারিক বাসার জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতিমাসে বাসাভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাড়া বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরনের বাসা প্রতিপক্ষ মিলের শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল বাসায় দরখাস্তকারীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করছেন। ইহা প্রমাণের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বাসা নং ৮/১৫,৮/১৬,১৪/১১,১৪/১২,১৪/১৩ ও ১৪/১৪ সহ আরও কতিপয় বাসার নম্বর উল্লেখ করেন এবং বলেন এসকল বাসা ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে কর্তন করেছেন। অথচ সমআয়তনের বাসার ভাড়া দরখাস্তকারীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তার মজুরী হতে প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা হারে কর্তন করছেন। দরখাস্তকারীর প্রতি প্রতিপক্ষের এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন।

দরখাস্তকারীর পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা,বাড়িভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/শা-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৫-২০০১ ইং তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধারনের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়মে ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। দরখাস্তকারীর নামে যে বাসাটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসেবে এ কোয়ার্টারের মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ বাসার আয়তন দরখাস্তকারীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এ জন্য দরখাস্তকারীর বাসার ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের বাসার যে ভাড়া নির্ধারত আছে দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতে প্রতিপক্ষ অধিকারী নহে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের ২১টি ব্যাচেলর কোয়াটারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি বাসা না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য সি,বি,এ ইউনিয়নের এবং প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর বাসায় ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিট প্রতি ১০ টাকা হারে ১০×৪=৪০ টাকা বাসা ভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিক এর যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা×৪=৩২০ টাকা প্রতিমাসে প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে প্রতিপক্ষ মিল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। যে কারণে এ সংক্রান্ত অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এজন্য দরখাস্তকারীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে করা হচ্ছে বিধায় উহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ২-৬-২০০১ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ ৩/১৬ নং বাসাটি দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে বাসাপ্রতি ১২০ টাকা হারে মজুরী হতে কর্তন করা হয়েছে এবং দরখাস্তকারীর ন্যায় সমআয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমানে বাসাভাড়া বাবদ ১২০ টাকা হারে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ বাসার কতিপয় নম্বর দরখাস্তকারী আর্জিতে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করলেও প্রতিপক্ষ তা জোরালভাবে অস্বীকার করেন নি।

দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর বাসাটিকে মিলের উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে পারিবারিক বাসা হিসেবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি বাসার ভাড়া বাবদ ৪×১০=৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে বসবাসের কারণে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৪×৮০=৩২০ টাকা প্রতি মাসে মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। প্রতিপক্ষ এই যুক্তিতে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে উল্লিখিত বাসার ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয় পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি, দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী এ মামলার তর্কিত বাসাভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে প্রতিপক্ষ বাসাভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তা হলে ঐরূপ বাসাভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতি মতেই বাসাভাড়া বৃদ্ধির স্বপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা তর্কিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম-নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে এ আদালত এরূপ বেআইনী ঘরভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই ঘরভাড়া বৃদ্ধি করা বা ঘরভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে আমলে না নিয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসাভাড়ার চেয়ে প্রতিপক্ষ যুক্তি দর্শিয়ে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাসাভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এরূপ কর্তন বেআইনী বলে আদালত মনে করেন।

প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার হার একই হওয়া উচিত। উভয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকের সিট ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ হিসেবে একটি কক্ষে ৪ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪ জন শ্রমিককে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। উক্ত বাসাটি প্রতিপক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন। সে কারণে উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং একজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ মোট ১২০ টাকা নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং দরখাস্তকারীর মজুরী হতে প্রতিপক্ষের অযৌক্তিক ও বেআইনী প্রকৃত বাসা ভাড়ার থেকে অতিরিক্ত বাসাভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী প্রর্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

১ ও ২নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় দু'টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলার দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরকাস্তকারীর মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো।

দরখাস্তকারীর নিকট হতে ৩/১৬ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিন জনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০ টাকা=২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫(পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নম্বর আই,আর,ও-৩০/২০০৩।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব ওলিউর রহমান।
২। জনাব লোকমান হাকিম।

১। মোসাঃ জবেদা বেগম, পিতা মৃত যহুর আলী শেখ, সাং যোজড়াঘাট, থানা ও জেলা বাগেরহাট, হাল সাং ২/৩৫ নং ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা— **দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ, পক্ষে-মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা— **প্রতিপক্ষ।**

দরখাস্তকারীর পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নামঃ জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নামঃ জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখঃ ১৯-১০-২০০৪ খ্রিঃ/০৪-০৭-১৪১১ বঙ্গাব্দ।

রায়ের তারিখঃ ০৫-০১-২০০৫ খ্রিঃ/ ২২-৯-১৪১১ বঙ্গাব্দ

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ২২-৭-১৯৯৫ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে প্রিপেয়ারিং বিভাগে 'ক' পালায় ২নং মিলে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রতিপক্ষ ১০-০৮-২০০২ ইং তারিখের শ্রমিক কলোনীর ২/৩৫ নং এক কক্ষবিশিষ্ট পারিবারিক বাসাটি বরাদ্দ প্রদান করেন। বরাদ্দ দেওয়ার পূর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর বাসা ছিল। উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন প্রতিপক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা বাসা ভাড়া পেতেন। দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়ার পর তার নিকট থেকে প্রতিমাসে ৪০ টাকা করে বাসা ভাড়া এবং মিলের বাসায় বসবাস করার কারণে প্রতিমাসে ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় নাই। বেশ কিছু দিন বাসাভাড়া ও যাতায়াত ভাতা কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে আরো ৩ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা (৮০×৩)=২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করে যা বেআইনী। প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের পারিবারিক বাসার জন্য অন্যান্য শ্রমিকের নিকট হতে মাসপ্রতি ৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা

কর্তন করছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরনের নিয়ম চলতে পারে না। অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ সুবিধা পেতে দরখাস্তকারী আইনতঃ অধিকারী। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন করার জন্য দরখাস্তকারী এবং সি,বি,এ ইউনিয়নও প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী ২২-০৫-২০০৩ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে আবেদন করে বাসাভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা একুনে ১২০ টাকা হারে কর্তন করার প্রার্থনা জানান। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় দরখাস্তকারী এ মোকাদ্দমা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর নিকট হতে ২/৩৫ নং বাসার বাবদ বাসাভাড়া ৪০ টাকা+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা=১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করে কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় দরখাস্তকারীর এ মামলার রায় তার পক্ষে গেলেও উহা বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে মোকাদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছু সংখ্যক ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সি, বি, এ-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় প্রতিপক্ষ সি, বি, এ-এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন সৃষ্টির স্বার্থে মিলের ২১ টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ৯০×৪=৩৬০ টাকা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করায় প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। কিন্তু উক্ত ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে একজন শ্রমিককে বরাদ্দ প্রদান করে তার নিকট থেকে বাসাভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকা কর্তন করায় ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০—১২০ =২৪০ টাকা মাসপ্রতি প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে, যে কারণে পত্র সূত্র নং এ ইউ/কেজেড/২/৬২.৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। সেই কারণে গত ৩০-১০-২০০২ ইং তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি রুম পারিবারিক বাসা বরাদ্দ-প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ১০-৮-২০০২ তারিখে হতে ৩৬০ টাকা করে বাসাভাড়া আদায় করার জন পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসাভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে প্রতিপক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় ঐ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়মূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষ বেআইনী ভাবে ২৪০ টাকা অতিরিক্ত কর্তনের আদেশ দেন নাই। এ কারণে প্রতিপক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসাভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনিত দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছে।

বিচার্য বিষয় ঃ

১। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা

২। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোসাঃ জবেদা বেগমের নিকট হতে ২/৩৫ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা বাসাভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কিনা এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কিনা।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষ মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসেবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ মোকাদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেন ঃ—

১। দরখাস্তকারী ২২-৫-২০০৩ ইং তারিখের দরখাস্ত।

১। দরখাস্তকারীর মজুরী স্লিপ।

৩। পোস্টাল রশিদ।

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেন ঃ—

(ক) প্রতিপক্ষের ৪-১১-২০০৩ ইং তারিখের পত্র।

(খ) প্রতিপক্ষের ১৫-৮-২০০২ ইং তারিখের বাসা বরাদ্দ পত্র।

১ নং বিচার্য বিষয়ঃ দরখাস্তকারী মোকাদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মোকাদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকাদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মোকাদ্দমায় দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিচার অনুযায়ী এ মোককদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল ।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে এ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্থায়ী পদে ২২-০৭-১৯৯৫ ইং তারিখে নিয়োগ লাভ করেন এবং অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ মিলে নিয়োজিত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ

আইনজীবী দরখাস্তকারীর মোকাদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা নিম্নরূপ ঃ—

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ঃ —

(১) কোন কারখানায় ইহার ম্যানেজার;

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার; এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ইহার তদারক ও নিয়ন্ত্রনের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের দ্বারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন—বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারী তার নিয়োগ কর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১ নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২ নং বিচার্য বিষয় ঃ—প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোসাঃ জবেদা বেগমের নিকট হতে ২/৩৫ নং বাসা ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাড়া ৮০×৩ = ২৪০ টাকা বাসাভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কিনা এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কিনা।

দরখাস্তকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে বসবাসের জন্য গত ১০-০৮-২০০২ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ ২/৩৫ নং পারিবারিক বাসাটি বরাদ্দ প্রদান করে উক্ত বাসার ভাড়া ৪০ টাকা এবং দরখাস্তকারী মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করায় যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে মাসিক মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে বাসা ভাড়া সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে বাসাভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জনের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ ৮০×৪=৩২০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। দরখাস্তকারী ইহাতে আপত্তি করলে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কর্তনের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান যে, দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়া বাসাটি পূর্বের ব্যাচেলর বাসা হিসেবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা এবং উক্ত বাসার ভাড়া বাবদ ১০×৪=৪০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। এ কারণে দরখাস্তকারীর নিকট হতে উক্ত পরিমাণ টাকা বাসাভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বাসাভাড়া কর্তন বেআইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য বহু আবেদন নিবেদন করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী উহার প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকাদ্দমা দায়ের করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের পারিবারিক বাসার জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতিমাসে বাসাভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরনের বাসা প্রতিপক্ষ মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল বাসায় দরখাস্তকারীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করছেন। ইহা প্রমাণের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বাসা নং ৮/১৫, ৮/১৬, ১৪/১১, ১৪/১২, ১৪/১৩ ও ১৪/১৪ সহ আরও কতিপয় বাসার নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল বাসার ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে কর্তন করছেন। অথচ সমআয়তনের বাসার ভাড়া দরখাস্তকারীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তার মজুরী হতে প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা হারে কর্তন করছেন। দরখাস্তকারীর প্রতি প্রতিপক্ষের এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পম/শা-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৫-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের বাসাভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়মে বাসাভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। দরখাস্তকারীর নামে যে বাসাটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসেবে এ বাসার মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ বাসাটির আয়তন দরখাস্তকারীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এ জন্য দরখাস্তকারীর বাসার ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের বাসার যে ভাড়া নির্ধারিত আছে দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসাভাড়া কর্তন করতে প্রতিপক্ষ অধিকারী নহে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে ২১ টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য পারিবারিক বাসা না থাকায় শ্রকিদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য সি, বি, এ ইউনিয়নের এবং প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ এর আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিট প্রতি ১০ টাকা হারে ১০×৪=৪০ টাকা বাসাভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা প্রতিমাসে মিলের তহবিলে জমা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে প্রতিপক্ষ মিল আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। যে কারণে এ সংক্রান্তে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় । এজন্য দরখাস্তকারীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারেনা বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ১০-৮-২০০২ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ ২/৩৫নং বাসাটি দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে মজুরী থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং দরখাস্ত-কারীর ন্যায় সমআয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বাসা ভাড়া বাবদ ১২০ টাকা হারে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ বাসার কতিপয় নম্বর দরখাস্তকারী আর্জিতে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করলেও প্রতিপক্ষ তা অস্বীকার করেননি।

দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর বাসাটিকে মিলের উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে পারিবারিক বাসা হিসেবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি বাসার ভাড়া বাবদ ৪×১০=৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে বসবাসের কারণে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৪×৮০=৩২০ টাকা প্রতি মাসে মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেনা। প্রতিপক্ষ এই যুক্তিতে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে উল্লিখিত বাসার ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয় পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি, দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়মনীতি অনুযায়ী ও মামলার তর্কিত বাসাভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির নিয়মনীতি অনুসরণ করে প্রতিপক্ষ বাসাভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তা হলে ঐরূপ বাসাভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে প্রতিপক্ষের স্বীকৃত মতেই বাসাভাড়া বৃদ্ধির স্বপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা তর্কিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়মনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে এ আদালত এরূপ বেআইনী ঘরভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করে। কাজেই বাসাভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়মনীতিকে আমলে না নিয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার চেয়ে প্রতিপক্ষ যুক্তি দর্শিয়ে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাসাভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এরূপ কর্তন বেআইনী বলে আদালত মনে করে।

প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার হার একই হওয়া উচিত। উভয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকের সিট ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ হিসেবে একটি কক্ষে ৪ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪ জন শ্রমিককে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। উক্ত বাসাটি প্রতিপক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং একজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ মোট ১২০ টাকা নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং দরখাস্তকারীর মজুরী হতে প্রতিপক্ষ অযৌক্তিক ও বেআইনীভাবে প্রকৃত বাসা ভাড়ার থেকে অতিরিক্ত বাসাভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয় ঃ— দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় দুটি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় দুটি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলার দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর মোকাদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। দরখাস্তকারীর নিকট হতে ২/৩৫ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৩× ৮০= ২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেওয়া গেল। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।
মোকদ্দমা নং আই, আর, ও-৩১/২০০৩।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব ওলিউর রহমান।
২। জনাব লোকমান হাকিম।

১। মোঃ সোলায়মান শেখ, পিতা মোঃ হেলাল শেখ, সাং নগর গোয়ালদী, থানা রাজৈর, জেলা মাদারীপুর, হাল সাং ১১/১৫ ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। দি ক্রিসন্ট জুট মিলস্ কোং লিঃ, পক্ষে মহাব্যবস্থাপক সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—**প্রতিপক্ষ।**

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব মোঃ মোফাককার হোসেন।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-১০-২০০৪ খ্রিঃ/ ০৪-০৭-১৪১১ বঙ্গাব্দ।

রায়ের তারিখ ঃ ০৫-০১-২০০৫ খ্রিঃ/ ২২-০৯-১৪১১ বঙ্গাব্দ।

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ১-১১-২০০০ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে হেসিয়ান তাঁত বিভাগে স্থায়ী নিয়োগ পান। প্রতিপক্ষ ২-০৬-২০০১ ইং তারিখে শ্রমিক কলোনীর ১১/১৫ নং এক কক্ষ বিশিষ্ট ফ্যামিলি বাসাটি দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ প্রদান করেন। বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর বাসা ছিল। উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন পতিপক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা ঘরভাড়া পেতেন। দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়ার পর তার নিকট থেকে প্রতি মাসে ৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং মিলের বাসায় বসবাস করার কারণে প্রতিমাসে ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় নাই। বেশ কিছু দিন বাসাভাড়া ও যাতায়াত ভাতা কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে আরো ৩ জনের যাতায়াত ভাতা (৮০×৩)=২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করে যা বেআইনী। প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি বাসার জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট হতে ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে কর্তন করছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরনের নিয়ম চলতে পারে না। অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ সুবিধা পেতে দরখাস্তকারী আইনতঃ অধিকারী। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন করার জন্য দরখাস্তকারী এবং সি, বি, এ ইউনিয়ন ও প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী ২২-০৫-২০০৩ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে আবেদন করে ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা একুনে ১২০ টাকা হারে কর্তন করার প্রার্থনা জানান। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদন পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর নিকট হতে ১১/১৫নং বাসা বাবদ ঘরভাড়া ৪০ টাকা+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা=১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে ইতিপূর্বেকার কর্তনকৃত টাকা ফেরত প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএম সি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করে কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় দরখাস্তকারীর এ মামলায় রায় তার পক্ষে গেলেও উহা বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছুসংখ্যক ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সিবিএ-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় প্রতিপক্ষ সিবিএ-এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে প্রতিপক্ষ মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাসিক ৯০ টাকা হারে ৯০×৪=৩৬০ টাকা ভাড়া প্রদান করায় ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। কিন্তু উক্ত ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে একজন শ্রমিককে বরাদ্দ প্রদান করে তার নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকা কর্তন করায় ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০–১২০=২৪০ টাকা মাসপ্রতি প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে, যে কারণে পত্র সূত্র নং এ ইউ/কেজেড/২/৬২.৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। সেই কারণে ৩০-১০-২০০২ ইং তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি রুম বাসা বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ২-৬-২০০১ ইং তারিখ হতে ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া আদায় করার জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে প্রতিপক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় ঐ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতে সমীচীন নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষ বেআইনীভাবে ২৪০ অতিরিক্ত টাকা কর্তনের আদেশ দেন নাই । এ কারণে প্রতিপক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনীত দরখাস্তকারীর এ মোকাদ্দমা খারিজ করার প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয় ঃ

১। দরখাস্তকারীর মোকাদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা।

২। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ সোলায়মান শেখের নিকট হতে ১১/১৫ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কিনা এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কিনা।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসেবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেন ঃ

১। দরখাস্তকারীর ২২-৫-২০০৩ তারিখের দরখাস্ত।

২। পোস্টাল রশিদ।

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেন ঃ

(ক) স্মারক নং কল্যাণ/২/২৪৩৩-পত্র তারিখ ১৯-১০-২০০৪ ইং।

(খ) প্রতিপক্ষের ৩-০৫-২০০১ ইং তারিখের বাসা বরাদ্দ পত্র।

১ নং বিচার্য বিষয়ঃ দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা ও খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে এ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্থায়ী পদে ১-১১-২০০০ ইং তারিখে স্থায়ীভাবে নিয়োগ লাভ করেন এবং অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ মিলে নিয়োজিত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা নিম্নরূপ ঃ—

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ঃ—

(১) কোন কারখানায় ইহার ম্যানেজার;

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার; এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন—বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারীর তার নিয়োগকর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১ নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২ নং বিচার্য বিষয় ঃ প্রতিপক্ষ দরস্তকারী মোঃ সোলায়মান শেখের নিকট হতে ১১/১৫ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কিনা এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কিনা।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে বসবাসের জন্য গত ২-৬-২০০১ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ ১১/১৫ নং পারিবারিক বাসাটি বরাদ্দ প্রদান করে উক্ত বাসার ভাড়া ৪০ টাকা এবং দরখাস্তকারী মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করায় যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে মাসিক মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়মনীতি উপেক্ষা করে দরখাস্তকারীর নিকট হতে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ ৮০×৪=৩২০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। দরখাস্তকারী ইহাতে আপত্তি করলে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কর্তনের সপক্ষে যুক্তি দেখান যে, দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর বাসা হিসেবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা উক্ত ঘরভাড়া বাবদ ১০×৪=৪০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। এ কারণে দরখাস্তকারীর নিকট হতে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ ঘরভাড়া কর্তন বেআইনী দাবি করে তা বন্ধ করার জন্য বহু আবেদন নিবেদন করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী উহার প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

দরখাস্তকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি বাসার জন্য অন্যান্য শ্রমিকের নিকট হতে প্রতিমাসে বাসা ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরনের বাসা প্রতিপক্ষ মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল বাসায় দরখাস্তকারীর ন্যায় অন্যন্য শ্রমিকগণ পরিবার বর্গ নিয়ে বসবাস করছেন। ইহা প্রমাণের জন্য দরখাস্তকারীর পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বাসা নং ৮/১৫, ৮/১৬, ১৪/১১, ১৪/১২, ১৪/১৩ ও ১৪/১৪ সহ আরও কতিপয় বাসার নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল বাসার ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে মাস প্রতি ১২০ টাকা হারে কর্তন করছেন। অথচ সমআয়তনের বাসার ভাড়া দরখাস্তকারীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তার মজুরী হতে প্রতি মাসে ৩৬০ টাকা হারে কর্তন করছেন। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের এরূপ বিমাতাসুলব আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরী, বোনাস চিকিৎসা ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিদাধি ইত্যাদি সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপণ নং-পাম/শা-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৫-২০০১ ইং তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়মে ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। দরখাস্তারীর নামে যে বাসাটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪ টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসেবে এ বাসার মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ বাসার আয়তন দরখাস্তকারীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের । এ জন্য দরখাস্তকারীর বাসার ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের বাসার যে ভাড়া নির্ধারিত আছে, দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসাভাড়া কর্তন করতে প্রতিপক্ষ অধিকারী নহে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে ২১ টি ব্যাচেলর বাসাকে ফ্যামিলি বাসায় রূপান্তরিত করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি বাসা না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য সি বি এ ইউনিয়নের এবং প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১ টি ব্যাচেলর বাসাকে ফ্যামিলি বাসায় রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিট প্রতি ১০ টাকা হারে ১০×৪=৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে প্রতিমাসে জমা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ব্যাচেলর বাসাকে ফ্যামিলি বাসায় রূপান্তর করে প্রতিপক্ষ মিল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। যে কারণে এ সংক্রান্তে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এ জন্য দরখাস্তকারীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ২-৬-২০০১ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ ১১/১৫ নং বাসাটি দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে মজুরী থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং দরখাস্ত-কারীর ন্যায় সমআয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমানে বাসাভাড়া বাবদ ১২০ টাকা হারে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ বাসার কতিপয় নম্বর দরখাস্তকারী আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও প্রতিপক্ষ তা জোরালভাবে অস্বীকার করেন নি।

দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর বাসাটিকে মিলের উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি বাসা হিসেবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি ঘরের ভাড়া বাবদ ৪×১০= ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে বসবাসের কারণে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৪×৮০= ৩২০ টাকা প্রতিমাসে মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি বাসায় রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। প্রতিপক্ষ এই যুক্তিতে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে উল্লিখিত বাসার ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয় পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি, দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী ও মামলার তর্কিত বাসা ভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে প্রতিপক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তা হলে ঐরূপ বাসা ভাড়া বদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। ফলে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতমতেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধির স্বপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা তর্কিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম-নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে এ আদালত এরূপ বেআইনী ঘরভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসাভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসাভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়মনীতিকে আমলে না নিয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার চেয়ে প্রতিপক্ষ যুক্তি দেখিয়ে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাসা ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এরূপ কর্তন বেআইনী বলে আদালত মনে করেন।

প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার হার একই হওয়া উচিত। উভয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকের সিট ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ হিসেবে একটি কক্ষে ৪ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪ জন শ্রমিককে ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। উক্ত বাসাটি প্রতিপক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং একজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ মোট ১২০ টাকা নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং দরখাস্তকারীর মজুরী হতে প্রতিপক্ষের অযৌক্তিক ও বেআইনী প্রকৃত বাসা ভাড়ার থেকে অতিরিক্ত বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

১ ও ২নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় দু'টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলার দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। দরখাস্তকারীর নিকট হতে ১১/১৫নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাড়া ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিন জনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০=২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেয়া হলো।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং আই,আর,ও-৩২/২০০৩

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনির উদ্দিন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত , খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব ওলিউর রহমান

২। জনাব লোকমান হাকিম

১। আবু হানিফ,পিতা মৃত আঃ লতিফ, সাং দক্ষিণ চরচান্দিয়া, থানা- সোনাগাজী, জেলা নোয়াখালী, হাল সাং ২০/১৬, ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ পক্ষে মহাব্যবস্থাপক , সাং+ পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা-খুলনা—**প্রতিপক্ষ**

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নামঃ জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নামঃ জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-১০-২০০৪ খ্রিঃ/৪-৭-১৪১১ বংগাব্দ

রায়ের তারিখ ঃ ৫-১-২০০৫ খ্রিঃ/২২-৯-১৪১১ বংগাব্দ

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ২৬-১০-৮০ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলের প্রি পেয়ারিং বিভাগে স্থায়ী নিয়োগ লাভ করেন। প্রতিপক্ষ ২-৬-২০০১ তারিখে শ্রমিক কলোনীর ২০/১৬ নং এক কক্ষ বিশিষ্ট ফ্যামিলি বাসাটি দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেন। বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর বাসা ছিল। উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন প্রতিপক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা বাসা ভাড়া পেতেন। দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়ার পর তার নিকট থেকে প্রতিমাসে ৪০ টাকা করে বাসাভাড়া এবং মিলের বাসায় বসবাস করার কারণে প্রতিমাসে ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় নাই। বেশ কিছু দিন বাসাভাড়া ও যাতায়াত ভাতা কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে আরও ৩ জনের যাতায়াত ভাতা (৮০×৩)=২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করে যা বেআইনী। প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলী বাসার জন্য অন্যান্য শ্রমিকের নিকট হতে মাসপ্রতি ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে কর্তন করছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরনের

নিয়ম চলতে পারে না। অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ সুবিধা পেতে দরখাস্তকারী আইনতঃ অধিকারী। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন করার জন্য দরখাস্তকারী এবং সি,বি,এ ইউনিয়ন ও প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী ২৪-০৫-২০০৪ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে আবেদন করে ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা একুনে ১২০ টাকা হারে কর্তন করার প্রার্থনা জানান। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদন পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর নিকট হতে ২০/১৬ নং বাসা বাবদ বাসাভাড়া ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ =১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতযয়াত ভাতা ২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএম সি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করে কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় দরখাস্তকারীর এ মামলায় রায় তার পক্ষে গেলেও উহা বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছু সংখ্যক ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সি বি এ-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় প্রতিপক্ষ সি বি এ-এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে প্রতিপক্ষ মিলের ২১ টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ৯০×৪=৩৬০ টাকা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করায় প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। কিন্তু উক্ত ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে একজন শ্রমিককে বরাদ্দ প্রদান করে তার নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাড়া ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকা কর্তন করায় ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০–১২০=২৪০ টাকা মাসপ্রতি প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে, যে কারণে পত্র সূত্র নং এইউ/কেজেড/২/৬২.৩৩ দ্বারা ১৬নং অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। সেই কারণে গত ৩০-১০-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি রুম পারিবারিক বাসা বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ২-৬-২০০১ তারিখ হতে ৩৬০ টাকা করে বাসাভাড়া আদায় করার জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে প্রতিপক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় ঐ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষ বেআইনী ভাবে ২৪০ টাকা অতিরিক্ত কর্তনের আদেশ দেন নাই। এ কারণে প্রতিপক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিত হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনীত দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা।

২। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী আবু হানিফের নিকট হতে ২০/১৬ নং বাসা ভাড়া বাবদ ৪০+যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩ = ২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কিনা এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেন নি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসেবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেন ঃ—

১। দরখাস্তকারীর ২২-৫-২০০৩ তারিখের দরখাস্ত

২। দরখাস্তকারীর মজুরী স্লিপ

৩। পোস্টাল রশিদ

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেনঃ—

(ক) প্রতিপক্ষের ইং ৪-১১-২০০২ তারিখের পত্র

(খ) প্রতিপক্ষের ইং ৪-৬-২০০১ তারিখের বাসা বরাদ্দ পত্র

১নং বিচার্য বিষয় ঃ- দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। যে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূলপ্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে এ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্থায়ী পদে ইং ২৬-১০-১৯৮০ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে স্থায়ীভাবে নিয়োগ লাভ করেন এবং অদ্যাবধি মিলে নিয়োজিত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা নিম্নরূপ ঃ—

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি , ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা , কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তারাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ঃ—

(১) কোন কারখানায় ইহার ম্যানেজার,

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার, এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যলোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারী তার নিয়োগকর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী আবু হানিফের নিকট হতে ২০/১৬ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা +যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩ = ২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কিনা এবং এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কিনা।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে বসবাসের জন্য গত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ২০/১৬ নং পারিবারিক বাসাটি বরাদ্দ প্রদান করে উক্ত বাসার ভাড়া ৪০ টাকা এবং দরখাস্তকারী মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করায় যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে মাসিক মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। পরবর্তিতে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ ৮০×৪ = ৩২০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। দরখাস্তকারী ইহাতে আপত্তি করলে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কর্তনের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান যে, দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর বাসা হিসেবে ৪ জন শ্রমিক

বসবাস করত এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০× ৪ =৩২০ টাকা এবং উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ ১০×৪ =৪০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। এ কারণে দরখাস্তকারীর নিকট হতে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বাসা ভাড়া কর্তন বেআইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য বহু আবেদন নিবেদন করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী উহার প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি বাসার জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতিমাসে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরনের বাসা প্রতিপক্ষ মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল বাসায় দরখাস্তকারীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করছেন। ইহা প্রমাণের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বাসা নং ৮/১৫, ৮/১৬, ১৪/১১, ১৪/১২, ১৪/১৩ ও ১৪/১৪ সহ আরও কতিপয় বাসার নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল বাসার ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে কর্তন করছেন। অথচ সমআয়তনের বাসার ভাড়া দরখাস্তকারীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমি যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তার মজুরী হতে মাসপ্রতি ৩৬০ টাকা দরে কর্তন করছেন। দরখাস্তকারীর প্রতি প্রতিপক্ষ কর্তৃক এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ অইনজীবী উল্লেখ করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/সা-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৫-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়মে ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবেনা এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। দরখাস্তকারীর নামে যে বাসাটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসেবে এ বাসার মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ বাসাটির আয়তন দরখাস্তকারীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এ জন্য দরখাস্তকারীর বাসার ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের বাসার যে ভাড়া নির্ধারিত আছে দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতে প্রতিপক্ষ অধিকারী নহে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে ফ্যামিলি বাসায় রূপান্তরিত করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি বাসা না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য সি, বি, এ ইউনিয়নের এবং প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে ফ্যামিলি বাসায় রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর বাসা ৪জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিট প্রতি ১০ টাকা হারে ১০×৪=৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৪জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা ×৪=৩২০ টাকা প্রতিমাসে মিলের তহবিলে জমা হয়েছে। কিন্তু

পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ব্যাচেলর বাসাকে ফ্যামিলি বাসায় রূপান্তর করে প্রতিপক্ষ মিল আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেনা। যে কারণে এ সংক্রান্তে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এ জন্য দরখাস্তকারীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত উপযুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ইং ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ২০/১৬ নং বাসাটি দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে মজুরী থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং দরখাস্তকারীর ন্যায় সমআয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমানে বাসাভাড়া বাবদ ১২০ টাকা হারে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ বাসার কতিপয় নম্বর দরখাস্তকারী আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও প্রতিপক্ষ তা জোরাল ভাবে অস্বীকার করেননি।

দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর বাসাটিকে মিলের উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি বাসা হিসেবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি ঘরের ভাড়া বাবদ ৪× ১০ = ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে বসবাসের কারণে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৪× ৮০ = ৩২০ টাকা প্রতি মাসে মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি বাসায় রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মিল কর্তৃপক্ষ পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেনা। প্রতিপক্ষ এই যুক্তিতে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে উল্লিখিত বাসার ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি, দাখিলী কাগজ-পত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাসা ভাড়ার হার বৃদ্ধি সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী এ মামলার তর্কিত বাসা ভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে প্রতিপক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তা হলে ঐরূপ বাসাভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে প্রতিপক্ষের স্বীকৃত মতেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধির স্বপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা তর্কিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম-নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে এ আদালত এরূপ বেআইনী ঘরভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসাভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসাভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে আমলে না নিয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার চেয়ে প্রতিপক্ষ যুক্তি দর্শিয়ে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাসাভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এরূপ কর্তন বেআইনী বলে আদালত মনে করেন।

প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার হার একই হওয়া উচিত। উভয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকের সিট ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ হিসেবে একটি কক্ষে ৪ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪ জন শ্রমিককে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। উক্ত বাসাটি প্রতিপক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গ নিয়ে

বসবাসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং একজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ মোট ১২০ টাকা নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং দরখাস্তকারীর মজুরী হতে প্রতিপক্ষের অযৌক্তিক ও বেআইনী প্রকৃত বাসা ভাড়ার থেকে অতিরিক্ত বাসাভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা দরখাস্ত কারী ফেরত পেতে অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয়ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় দু'টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলার দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। দরখাস্ত-কারীর নিকট হতে ২০/১৬ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিন জনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০ = ২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেয়া হলো।

চৌধুরী মুনির উদ্দিন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং আই, আর, ও ৩৩/২০০৩।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব ওলিউর রহমান
২। জনাব লোকমান হাকিম

১। মোঃ আফছার আলী, পিতা মৃত মোঃ নজুমউদ্দিন, সাং গোয়াল বাথান, থানা বাবুগঞ্জ জেলা বরিশাল, হাল সাং ২০/২২, ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ পক্ষেমহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ- টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—প্রতিপক্ষ

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নামঃ জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখঃ ১৯-১০-২০০৪খ্রিঃ/৪-৭-১৪১১ বংগাব্দ

রায়ের তারিখঃ ৫-১-২০০৫ খ্রিঃ/২২-৯-১৪১১ বংগাব্দ

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ২৫-৭-১৯৬০ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে প্রকৌশল বিভাগে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রতিপক্ষ ২-৬-২০০১ তারিখে শ্রমিক কলোনীর ২০/২২ নং এক কক্ষবিশিষ্ট ফ্যামিলি বাসাটি দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেন। বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর বাসা ছিল। উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন প্রতিপক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা ঘরভাড়া পেতেন। দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়ার পর তাঁর নিকট থেকে প্রতিমাসে ৪০ টাকা হারে ঘরভাড়া এবং মিলের কোয়ার্টারের বসবাস করার কারণে প্রতিমাসে ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় নাই। বেশ কিছুদিন বাসাভাড়া ও যাতায়াত ভাতা কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে আরো ৩ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩=২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করে যা বেআইনী। প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট হতে মাসপ্রতি ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে কর্তন করছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরণের নিয়ম চলতে পারে না। অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে দরখাস্তকারী আইনতঃ অধিকারী। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন করার জন্য দরখাস্তকারী এবং সি,বি,এ ইউনিয়ন ও প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী ২২-৫-২০০৩ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে আবেদন করে ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা একুনে ১২০ টাকা হারে কর্তন করার প্রার্থনা জানান। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদন পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর নিকট হতে ২০/২২ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা+ যাতায়াত ভাড়া ৮০ টাকা =১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করে কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় দরখাস্তকারীর এ মামলায় তার পক্ষে গেলেও উহা বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই বি জে এম সি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছুসংখ্যক ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সিবিএ-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় প্রতিপক্ষ সি বি এ-এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে প্রতিপক্ষ মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ৯০×৪ =৩৬০ টাকা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করায় প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। কিন্তু উক্ত ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে একজন শ্রমিককে বরাদ্দ প্রদান করে তাঁর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকা কর্তন করায় ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০-১২০=২৪০ টাকা মাসপ্রতি প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে। যে কারণে অত্র সূত্র নং এ ইউ/কেজেডি/২/৬২.৩৩ দ্বারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। সেই কারণে গত ৩০-১০-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতিরুম পারিবারিক বাসা বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ২-৬-২০০১ তারিখ হতে ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া আদায় করার জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে প্রতিপক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় ঐ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং বেআইনীভাবে ২৪০ টাকা অতিরিক্ত কর্তনের আদেশ দেন নাই। এ কারণে প্রতিপক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনীত দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

২। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ আফছার আলীর নিকট হতে ২০/২২ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩ = ২৪০ টাকা ঘরভাতা বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসেবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেন ঃ—

১। ২২-৫-২০০৩ তারিখের দরখাস্ত

২। বাদীর মজুরী স্লিপ

৩। পোস্টাল রসিদ

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেন ঃ—

(ক) প্রতিপক্ষের ২৮-১২-২০০৩ তারিখের পত্র।

(খ) প্রতিপক্ষের ৪-১১-২০০২ তারিখের পত্র।

(গ) ৪-৬-২০০১ তারিখের পত্র।

১ নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রয়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। যে কারণে ঢাকাসহ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাসহ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে এ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্থায়ী পদে ২৫-৭-১৯৬০ তারিখে নিয়োগ লাভ করেন এবং অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ মিলে নিয়োজিত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারীর মামলাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২ (জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা নিম্নরূপঃ—

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ঃ—

(১) কোন কারখানায় ইহার ম্যানেজার,

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার, এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রকের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন—বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারী তার নিয়োগকর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিক ভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয়ঃ প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী মোঃ আফছার আলীর নিকট হতে ২০/২২ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩ = ২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে বসবাসের জন্য গত১০-১১-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ২০/২২ নং পারিবারিক বাসা বরাদ্দ প্রদান করে উক্ত কোয়াটারের ভাড়া ৪০ টাকা এবং দরখাস্তকারী মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করায় যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে মাসিক মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জনের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ ৮০×৪ =৩২০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। দরখাস্তকারী ইহাতে আপত্তি করলে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কর্তনের সপক্ষে যুক্তি দেখান যে, দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর বাসা হিসেবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করতো এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪ =৩২০ টাকা এবং উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ ১০×৪ =৪০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। এ কারণে দরখাস্তকারীর নিকট হতে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বাসা ভাড়া কর্তন বেআইনী দাবী করে তা বন্ধ করার জন্য বহু আবেদন-নিবেদন করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী উহার প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি বাসার জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতিমাসে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরণের বাসা প্রতিপক্ষ মিলে শতাধিক রয়েছে এবং সে সকল বাসায় দরখাস্তকারীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করছেন। ইহা প্রমাণের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বাসা নং ৮/১৫, ৮/১৬, ১৪/১১, ১৪/১২, ১৪/১৩ ও ১৪/১৪ সহ আরও কতিপয় বাসার নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল বাসার ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে কর্তন করছেন। অথচ সমআয়তনের বাসার ভাড়া দরখাস্তকারীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তার মজুরী হতে প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা হারে কর্তন করছেন। দরখাস্তকারীর প্রতি প্রতিপক্ষ কর্তৃক এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ীভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধাদি ইত্যাদি সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং পাম/শা-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৫-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত বিষয়ের বাইরে অন্য কোন নিয়মে ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেট শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। দরখাস্তকারীর নামে যে কোয়ার্টারটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪ টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসেবে এ বাসার মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারটির আয়তন দরখাস্তকারীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এ জন্য দরখাস্তকারীর বাসার ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের কোয়ার্টারের যে ভাড়া নির্ধারিত আছে দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতে প্রতিপক্ষ অধিকারী নহে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে ফ্যামিলি বাসায় রূপান্তরিত করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি বাসা না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য সি, বি, এ ইউনিয়নের এবং প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে ১০×৪ = ৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪ = ৩২০ টাকা প্রতিমাসে প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ব্যাচেলর বাসাকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করে প্রতিপক্ষ মিল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। যে কারণে এ সংক্রান্তে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এজন্য দরখাস্তকারীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ ৪ × ৮০ = ৩২০ টাকা এবং উক্ত বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারেনা বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত উপযুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ২-৬-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ২০/২২ নং বাসাটি দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে মজুরী হতে কর্তন করা হয়েছে এবং দরখাস্তকারীর ন্যায় সমআয়তনের বাসায় বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমানে বাসাভাড়া বাবদ ১২০ টাকা হারে তাদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ বাসার কতিপয় নম্বর দরখাস্তকারী আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও প্রতিপক্ষ তা অস্বীকার করেননি।

দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর বাসাটিকে মিলের উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি বাসা হিসেবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি ঘরের ভাড়া বাবদ ৪ × ১০ = ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে বসবাসের কারণে তাদের যাতায়াত ভাড়া বাবদ ৪ × ৮০ টাকা প্রতি মাসে মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি বাসায় রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। প্রতিপক্ষ এই যুক্তিতে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে উল্লিখিত বাসার ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি, দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী ও মামলার তর্কিত বাসাভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে প্রতিপক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন তাহলে ঐরূপ বাসাভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতমতেই বাসাভাড়া বৃদ্ধির সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা তর্কিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম-নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে এ আদালত এরূপ বেআইনী ঘরভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসাভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসাভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে আমলে না নিয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার চেয়ে প্রচলিত যুক্তি দর্শিয়ে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাসাভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এরূপ কর্তন বেআইনী বলে আদালত মনে করেন।

প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার হার একই হওয়া উচিৎ। উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকের সিট ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ হিসেবে একটি কক্ষে ৪ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে ৪০টাকা জমা হয়। উক্ত বাসাটি প্রতিপক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তার পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং একজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ মোট ১২০ টাকা নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং দরখাস্তকারীর মজুরী হতে প্রতিপক্ষের অযৌক্তিক ও বেআইনী প্রকৃত বাসা ভাড়ার থেকে অতিরিক্ত বাসাভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

১ নং ও ২ নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয়ে দু'টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলার দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। দরখাস্তকারীর নিকট হতে ২০/২২ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিন জনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০ =২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরত দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং- আই, আর, ও ২৩/২০০৪।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যঃ ১। জনাব রবিউল ইসলাম
২। জনাব লোকমান হাকিম

১। আকবর আলী, পিতা গজুর আলী, সাং মাদাশী, থানা উজিরপুর, জেলা বরিশাল, হাল সাং সেমীপাকা ২/৩৪, ক্রিসেন্ট কলোনী, থানা খালিশপুর, জেলা- খুলনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ কোং লিঃ, পক্ষে মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ- টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর , জেলা খুলনা—প্রতিপক্ষ।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম মোফাক্কার হোসেন।

শুনানির তারিখ ঃ ১৯-১০-২০০৪ খ্রিঃ/৪-৭-১৪১১ বঙ্গাব্দ

রায়ের তারিখ ঃ ২৯-১২-২০০৪ খ্রিঃ/১৫-৯-১৪১১বঙ্গাব্দ

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ইং ৮-৯-১৯৯৯ তারিখে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার সর্বশেষ পদ ও পদবী কুলি, বিভাগ ওয়ায়েন্ডিং, পালা-'ক' মিল নং ১। প্রতিপক্ষ ইং ১০-১১-২০০১ তারিখে শ্রমিক কলোনীর ২/৩৪ নং এক কক্ষবিশিষ্ট ফ্যামিলি কোয়ার্টারটি দরখাস্ত কারীকে বরাদ্দ দেন। বরাদ্দ দেয়ার পূর্বে ইহা একটি ব্যাচেলর বাসা ছিল। উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ ছিল। তখন প্রতিপক্ষ জনপ্রতি ১০ টাকা হারে ৪০ টাকা ঘরভাড়া পেতেন। দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়ার পর তাঁর নিকট থেকে প্রতিমাসে ৪০ টাকা করে ঘরভাড়া এবং মিলের কোয়ার্টারে বসবাস করার কারণে প্রতিমাসে ৮০ টাকা করে যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় নাই। বেশ কিছু দিন বাসাভাড়া ও যাতায়াত ভাতা কর্তন করার পর সম্প্রতি ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে আরো ৩ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩ = ২৪০ টাকা বকেয়া সৃষ্টি করে কর্তন শুরু করে যা বেআইনী। প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকের নিকট হতে মাসপ্রতি ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা করে কর্তন

করছেন। একই প্রকল্পে দুই ধরণের নিয়ম চলতে পারেনা। অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে দরখাস্তকারী আইনতঃ অধিকারী। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ অতিরিক্ত যাতায়াত ভাতা কর্তন করার জন্য দরখাস্তকারী এবং সি, বি, এ ইউনিয়ন ও প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী ২৪-০৫-২০০৪ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে আবেদন করে ঘরভাড়া ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা একুনে ১২০ টাকা হারে কর্তন করার প্রার্থনা জানান। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদন পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেও কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় দরখাস্ত কারী এ মোকদ্দমা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর নিকট হতে ২/৩৪ নং বাসা বাবদ ঘরভাড়া ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০=১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরৎ প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। এ কারণে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করে কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় দরখাস্তকারীর এ মামলার রায় তার পক্ষে গেলেও উহা বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মোকদ্দমা রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কলোনীতে কিছু সংখ্যক ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করার জন্য সি বি এ-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন চাপ সৃষ্টি করে আসতে থাকায় প্রতিপক্ষ সি বি এ-এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে প্রতিপক্ষ মিলের ২১টি ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করা হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিটি ব্যাচেলর বাসা ৪ জন শ্রমিককে মাসিক ৯০ টাকা হারে ৯০×৪=৩৬০ টাকা ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করায় প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। কিন্তু উক্ত ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে একজন শ্রমিককে বরাদ্দ প্রদান করে তাঁর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকা কর্তন করায় ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০-১২০ = ২৪০ টাকা মাসপ্রতি প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে, যে কারণে পত্র সূত্র নং এ ইউ/কেজেড/২/৬২.৩৩ ধারা ১৬ নং নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়। সেই কারণে গত ৩০-১০-২০০২ তারিখে বাসা বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি রুম পারিবারিক বাসা বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ২-৬-২০০১ তারিখ হতে ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া আদায় করার জন্য পত্র জারী করা হয় এবং এ অনুসারে বাসা ভাড়া কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করতে প্রতিপক্ষের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং উক্ত বাসার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। মিলের অনেক শ্রমিক ৩৬০ টাকায় ঐ বাসা ভাড়া নিতে আগ্রহী এবং অন্যান্য শ্রমিককে এরূপ ভাড়ায় বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, একই বাসাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ করার পর ব্যাচেলর বাসাকে পারিবারিক বাসায় রূপান্তর করে ৩৬০ টাকার স্থলে ১২০ টাকা ভাড়া গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নহে। সুতরাং প্রতিপক্ষ বেআইনীভাবে ২৪০ টাকা অতিরিক্ত কর্তনের আদেশ দেন নাই। এ কারণে প্রতিপক্ষের ৩৬০ টাকা করে বাসা ভাড়া কর্তনের পত্র জারী সঠিক হয়েছে বিধায় উক্ত আদেশ বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই মিথ্যা উক্তিতে আনীত দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয়

(১) দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

(২) প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী আকবর আলীর নিকট হতে ২/৩৪ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩ =২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

(৩) দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেন নি। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসেবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেনঃ—

১। ২৪-৫-২০০৪ তারিখের দরখাস্ত

২। প্রতিপক্ষের ১০-১১-২০০১ তারিখের বাসা বরাদ্দ পত্র

৩। পোস্টাল রসিদ।

প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেন ঃ—

(ক) ৪-১১-২০০২ তারিখের পত্র।

(খ) ১০-১১-২০০১ তারিখের পত্র।

১ নং বিচার্য বিষয়ঃ দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে ইহা অচল।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে এ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্থায়ী পদে ৮-৯-১৯৯৯ তারিখে নিয়োগ লাভ করেন এবং অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ মিলে নিয়োজিত আছেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ

আইনজীবী দরখাস্তকারীর মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা নিম্নরূপঃ

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাঁদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণঃ—

(১) কোন কারখানায় ইহার ম্যানেজার,

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার, এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।"

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন বাংলাদেশ জুট মিল্‌স কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে দরখাস্তকারী তাঁর নিয়োগকর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে বর্তমান মিল কতৃপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন এবং এ মামলাটি দ্বৈত শ্রম আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন নহে বিধায় ইহা এ আদালতে বিচার্য ও রক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং ১ নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয়ঃ প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী আকবর আলীর নিকট হতে ২/৩৪ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা + যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত ৩ জনের যাতায়াত ভাতা ৮০×৩ = ২৪০ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন বেআইনী কি-না এবং বেআইনী হলে কর্তিত অর্থ দরখাস্তকারী ফেরত পেতে অধিকারী কি-না।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে বসবাসের জন্য গত ১০-১১-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ২/৩৪ নং পারিবারিক কোয়ার্টারটি বরাদ্দ প্রদান করে উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া ৪০ টাকা এবং দরখাস্তকারী মিল ক্যাম্পাসে বসবাস করায় যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা হারে মাসিক মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। পরবর্তিতে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবে ঘরভাড়া সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে দরখাস্তকারীর নিকট থেকে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং ৪ জনের যাতায়াত ভাতার সমপরিমাণ ৮০×৪ = ৩২০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা দরখাস্তকারীর মজুরী হতে কর্তন শুরু করেন। দরখাস্তকারী ইহাতে আপত্তি করলে প্রতিপক্ষ উক্তরূপ কর্তনের সপক্ষে যুক্তি দেখান যে, দরখাস্তকারীকে বরাদ্দ দেয়া বাসাটি পূর্বে ব্যাচেলর কোয়ার্টার হিসেবে ৪ জন শ্রমিক বসবাস করত এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪ =৩২০ টাকা এবং উক্ত ঘরের ভাড়া বাবদ ১০×৪ =৪০ টাকা একুনে ৩৬০ টাকা প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে জমা হত। এ কারণে দরখাস্তকারীর নিকট হতে উক্ত পরিমাণ টাকা ঘরভাড়া বাবদ কর্তন করা হচ্ছে। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ বাসা ভাড়া কর্তন বেআইনী দাবি করে তা বন্ধ করার জন্য বহু আবেদন-নিবেদন করায় কোন ফল না হওয়ায় দরখাস্তকারী উহার প্রতিকার প্রার্থনা করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর বাসার সমআয়তনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রতিমাসে ঘরভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০ টাকা করে কর্তন করা হচ্ছে এবং এ ধরণের কোয়ার্টার প্রতিপক্ষ মিলে শতাধিক রয়েছে এবং যে সকল কোয়ার্টারে দরখাস্তকারীর ন্যায় অন্যান্য শ্রমিকগণ পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করছেন। ইহা প্রমাণের জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কোয়ার্টার নং ৮/১৫, ১৪/১১ ৮/১৬, ১৪/১২, ১৪/১৩ ও ১৪/১৪ সহ আরও কতিপয় কোয়ার্টারের নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন এ সকল কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ বসবাসকারী শ্রমিকদের মজুরী হতে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে কর্তন করছেন। অথচ সমআয়তনের কোয়ার্টারের ভাড়া দরখাস্তকারীর নিকট হতে অন্যায়ভাবে একটি ব্যতিক্রমি যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষ তার মজুরী হতে প্রতিমাসে ৩৬০ টাকা হারে কর্তন করছেন। দরখাস্তকারীর প্রতি প্রতিপক্ষ কর্তৃক এরূপ বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ করে কোন ফল লাভ না হওয়ায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরী, বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ী ভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা শ্রমিকদের প্রান্তিক সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং গাম/বা-৪/কমিশন-২/২০০০/২৫১ যা বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় বিগত ৪-৫-২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয় এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রাপ্য আয়তনের ঘরভাড়া নির্ধারণের বিষয়ে এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত নিয়মের বাইরে অন্য কোন নিয়মে ঘরভাড়া নির্ধারণ করা যাবে না এবং যদি তা করা হয় উহা বাতিলযোগ্য। তিনি আরও বলেন উক্ত গেজেটে শ্রমিকগণ যে সকল প্রান্তিক সুবিধাদি ভোগ করবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমিককে একক বাসস্থানের জন্য ১০ টাকা সিট ভাড়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে। দরখাস্তকারীর নামে যে কোয়ার্টারটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উহার মধ্যে ৪টি একক সিট রয়েছে এবং এ হিসেবে এ কোয়ার্টারের মাসিক ভাড়া ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এ কোয়ার্টারটির আয়তন দরখাস্তকারীর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য প্রাপ্য আয়তনের চেয়ে অনেক কম আয়তনের। এ জন্য দরখাস্তকারীর কোয়ার্টারের ভাড়া একই মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের দেয়া সমপরিমাণ আয়তনের কোয়ার্টারের যে ভাড়া নির্ধারিত আছে দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়মের ব্যতিক্রম করে এর অতিরিক্ত হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতে প্রতিপক্ষ অধিকারী নহে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে ২১টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের জন্য ফ্যামিলি কোয়ার্টার না থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ছুটি গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য সি, বি, এ ইউনিয়নের এবং প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে মিলের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে উক্ত ২১টি ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষের আগে উক্ত একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টার ৪ জন শ্রমিককে বরাদ্দ দিলে সিটপ্রতি ১০ টাকা হারে ১০×৪=৪০ টাকা ঘরভাড়া এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৮০×৪=৩২০ টাকা প্রতিমাসে মিলের তহবিলে জমা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ব্যাচেলর কোয়ার্টারকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করে প্রতিপক্ষ মিল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। যে কারণে এ সংক্রান্তে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। এজন্য দরখাস্তকারীর মজুরী হতে ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রাপ্য অর্থের সমপরিমাণ ৪×৮০=৩২০ টাকা এবং উক্ত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করা হচ্ছে যা ন্যায্য ও সঠিকভাবে কর্তন করা হচ্ছে বিধায় ইহা বাতিলযোগ্য হতে পারে না বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। বিগত ১০-১১-২০০১ তারিখে প্রতিপক্ষ ২/৩৪নং কোয়ার্টারটি দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দ দিয়ে প্রথমে মাসপ্রতি ১২০ টাকা হারে মজুরী থেকে কর্তন করা হয়েছে এবং দরখাস্তকারীর ন্যায় সমআয়তনের বাসার বসবাসকারী অন্যান্য শ্রমিকদের নিকট থেকেও বর্তমানে বাসাভাড়া বাবদ ১২০ টাকা হারে তাঁদের মজুরী হতে কর্তন করা হচ্ছে। এরূপ কোয়ার্টারের কতিপয় নম্বর দরখাস্তকারী আর্জিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও প্রতিপক্ষ তা অস্বীকার করেননি।

দরখাস্তকারীর নামে বরাদ্দকৃত উক্ত ব্যাচেলর কোয়ার্টারটিকে মিলের উৎপাদনের স্বার্থকে সামনে রেখে ফ্যামিলি কোয়ার্টার হিসেবে রূপান্তরের পূর্বে উক্ত বাসাটি ৪ জন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে প্রতিটি ঘরের ভাড়া বাবদ ৪×১০ = ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের মিল ক্যাম্পাসে বসবাসের কারণে তাদের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৪×৮০ = ৩২০ টাকা প্রতি মাসে মিলের তহবিলে জমা হতো। পরবর্তিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এটিকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রূপান্তর করার পর ভাড়া প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। প্রতিপক্ষ এই যুক্তিতে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে উল্লিখিত কোয়ার্টারের ভাড়া বাবদ ৩৬০ টাকা কর্তনের ব্যবস্থা করেন।

উভয়পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি, দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতিয়মান হয় যে, বাসা ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্তে প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী ও মামলার তর্কিত বাসা ভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। যদি প্রচলিত বাসা ভাড়া বৃদ্ধির নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে প্রতিপক্ষ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করতেন, তাহলে ঐরূপ বাসা ভাড়া বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্ন আসতো না। তবে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতিমতেই বাসা ভাড়া বৃদ্ধির সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন (প্রদর্শনী-ক) উহা তর্কিত বাসাভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত আইন, নিয়ম-নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে এ আদালত এরূপ বেআইনী ঘরভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আইনী হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই বাসাভাড়া বৃদ্ধি করা বা বাসাভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতিকে আমলে না নিয়ে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার চেয়ে প্রতিপক্ষ যুক্তি দর্শিয়ে দরখাস্তকারীর মজুরী হতে বাসাভাড়া বারদ ৪০ টাকা এবং ৪ জন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা বাবদ ৩২০ টাকাসহ মোট ৩৬০ টাকা কর্তন করতে পারেন না। এরূপ কর্তন বেআইনী বলে আদালত মনে করেন।

প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের নামে বরাদ্দকৃত সমআয়তনের বাসা ভাড়ার হার একই হওয়া উচিৎ। উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিলী গেজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, একজন ব্যাচেলর শ্রমিকের সিট ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারণের বিধান রয়েছে। এ হিসেবে একটি কক্ষে ৪ জন শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করে উক্ত কক্ষটি ৪ জন শ্রমিককে ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ প্রতিপক্ষ মিলের তহবিলে ৪০ টাকা জমা হয়। উক্ত বাসাটি প্রতিপক্ষ একজন শ্রমিকের নামে বরাদ্দ দিয়ে তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছেন, সে কারণে উক্ত কক্ষের ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং একজন শ্রমিকের যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকাসহ মোট ১২০ টাকা নির্ধারণ করাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং দরখাস্তকারীর মজুরী হতে প্রতিপক্ষের অযৌক্তিক ও বেআইনী প্রকৃত বাসা ভাড়ার থেকে অতিরিক্ত বাসাভাড়া বৃদ্ধি করে ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা দরখাস্তকারী ফেরৎ পেতে অধিকারী মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয় ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় দু'টি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত বিচার্য বিষয় দু'টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এ মামলার দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। দরখাস্তকারীর নিকট হতে ২/৩৪ নং বাসার ভাড়া বাবদ ৪০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৮০ টাকা মোট ১২০ টাকার স্থলে অতিরিক্ত তিন জনের যাতায়াত ভাতা ৩×৮০=২৪০ টাকা কর্তন বেআইনী সাব্যস্তে উক্ত টাকা কর্তন না করার জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং ইতিপূর্বে কর্তনকৃত টাকা ফেরৎ দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ দেয়া হলো। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।
মামলা নং সি ৩৬/২০০৪

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব আবদুল হালিম
২। জনাব লোকমান হাকিম

মোঃ আঃ রাজ্জাক, পিতা মৃত মোঃ আফতাব উদ্দিন গাজী, সাং কমলাপুর, থানা পাইকগাছা, জেলা খুলনা। হাল সাং পাবলা কেশবলাল রোড, থানা দৌলতপুর, খুলনা—বাদী।

বনাম

দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোম্পানী লিঃ পক্ষে, মহাব্যবস্থাপক, সাং+পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—বিবাদী।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া,

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম জনাব মোঃ মোফাককার হোসেন,

শুনানীর তারিখ ৯-১-২০০৫

রায়ের তারিখ ১৩-১-২০০৫

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (খ) ধারামতে একটি মামলা।

বাদীর মামলার দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে তার নিবেদন হলো যে তিনি ১৪-১০-৬৮ তারিখে বিবাদী মিলে অয়েলম্যান পদে চাইল্ড লেবার হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। এ সময় বাদী একজন গরীব স্কুল ছাত্র ছিলেন। চাকুরীর পাশাপাশি বাদী পড়ালেখা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং ১৯৭১-৭২ সেশনে যশোর শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত এস, এস, সি, পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এস, এস,সি, সনদ অনুযায়ী বাদীর জন্ম তারিখ ২০-১০-১৯৫৪ তারিখ। বাদী বিবাদীর ১নং মিলের মেকানিক্যাল বিভাগে চাকুরী করাকালীন সময়ে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং তার টোকেন নম্বর ছিল ১৪১৫৯। বাদী চাকুরী গ্রহণের সময় ছবিসহ বিবাদী বরাবর আবেদন করেন এবং উক্ত আবেদন পত্রে বাদীর জন্ম তারিখসহ বাদীর ঠিকানা উল্লেখ করা থাকে এবং বাদী এস, এস, সি, পাস করার পর পরীক্ষা পাসের প্রমাণস্বরূপ সনদপত্র বিবাদী মিলে জমাদেন যা বাদীর সার্ভিস বহিতে সংযুক্ত থাকে। বাদী ১৯৭৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৭৮ সালে স্নাতক এবং ১৯৮০ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। বাদীর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে বিবাদী মিলের কর্মকর্তাগণ যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। বাদীর সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রগুলি পাস করার সাথে সাথে বিবাদী মিলে জমাদিয়েছেন এবং সেগুলি বাদীর সার্ভিস বহির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। বাদী উচ্চ শিক্ষিত হওয়ায় শেষমেষ বাদীকে ৩০-১২-৮৪ তারিখের পত্র সূত্র নং ৫৯৮২/ষ্টাব/২১ দ্বারা ১-৭-৮৪ তারিখ থেকে বাদীকে উচ্চমান সহকারী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয় এবং বাদী বর্তমানে রপ্তানি বিভাগে কর্মরত আছেন। উল্লেখ্য যে বাদী শ্রমিক থাকাকালে তার সার্ভিস বহি শ্রম দপ্তর সংরক্ষণ করতো এবং বাদীর উচ্চমান সহকারী পদে পদোন্নতি লাভের পর বাদীর সার্ভিস বহি মিলের প্রশাসন বিভাগে ন্যস্ত হয়। বাদী করণিক পদে চাকুরী করায় বাদীর চাকুরী শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

বাদী বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারেন যে, বাদীর সার্ভিস বহিতে থাকা জন্ম তারিখ ২০-১০-৫৪ কর্তন করে তদস্থলে ১৯৪৮ সাল লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। বাদী এ বিষয় অবগত হওয়ার পর বিবাদীর নিকট জন্ম তারিখ পরিবর্তন না করার জন্য মৌখিকভাবে বহু অনুরোধ করেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ না হওয়ায় বাদী রেজিস্ট্রি ডাকযোগে বিবাদী বরাবর একটি দরখাস্ত দাখিল করেন এবং এ দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে, ১০-৯-২০০৪ তারিখের মধ্যে বাদীর জন্ম তারিখ ২০-১০-৫৪ লিপিবদ্ধ রাখা না হলে ১০-৯-২০০৪ তারিখে বিবাদী পক্ষ বাদীর আবেদন অনুযায়ী জন্ম তারিখ সংরক্ষণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন মর্মে ধরে নিবেন। বিবাদী পক্ষ বাদীর আবেদনপত্র পেয়েও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বাদীর আবেদন ১০-৯-০৪ তারিখে বিবাদী পক্ষ অস্বীকার করেছেন। বিবাদী পক্ষের এরূপ অস্বীকৃত সম্পূর্ণ বে-আইনী, বে-দাড়া, বিধি বহির্ভূত এবং প্রচলিত শ্রম আইনের পরিপন্থী বলে বাদী দাবী করেছেন।

বাদী পক্ষ আরও বলেন যে, বাদীর প্রকৃত জন্ম তারিখকে বিবাদী পক্ষ বে-আইনীভাবে কর্তন করে তদস্থলে বাদীর একটি কাল্পনিক ও ভিত্তিহীনভাবে "১৯৪৮" সাল জন্ম সাল লিপিদ্ধ করা হয়েছে। বাদী ১০-৯-২০০৪ তারিখে এ বিষয়ে একটি প্রিভেন্স দিলেও বিবাদী পক্ষ তা আমলে নেন নাই। যে কারণে বাদী বাধ্য হয়ে এ মামলা দাখিল করে বাদীর প্রকৃত জন্ম তারিখ ২০-১০-৫৪ তারিখ লিপিবদ্ধ করার জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশদানের প্রার্থনা করেছেন। বিবাদী পক্ষ মামলায় হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে বাদীর সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। বিবাদীর লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। যে কারণে বাংলদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষভুক্ত না করায় ও মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে। কেননা এ মামলায় বাদী তার পক্ষে রায় পেলেও বিজেএমসি এর অনুমোদন ব্যতিরেকে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ তা কার্যকর করতে পারবেন না। এজন্য বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ঢাকাকে মূল প্রতিপক্ষ বা বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকায় ২য় শ্রম আদালতে মোকদ্দমা দাখিল ভিন্ন এ মামলা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে। কেননা এ মামলাটি এ আদালতের বিচারক আঞ্চলিক এখতিয়ার বর্হিভূত।

বিবাদী পক্ষ আরও নিবেদন করেন যে, বাদী ১৫-১০-৬৮ তারিখে টোকেন নং ১৪১৫৯ ধারণ করে শ্রমিক হিসাবে বিবাদী মিলে যোগদান করেন। বাদী সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে তার জন্ম তারিখ ১৯৪৮ ঘোষণা দিয়ে চাকুরীতে যোগদান করেন। সে অনুসারে তার জন্ম তারিখ ১৯৪৮ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বাদীর বিভিন্ন আবেদনপত্র দৃষ্টে বিবাদী পক্ষের প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাদী একজন অশিক্ষিত শ্রমিক। বাদীর চাকুরী বৃত্তান্তে বিবরণাদি সঠিক গণ্যে বাদী নিজ স্বাক্ষর প্রদান করেন। বাদী এ বিবাদীর অধীনে চাকুরীর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে ১৬-১-৮৫ তারিখে পত্র সূত্র নং ৫৯৮২/সংস্থাপন/২১ তারিখ ৩০-১২-৮৪ এর আদেশ মোতাবেক বিবাদী মিলের রপ্তানি শাখায় অফিস সহকারী পদে যোগদান করেন। বাদীর চাকুরীর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকায় বাদীর পূর্বে প্রদত্ত জন্ম তারিখ ১৯৪৮ বহাল আছে। বাদীর পদোন্নতির পরও বাদীর চাকুরীর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকায় বাদীর সার্ভিস বহিতে পূর্বে লিখিত বাদীর জন্ম তারিখের স্থলে "১৯৪৮" লিপিবদ্ধ আছে। যে কারণে এ বিষয়ে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিবাদী পক্ষ বিজেএমসি এর নিকট সিদ্ধান্ত চেয়ে পত্র লেখেন। কিন্তু বিজেএমসি চাকুরীতে প্রথম যোগদানের সময় ঘোষিত জন্ম তারিখ পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে বলেন যে, প্রথম নিযোগের সময় ঘোষিত জন্ম তারিখ এবং চাকুরী গ্রহণের পূর্বে বা পরে এস, এস, সি, পাসের সনদপত্রের জন্ম তারিখ অনুযায়ী বেশ কিছু কর্মচারীর এস, এস, সি, পাসের জন্ম তারিখ বিবেচনা করা হলে তাদের ক্ষেত্রে চাকুরীতে নিয়োগের নূন্যতম প্রয়োজনীয় বয়সের হেরফের হয়ে পড়বে। এ ক্ষেত্রে বয়স নির্ধারণ পরিপত্র নং ১০৫ তারিখ ১৯-১০-৯২ অনুস্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সে কারণে বাদীর চাকুরীতে যোগদানের সময় প্রথম ঘোষিত জন্ম তারিখকেই সঠিক জন্ম তারিখ গণ্যকরে ১-৭-২০০৫ তারিখে বাদীর অবসর গ্রহণের তারিখ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ইহা বাতিলযোগ্য নহে। কাজেই বাদীর মোকদ্দমা খারিজ করার প্রার্থনা জানিয়েছেন।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) বাদীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

(২) বাদীর বিতর্কিত জন্ম সাল বা জন্ম তারিখ কিভাবে নির্ধারণ করা সমীচীন এবং তার নির্ধারিত বয়স কত।

(৩) বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

এ মোকাদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিস্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মামলার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনীযুক্তি প্রদর্শন করেন।

১নং বিচার্য বিষয় ঃ বাদীর মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি-না।

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী বলেন যে, বিবাদী মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। কাজেই বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ বা বিবাদী হিসাবে পক্ষভুক্ত না করায় মামলা অচল। কেননা বাদীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ বিবাদীর নাই। কাজেই এ মামলাটি এ আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়ায় ইহা ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতে দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মামলাটি রক্ষণীয় নহে।

অপরদিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বিবাদী মিলের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বাদীকে প্রথমে ১৪-১০-৬৮ তারিখে শ্রমিক পদে নিয়োগদান করেন এবং পরবর্তীতে বাদী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করায় তাকে শেষমেষ "অফিস সহকারী" হিসাবে উচ্চমান সহকারী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বাদী অদ্যাবধি একই বিবাদীর অধীনে শ্রমিক পদ থেকে সহকারী পদে পদোন্নতি নিয়ে কর্মরত আছেন। এ কারণে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বাদীর এ মামলাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারা প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা নিম্নরূপঃ—

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাহাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণঃ—

(১) কোন কারখানায় উহার ম্যানেজার, (২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার এবং (৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি"।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। বাদীকে বর্তমান বিবাদী মালিক কর্তৃপক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নন। সে কারণে বাদী তার নিয়োগকর্তা মালিক হিসাবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকে সঠিকভাবে বিবাদী করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন বিধায় মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন বলে আদালত মনে করেন। যে কারণে ইহা এ আদালতে রক্ষণীয় এবং এ মামলাটি এ আদালতে চলতে কোন বাধা নাই। কাজেই ১নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

বিচার্য বিষয় ঃ ২ ঃ বাদীর বিতর্কিত জন্ম তারিখ কিভাবে নির্ধারন করা সমীচীন এবং বাদীর নির্ধারিত বয়স কত এবং ৩নং বিচার্য বিষয় ঃ বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনার সুবিধার্থে ও পুনরাবৃত্তি এড়াতে উপরোক্ত ২টি বিচার্য বিষয় দুইটি আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য একত্রে গ্রহণ করা হলো।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি উত্থাপনকালে বলেন যে, বাদী গরীব স্কুল ছাত্র থাকা অবস্থায় অয়েলম্যান পদে বিগত ১৪-১০-৬৮ তারিখে চাইল্ড লেবার হিসাবে বিবাদী মিলের চাকুরীতে যোগদান করেন। বাদী এ চাকুরী গ্রহণকালে চাকুরীর আবেদনপত্রের সাথে নিজ নাম ঠিকানা এবং বাদীর ছবিসহ তার জন্ম তারিখ ২০-১০-৫৪ বলে উল্লেখ করেন। বাদী চাকুরীতে যোগদানের পাশাপাশি স্কুলে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে থাকেন। এভাবে বাদী ১৯৭২ সালে এস, এস, সি, পাস করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ১৯৮০ সালে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। বিবাদী মিলের কর্মকর্তাগণ বাদীর লেখাপড়া গ্রহণে বিশেষ সাহায্য সহযোগিতা করেন। বাদী তার এ সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র বিবাদী মিলে জমা দেন এবং বিবাদী কর্তৃপক্ষ এস, এস, সি, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, বি, এ, এবং এম, এ, পাসের সনদপত্র বাদীর সার্ভিস রেকর্ডে সংরক্ষণ করেন। বিবাদী পক্ষ বাদীর এই উচ্চ শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করে বাদীকে শ্রমিক পদ থেকে বিগত ১৬-১-৮৫ তারিখে উচ্চমান সহকারী পদে পদোন্নতি প্রদান করেন। বিবাদী পক্ষ বাদীর শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় বিবেচনা করে তাকে শ্রমিক থেকে উচ্চমান সহকারী পদে পদোন্নতি প্রদান করলেও বাদীর এস, এস, সি, সনদপত্রে সন্নিবেশিত বাদীর জন্ম তারিখ ২০-১০-৫৪ কে উপেক্ষা করে অনুমানভিত্তিক তথ্যের উপর নির্ভর করে বাদীর জন্ম তারিখের স্থলে '১৯৪৮' সাল লিপিবদ্ধ করে রাখেন। বিবাদী পক্ষ বরাবর বহু আবেদন-নিবেদন করার পরও বিবাদী পক্ষ খামখেয়ালীপনা করে বাদীর আবেদন আমলে না নেয়ায় বাদী বাধ্য হয়ে বিবাদীর এ অন্যায় ও বে-আইনী আচরণের প্রতিকার প্রার্থনায় এ মামলা আনয়ন করেছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী বাদীর জন্ম তারিখ এস, এস, সি, সনদে উল্লেখিত জন্ম তারিখকে সঠিক জন্ম তারিখ হিসাবে বাদীর সার্ভিস বহিতে লিপিবদ্ধ করার জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশদানের প্রার্থনা জানান। বাদী তার মামলার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেনঃ—

(১) এস, এস, সি, পাস সনদের ফটোকপি

(২) এইচ, এস, সি, পাস সনদের ফটোকপি

(৩) বি, এ, পাস সনদের ফটোকপি

(৪) এম, এ, পাস সনদের ফটোকপি

(৫) বাদীর পদোন্নতির পত্র

(৬) পোষ্টাল রসিদ

(৭) বাদীর জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করার আবেদনপত্র

(৮) গ্রিভেন্স পিটিশন

(৯) স্বাভাবিক বেতন বৃদ্ধির পত্র

অপরদিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি উপস্থাপনকালে বলেন যে, বাদী চাকুরীতে যোগদানের সময় তার জন্ম তারিখ '১৯৪৮' বলে ঘোষণা দেন। সে সময় বাদী ৭ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। বাদীর জীবনবৃত্তান্ত বাদীর ইমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস রেকর্ডে লিপিবদ্ধ আছে। এখানে অন্যান্য যাবতীয় তথ্যের সাথে বাদীর জন্ম তারিখও লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং বাদী উহা দেখে পড়ে শুনে স্বাক্ষরও করেন। বাদীকে অফিস সহকারী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হলেও বাদীর চাকুরীর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকায় তার প্রথম নিয়োগের তারিখে লিপিবদ্ধকৃত জন্ম তারিখও অপরিবর্তনীয় থাকে বিধায় এখন আর উহা সংশোধন বা পরিবর্তনযোগ্য নহে বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

বিজ্ঞ আইনজীবী আরোও বলেন যে, বাদীর জন্ম তারিখের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত বিজেএমসি এর নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বিজেএমসি থেকে বিবাদী পক্ষকে জ্ঞাত করান যে, কোন কর্মচারী চাকুরীতে নিয়োগের আবেদনপত্রে ঘোষিত জন্ম তারিখ এবং চাকুরী গ্রহণের পূর্বে অথবা পরে এস, এস, সি, পাস সনদের মধ্যে সন্নিবেশিত জন্ম তারিখ অনুযায়ী বেশ কিছু কর্মচারীর এস, এস, সি, সনদের জন্ম তারিখ বিবেচনা করলে তাদের ক্ষেত্রে চাকুরীতে নিয়োগের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বয়সের হেরফের হবে। কাজেই চাকুরীতে নিয়োগকালে ঘোষিত জন্ম তারিখ অনুযায়ী বয়স নির্ধারণ করতে হবে। এ কারণে বাদীর জন্ম তারিখ এখন আর সংশোধন করার কোন অবকাশ নেই। বিজ্ঞ আইনজীবী বাদীর মামলা খারিজের প্রার্থনা করেন।

বিবাদী পক্ষ মামলার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেনঃ—

(১) এস, এস, সি পাস সনদের ফটোকপি

(২) এইচ, এস, সি পাস সনদের ফটোকপি

(৩) বি, এ পাস সনদের ফটোকপি

(৪) এম, এ পাস সনদের ফটোকপি

(৫) ১৯-১০-৯২ সালের পরিপত্র,

(৬) ১২-১-২০০৪ তারিখের পরিপত্র

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উর্পযুক্ত বক্তব্য, দাখিলী কাগজপত্র এবং নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিবাদী পক্ষ বাদীর শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় বিবেচনা করে বাদীকে শ্রমিক পদ থেকে "উচ্চমান সহকারী" পদে পদোন্নতি প্রদান করেন। যে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের উপর ভিত্তি করে বাদীকে "উচ্চমান সহকারী" পদে নিয়োজিত করা হলো, সেই শিক্ষাগত সনদে উল্লেখিত বাদীর জন্ম তারিখকে উপেক্ষা করে অনুমানভিত্তিক তথ্যের উপর নির্ভর করে প্রদত্ত বাদীর জন্ম তারিখ "১৯৪৮" ধরে বাদীকে তদানুসারে চাকুরী থেকে অবসর প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এস, এস, সি, পাস সকল চাকুরের বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে এস, এস, সি, সনদে উল্লেখিত জন্ম তারিখের উপর ভিত্তি করেই তার বয়স নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং ইহাই বিধিসম্মত ও নিয়ম হিসাবে প্রচলিত আছে। বাদী যেহেতু একজন এস, এস, সি, পাস কর্মচারী সেইহেতু বাদীর বয়স নির্ধারণে এস, এস, সি, সনদকে পাস কাটিয়ে কোন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য দালিলিক স্বাক্ষ্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র অনুমানভিত্তিক তথ্যের উপর নির্ভরকরে বাদীর বয়স বা জন্ম তারিখ নির্ধারণ করা ন্যায়ানুগ ও সমীচীন হবে না বলে আদালত মনে করেন। এ ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের স্বার্থে বাদীর বয়স/জন্ম তারিখ

নির্ধারণে এস, এস, সি, সনদে উল্লেখিত তারিখকে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য দালিলিক সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে তদানুসারে বাদীর জন্ম তারিখ বা বয়স নির্ধারণ করাই ন্যায়ানুগ ও সমীচীন হবে। এ কারণে দেখা যায় যে, এ মামলায় বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী এবং বাদীর জন্ম তারিখ বাদীর এস, এস, সি, সনদে উল্লেখিত ২০-১০-৫৪ তারিখকে বাদীর সঠিক জন্ম তারিখ হিসাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য বিবাদীর পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদীর মামলাটি দোতরফাসূত্রে মঞ্জুর করা হলো। বাদীর জন্ম তারিখ তার এ, এস, সি, সনদে উল্লেখিত ২০-১০-৫৪ তারিখ লিপিবদ্ধ করার জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল। এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে ইহা কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মনীর উদ্দীন মাহফুজ

জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মামলা নং সি ৫৩/২০০১

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব রফিকুল ইসলাম

২। জনাব আ, ব, ম, নুরুল আলম

মোঃ শাহীন, পিতা মোঃ সোনা মিয়া, সাং ছোটশোলা , থানা মঠবাড়িয়া, জেলা পিরোজপুর—**বাদী**।

বনাম

পিপলস জুট মিলস লিঃ পক্ষে, উপ-মহাব্যবস্থাপক সাং + পোঃ টাউন খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—**বিবাদী**।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া, বিবাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম শেখ সোহরাব হোসেন,

শুনানীর তারিখ ৯-১ ২০০৫ খ্রিঃ/ ২৬ পৌষ ১৪১১ বংগাব্দ

রায়ের তারিখ ১৯-১-২০০৫ খ্রিঃ/ ৬ মাঘ ১৪১১ বংগাব্দ

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (খ) ধারা এবং ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মোতাবেক একটি দরখাস্ত।

দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে বাদীর নিবেদন হলো যে, বাদী সর্বপ্রথম ১৯৮৬ সালে বদলী শ্রমিক হিসাবে বিবাদী মিলে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং দীর্ঘদিন কাজ করার পর ২-৮-২০০১ তারিখে ইবি নং ৪২৩৭, পালা 'ক' মোটা তাঁত বিভাগ এর মাধ্যমে ১নং মিলে তাঁতী পদে স্থায়ী হন। বাদী চাকুরী জীবনের শুরু হতেই ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। বাদী বদলী শ্রমিক থাকাকালে বদলী শ্রমিকদের প্রতি বিবাদী, সিবিএ, সময়রক্ষক এবং সর্দারদের অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেন। বদলী শ্রমিকদের চাকুরীতে স্থায়ী করার সময় বিবাদী পক্ষের কতিপয় কর্মকর্তাও কর্মচারীর যোগসাজসে সিবিএ নেতারা বিপুল পরিমাণ টাকা দাবী করতো। বাদীর ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। এখন বদলী শ্রমিকদের স্থায়ী হতে কোন টাকা-পয়সা লাগে না। শ্রমিকদের এহেন উপকার হওয়ায় তারা বাদীর উপর খুশী হন এবং বাদীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। সাধারণ শ্রমিকদের অনুরোধে বাদী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং প্রচার প্রচারণা করতে শুরু করেন। বাদীর এহেন জনপ্রিয়তা দেখে সিবিএ এর ক্ষমতাসীন নেতারা বাদীর উপর ক্ষিপ্ত হন। উক্ত নেতারা বিবাদীর সাথে যোগসাজসে বাদীকে চাকুরীচ্যুত করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। বাদীর পিতা বিবাদী মিলের শ্রমিক হওয়ায় তার নামে একটি কোয়ার্টার বরাদ্দ ছিল। তার চাকুরী ত্যাগ করার পর উক্ত বাসাটি সিবিএ নেতৃবৃন্দ অন্যত্র বরাদ্দ দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ইহাতে বাদীর পিতা আপত্তি করেন। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী উক্ত বাসাটি বাদীর নামে বরাদ্দ দেয়ার জন্য অনুরোধ করলে তাতে সিবিএ নেতারা সম্মত হন কিন্তু শর্ত দেন যে, বাদীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড বন্ধ করতে হবে। এ বিষয় নিয়ে বাদীর সাথে সিবিএ এর সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের কথা কাটাকাটি হয় এবং তারা বাদীর চাকুরী চ্যুতির হুমকি দেয়। ৩০-৮-২০০১ তারিখে এ ঘটনার পর বাদী অসুস্থজনিত কারণে ১-৯-২০০০ হতে ১৩-৯-২০০১ তারিখ পর্যন্ত ডাক্তারী ছুটি গ্রহণ করে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা উন্নত চিকিৎসা করাতে থাকেন। বাদীর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে ডাক্তারী সনদপত্রসহ বিবাদী বরাবর ছুটি বর্ধিতকরণের দরখাস্ত ডাকযোগে প্রেরণ করেন। বাদীর অসুস্থজনিত ছুটিতে থাকা অবস্থায় সিবিএ নেতাদের চাপে বিবাদী পক্ষ বাদীকে ১০-৯-২০০১ তারিখে বাদীকে চাকুরী থেকে টার্মিনেশন করে রাখে। বাদীর পরস্পর বিষয়টি জানতে পেরে অসুস্থ শরীরে মিলে এসে জানতে পারেন যে, তাকে ১০-৯-২০০১ তারিখে চাকুরী হতে টার্মিনেশন করা হয়েছে। বাদী উক্ত টার্মিনেশন আদেশ বে-আইনী দাবী করে ৮-১১-২০০১ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে বিবাদী বরাবর একটি গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ উক্ত গ্রিভেন্স এর উপর কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করতে ব্যর্থ হন। এ কারণে বাদী বাধ্য হয়ে বাদীর চাকুরীচ্যুতির আদেশ তার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য ভিকটিমাইজেশন আদেশ গণ্যে উহা রদ ও রহিতকরতঃ বাদীকে পূর্ণ বকেয়া মজুরীতে চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ দানের প্রার্থনা জানিয়ে এ মামলা আনয়ন করেছেন।

বিবাদী পক্ষ মামলায় হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং বাদীর সমুদয় অভিযোগ অস্বীকার করেন। বিবাদী পক্ষের লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে নিবেদন হলো যে, বাদী ২০-৬-২০০১ তারিখ হতে একজন বদলী শ্রমিক হিসাবে তালিকাভুক্ত হন এবং বিগত ২-৮-২০০১ তারিখে তাঁতী পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত হন। বাদীকে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯(১)(খ) ধারা অনুসারে বৈধভাবে সরল টার্মিনেশন আদেশ প্রদান করা হয়েছে যা করার আইনগত অধিকার বিবাদী পক্ষের রয়েছে। ইহা বিবাদী পক্ষের আইনগত অধিকার। বাদীর স্বল্প পরিসরের চাকুরীতে বাদী কোন উল্লেখযোগ্য ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ছিলেন না এবং বাদী একজন ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট হওয়ায় তাকে চাকুরীচ্যুত করা হয়নি। বাদীর আনিত অভিযোগ সম্পূর্ণ মনগড়া ও বানোয়াট। বাদী চাকুরী হতে টার্মিনেশন হলেও শিল্প শ্রম অধ্যাদেশের ৭(এ) ধারার বিধানমতে বাদী বিবাদী মিলের সিবিএ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। কাজেই টার্মিনেশন আদেশ দ্বারা বাদীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত করার কথা সঠিক নহে। বিবাদী পক্ষ বাদীর মামলা মিথ্যা দাবী করে তা খারিজ করার প্রার্থনা জানিয়েছেন।

বিচার্য বিষয় ঃ

(১) বাদী বিবাদী মিলের শ্রমিক ছিলেন কি-না।

(২) বাদীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে ডিকিটিমাইজেশন করার জন্য বিবাদী পক্ষ বাদীকে চাকুরী থেকে টার্মিনেশন করেছেন কি-না।

(৩) বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। বাদী পক্ষ মোকদ্দমার সমর্থনে ফিরিস্তিসহকারে কতিপয় কাগজপত্র দাখিল করেছেন। বিবাদী পক্ষ কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। বিবাদী পক্ষ বাদীর দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয়পক্ষ নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আইনী যুক্তি উপস্থাপন করেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১নং বিচার্য বিষয়ঃ বাদী বিবাদী মিলের শ্রমিক ছিলেন কি-না।

বাদী পক্ষ দাবী করেন যে, তিনি প্রথমে বদলী শ্রমিক হিসাবে বিবাদী মিলে যোগদান করেন এবং বিগত ২-৮-২০০১ তারিখে তাঁতী হিসাবে স্থায়ী শ্রমিক পদে নিয়োজিত হন। বিবাদী পক্ষ বাদীর এ দাবী অস্বীকার করেননি বিধায় ১নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ বাদীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে ভিকটিমাইজেশন করার জন্য বিবাদী পক্ষ বাদীকে চাকুরী থেকে টার্মিনেশন করেছেন কি-না।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাদী তার চাকুরী জীবনের শুরু থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি বদলী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণে বিবাদী মিলের কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজস করে সিবিএ নেতারা বদলী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণের সময় তাদের নিকট

থেকে টাকা-পয়সা গ্রহণ করতেন। বাদী এ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন-প্রতিবাদ করেন এবং ঐ সকল প্রথা চিরতরে বিলুপ্ত করতে সক্ষম হন। এ কারণে বাদী শ্রমিক মহলে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেন। বাদী শ্রমিকদের অনুরোধে সিবিএ নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আগাম নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। তিনি একজন উদীয়মান তরুণ নেতা হিসাবে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষের এবং সিবিএ নেতাদের বিভিন্ন অন্যায় কাজের এবং তাদের দোষত্রুটি উল্লেখ করে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। এ কারণে বাদীর জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায়। ইহা দেখে ক্ষমতাসীন সিবিএ নেতারা বাদীর উপর অতিশয় ক্ষিপ্ত হয়ে ও ঈর্ষান্বিত হন এবং তারা বিবাদী পক্ষের সাথে যোগসাজস করে বাদীকে চাকুরী থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইহারই ফলশ্রুতিতে বাদীর ট্রেড ইউয়িন কর্মকান্ডকে ভিকটিমাইজেশন করার জন্য তাকে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে। কাজেই বাদীর টার্মিনেশন আদেশকে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে ভিকটিমাইজেশন গণ্যে তা রদ ও রহিতক্রমে বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশের প্রার্থনা করেছেন। বাদী পক্ষ মামলার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেছেনঃ

(১) বাদীর গ্রিভেন্স পিটিশন

(২) বাদীর চাকুরী টার্মিনেশন আদেশ

(৩) পোষ্টাল রসিদ

(৪) মনোনয়ন পত্র ও চাঁদার রসিদ

(৫) মনোনয়ন পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের রসিদ

(৬) ২০০২ সালের নির্বাচনের প্রার্থীদের নামের চূড়ান্ত তালিকা

(৭) অভিভাবক শ্রেণীর সদস্য নির্বাচনের ফলাফল

(৮) অভিভাবক সদস্য প্রার্থীর পোষ্টার

(৯) ২০০২ সালের নির্বাচনের আচরণবিধি

(১০) সভার কার্যবিবরণী

অপরদিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাদীকে কোনরূপ দোষারোপ না করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সকল প্রকার সুবিধাদি প্রদান করে বিবাদী পক্ষ বাদীকে চাকুরী থেকে টার্মিনেশন করেছেন। কারণে বাদী অত্রাকারে এ মামলা করতে পারেন না। বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) ধারায় প্রদত্ত শর্ত থেকে যে উদ্ধৃতি দেন তা নিম্নরূপঃ

"শর্ত এই যে, কোন শ্রমিক যদি কোন রেজিষ্ট্রার্ড ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তা না হইয়া থাকে এবং যদি ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার জন্য তাহাকে চাকুরি হইতে অপসারণ না করা হইয়া থাকে অথবা কোন রেজিষ্ট্রার্ড ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তা হউক বা না হউক যদি সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে এই আইনের বিধান মোতাবেক প্রাপ্য কোন সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত না করা হইয়া থাকে, তবে কোন শ্রমিককে ১৯ ধারা অনুসারে চাকুরী হইতে অপসারণের আদেশ দেওয়া হইলে সেই আদেশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ টিকিবে না"।

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বাদীর স্বল্প পরিসরের চাকুরী জীবনে তিনি কোন ট্রেড ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন না। এমন কি তিনি বিবাদী মিলের সিবিএ এর কোন নেতাও ছিলেন না। বাদী চাকুরীচ্যুত হওয়ার পরও তিনি সিবিএ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হন। কাজেই বাদীর চাকুরী জীবনে একজন ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ছিলেন এ কথা সঠিক নহে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭-ক ধারার বিধান অনুযায়ী চাকুরীচ্যুত শ্রমিকদের (বরখাস্তকৃত শ্রমিক ব্যতীত) ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার রয়েছে। কাজেই বাদী চাকুরীচ্যুত হলেও বিবাদী পক্ষ কর্তৃক তার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগ সত্য নহে। সুতরাং বিবাদী পক্ষ সরল আদেশে বাদীর চাকুরী টার্মিনেশন করায়, বাদী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের কারণে তিনি চাকুরীচ্যুত না হওয়ায় এবং টার্মিনেশনের কারণে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রদত্ত টার্মিনেশন বেনিফিট প্রদানে বিবাদী পক্ষ কোনরূপ অস্বীকার না করায় বাদী এ মামলা আনয়ন করতে পারতেন। কিন্তু তা না হওয়ায় বাদীর এ মামলা এ আদালতে চলতে পারে না। ইহা খারিজযোগ্য বলে বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন।

উভয়পক্ষের উপযুক্ত উপস্থাপিত বক্তব্য, বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট আইনের ধারাসমূহ এবং নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী কোন উল্লেখযোগ্য ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ছিলেন না কিংবা তিনি কখনই বিবাদী মিলের সিবিএ এর কোন নেতা ছিলেন না। কাজেই বাদীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে ভিকটিমাইজ করার জন্য বিবাদী পক্ষ কর্তৃক বাদীকে চাকুরী হতে টার্মিনেশন করা হয়েছে এ মর্মে আনিত বাদীর অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য কোন শ্রমিককে টার্মিনেশন করা হলে কিংবা টার্মিনেশন বেনিফিট সংশ্লিষ্ট শ্রমিক না পেলে তার বিরুদ্ধে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (খ) ধারা অনুসারে শ্রম আদালতে মামলা করার বিধান রয়েছে। অন্যথায় এ আইনের উক্ত ধারায় কোন মামলা করার বিধান নাই। বর্তমান বাদীর ক্ষেত্রে ইহার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি বলে আদালতে মনে করেন। এ কারণে বাদীর এ ধারায় এভাবে মামলা আনয়ন করতে পারেন না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। কাজেই ২নং বিচার্য বিষয়টি বাদী বিরুদ্ধে গৃহীত হলো।

৩নং বিচার্য বিষয়ঃ বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

১নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হলেও ২নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর বিরুদ্ধে গৃহীত হওয়ায় বাদী এ মামলায় কোন প্রতিকার পেতে অধিকারী নহেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেল।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদীর এ মামলাটি দোতরফা সূত্রে কোন খরচের আদেশ ব্যতিরেকে খারিজ করা হলো।

আমার কথা মত লেখা

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং সি ০৫/২০০৪

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহ্‌ফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারনম্যান, শ্রম আদালত,খুলনা।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব রফিকুল ইসলাম
২। জনাব হাফিজুর রহমান

১। আঃ রাজ্জাক, পিতা তোরাব আলি, সাং গোপীনাথপুর, পোঃ সিদ্দিপাশা, জেলা যশোর—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ পক্ষে, উপ-মহাব্যবস্থাপক সাং ও পোঃ আটরা শিল্প এলাকা, জেলা খুলনা—প্রতিপক্ষ।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব এস, এ মহসীন।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মুন্সী আবদুল হামিদ।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৪-৩-২০০৫

রায়ের তারিখ ঃ ১৫-৩-২০০৫

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (খ) ধারামতে একটি মামলা।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ১৮-১২-১৯৬৭ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে স্পিনিং বিভাগে 'ক' পালায় লিষ্টম্যান পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি চাকুরী জীবনের শুরুতেই প্রতিপক্ষ মিলের ইষ্টার্ণ জুট মিল মজদুর ইউনিয়নের চাঁদাদাতা সদস্য হন এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে জড়িত হন। তিনি শ্রমিকদের সি, বি, এ সাধারণ নির্বাচনে ১৯৭৮, ১৯৮৮, ১৯৯৩ ও ১৯৯৯ কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি পদে নির্বাচন করেন। তিনি জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশ এর শিরোমণি অঞ্চল কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিপক্ষ মিলের সি, বি, এ ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকায় শ্রমিক স্বার্থে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠনে দরখাস্তকারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করা, মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা উত্তোলন করে অধিকতর লাভজনক একাউন্টে জমা করার নাম করে পরবর্তীতে তা জমা না করা এবং শ্রমিকদের মধ্যে উক্ত টাকা হতে লোন প্রদান না

করায় আন্দোলন কর্মসূচিতে দরখাস্তকারী নেতৃত্ব দেয়ায় প্রতিপক্ষ মিলের কর্মকর্তাগণের বিরাগভাজন হন এবং তারা মনে মনে আক্রোশ পোষণ করতে থাকেন। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার পূর্ববর্তী সময়ে মিলের একাউন্টে টাকা না থাকার অজুহাতে শ্রমিক কর্মচারীদের প্রাপ্য মজুরী, ভাতাদি ও বোনাস প্রদান করা সম্ভব হবে না মর্মে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দেন। শ্রমিকদের ৮ সপ্তাহের মজুরী ও কর্মচারীদের তিন মাসের বেতন বাকী পড়ার পর এ ঘোষণায় সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে ভয়ানক ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ইতিমধ্যে সি, বি, এ ইউনিয়নের নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মেয়াদ শেষ হলেও মিল কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া থেকে সি, বি, এ কর্মকর্তাগণ বিরত থাকেন। এছাড়া মিল কর্তৃপক্ষ প্রাক্তন শ্রমিকদের মিলের নিকট প্রাপ্য পাওনাদি পরিশোধ করতে অনাগ্রহ এবং সি, বি, এ কর্মকর্তাগণ এ সকল ব্যাপারে নির্বিকার ভূমিকায় আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং শ্রমিকদের দাবীমতে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের যৌথ নেতৃত্বে যেতে দরখাস্তকারী বাধ্য হন। এমতাবস্থায় ঈদুল আজহার পূর্ব মুহূর্তে মিল কর্তৃপক্ষ ৩১-০১-২০০৪ তারিখের পত্র দ্বারা দরখাস্তকারীকে চাকুরী হতে টার্মিনেট করেন। এ টার্মিনেশন আদেশ সরল ও নির্দোষ টার্মিনেশন আদেশ নয় বরং দরখাস্তকারীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য ভিকটিমাইজেশন আদেশ। দরখাস্তকারী ১১-২-২০০৪ তারিখে উক্ত টার্মিনেশন আদেশপ্রাপ্ত হয়ে ১৫-২-২০০৪ তারিখে রেজিঃ ডাকযোগে গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন। প্রতিপক্ষ উক্ত গ্রিভেন্স পিটিশন প্রাপ্তে গ্রিভেন্স নিরসন না করায় দরখাস্তকারীকে প্রদান টার্মিনেশন আদেশ নং ইজেএম/শ্রম/স্পিনিং/২১৮৪ তারিখ ৩১-১-০৪ রদ ও রহিতকরতঃ পূর্ণ বকেয়া মজুরী ভাতাসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ দানের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সংক্ষেপে জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের চাকুরী ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উক্ত আইনের ১৯ ধারায় কোন শ্রমিক ইচ্ছা করলে ইস্তফা দিয়ে সেলফ টার্মিনেশন হতে পারেন, অন্যদিকে মিল কর্তৃপক্ষ যে কোন শ্রমিককে কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে চাকুরী হতে টার্মিনেট করতে পারেন। এ মামলার দরখাস্তকারীকে ৩১-১-২০০৪ তারিখে টার্মিনেশন করা হয়েছে এবং আইনানুগভাবে নোটিশ পে-সহ গ্রাচুইটি ও অন্যান্য পাওনাদি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। উক্ত পত্রে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কোনরূপ দোষারোপ করা হয় নাই। সুতরাং সংগত কারণে দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত টার্মিনেশন আদেশটি আইনানুগ ভাবে সরল টার্মিনেশন আদেশ। দরখাস্তকারীকে ২০০৩ সালে সি, বি, এ এর কোন নেতা ছিলেন না বা নির্বাচিতও হন নাই। তার দাবীমতে শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কোনরূপ আন্দোলন হয় নাই বা তার কোন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড ঐ সময় ছিল না বা করারও কোন আবশ্যকতা ছিল না। তিনি নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট দেখানোর অপচেষ্টা করেছেন মাত্র। প্রতিপক্ষ মিলটি স্বীকৃত যে, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত মিল। এর প্রকল্প প্রধানসহ সকল কর্মকর্তাগণ বদলী সূত্রে স্বল্পকালের জন্য মিলে আসেন আবার বদলী হয়ে অন্যত্র চলে যান। দরখাস্তকারীর সাথে তাদের কোনরূপ ব্যক্তিগত আক্রোশ বা শত্রুতা নাই বা কোনরূপ বেআইনী আচরণও করা হয় নাই। প্রতিপক্ষ শুধুমাত্র আইনী অধিকার প্রয়োগ করেছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাতপণ্যের ব্যবহার কমে যাওয়ায় উৎপাদিত পণ্য ক্রমান্বয়ে লোকসান যাচ্ছে। এছাড়া মিলটি বর্তমানে ব্যাংক ও অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কোটি কোটি টাকা লোকসানের দেনায় জর্জরিত। স্পষ্ট স্বীকৃত ব্যতীত দরখাস্তকারীর আর্জির সকল বক্তব্য অস্বীকার করে এ মামলা খারিজের প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কি-না।

২। দরখাস্তকারীকে তার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য টার্মিনেট করা হয়েছে কি-না।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

এ মামলার উভয় পক্ষ মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। দরখাস্তকারী তার সাক্ষ্যের সমর্থনে প্রদর্শনী-১, ১(ক), ১(খ), ১(গ), ১(ঘ) ও ১(ঙ) কাগজপত্র আদালতে দাখিল করেছেন। প্রতিপক্ষ সাক্ষ্যের সমর্থনে কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই। দরখাস্তকারী নিজেকে প্রতিপক্ষ মিলের "ইষ্টার্ণ জুট মিল মজদুর ইউনিয়ন, রেজিঃ নং ৩০" এর নেতা ও তার ধারাবাহিক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কিত নিম্নলিখিত কাগজাদি দালিল করে ঃ

১। ১৯৯৩ সালে ইষ্টার্ণ জুট মিল মজদুর ইউনিয়ন (সিবিএ) দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে উত্তীর্ণ প্রতিনিধিদের তালিকা।

১ (ক) ইষ্টার্ণ জুট মিল মজদুর ইউনিয়ন এর সাধারণ নির্বাচন' ৯৯ এর চূড়ান্ত ফলাফল

১ (খ) ইষ্টার্ণ জুট মিল মজদুর ইউনিয়নের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যাসহ ফলাফল।

১ (গ) দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ কর্তৃক ৩১-০১-২০০৪ তারিখের টার্মিনেশন আদেশ পত্র।

১ (ঘ) দরখাস্তকারীর ১৫-০২-২০০৪ তারিখের গ্রিভেন্স পিটিশন

১ (ঙ) পোষ্টাল রসিদ।

বিচার্য বিষয় নং ১ ঃ দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কি-না

বাদীর দাখিলী আরজি, প্রতিপক্ষের লিখিত জবাব এবং পি, ডব্লিউ-১, দরখাস্তকারী আঃ রাজ্জাক ও ও, পি ডব্লিউ-১, জামির হোসেইন খান-এর জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী নিজেকে প্রতিপক্ষ মিলের স্পিনিং বিভাগের স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে দাবী করেছেন। যা প্রতিপক্ষ লিখিত ও মৌখিক কোনভাবে অস্বীকার করেননি। কাজেই এ আদালত মনে করেন যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক ছিলেন। একারণে ১ নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

বিচার্য বিষয় নং ২ ঃ দরখাস্তকারীকে তার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য টার্মিনেট করা হয়েছে কি-না।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারী ১৮-১২-১৯৬৭ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলের স্পিনিং বিভাগে ' ক ' পালায় লিষ্টম্যান পদে স্থায়ী পদে নিয়োগলাভ করেন। তিনি চাকুরী জীবনের শুরু থেকে প্রতিপক্ষ মিলের "ইষ্টার্ণ জুট মিল মজদুর ইউনিয়ন, রেজিঃ নং ৩১" এর চাঁদাদাতা সদস্য পদ গ্রহণে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হন। তিনি সি, বি, এ ইউনিয়নের

কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে ১৯৭৮—৮০, ৮৮—৯০, ৯৩—৯৫ ও ৯৯—২০০১ সন মেয়াদের জন্য সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি আরও বলেন যে, দরখাস্তকারী আঃ রাজ্জাক এ আদালতে হলফনামা পাঠ করে তার সাক্ষ্যে নিজেকে সি, বি, এ নেতা ও গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট দাবী করেছেন। যা প্রতিপক্ষ জেরায় মিথ্যা প্রমাণে আগ্রহী হন নাই। ফলে প্রতিপক্ষ কর্তৃকই স্বীকৃত যে তিনি একজন স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট এবং তার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য চাকুরী হতে ৩১-১-২০০৪ তারিখে চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয়েছে। এ কারণে এ টার্মিনেশন আদেশটি অবৈধ। তিনি এ অবৈধ টার্মিনেশন আদেশ রদ ও রহিতক্রমে পূর্ণ বকেয়া মজুরী ভাতাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ মিলের নির্মাণ বিভাগের প্রধান জনাব জামির হোসাইন আদালতে হলফনামা পাঠ করে ও, পি ডব্লিউ-১ হিসাবে মিলের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। দরখাস্তকারী পক্ষ তাকে জেরাও করেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন যে, দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত টার্মিনেশন আদেশটি সহজ, সরল ও নির্দোষ। কিন্তু তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে নিজে বা ও, পি ডব্লিউ-১ আদালতের সামনে মৌখিক বা দালিলিক প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন না করে বরং দাবী করেন যে, দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ মিলে প্রয়োজন নাই, তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট বা সি, বি, এ নেতা ছিলেন না। তিনি আরও বলেন যে, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারার বিধান মোতাবেক আইনী অধিকার প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত ৩১-১-২০০৪ তারিখের টার্মিনেশন আদেশটি সহজ, সরল দাবী করে দরখাস্তকারীর মিথ্যা উক্তিতে আনীত এ মামলা খারিজের প্রার্থনা জানান।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত বক্তব্য, দাখিলী কাগজপত্র ও নথি পর্যালোচনা করা হল। দরখাস্তকারীর জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি ১৯৭৮ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মোট ৪বা "ইষ্টার্ণ জুট মিল মজদুর ইউনিয়ন" এর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে শ্রমিকদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। ও, পি ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি তার জবানবন্দি ও জেরায় স্বীকার করেছেন যে, দরখাস্তকারী একজন গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ও প্রতিপক্ষ মিলের সি, বি, এ নেতা ছিলেন। দরখাস্তকারীর দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী =১ সিরিজ পর্যালোচনায় দরখাস্তকারীর বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়। কাজেই দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ মিলের একজন গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ও সি, বি, এ নেতা বলে আদালত মনে করেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারীকে চাকুরী হতে টার্মিনেট করার পর উক্ত পদ বিলুপ্ত বা নতুন লোক নিয়োগ করা হয় নাই। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারী বা তার নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী এ দাবী অস্বীকার করেন নাই। কাজেই নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায় যে দরখাস্তকারীর ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার জন্য চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয়েছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের দাবীমতে দরখাস্তকারীর টার্মিনেশন আদেশটি সহজ, সরল ও নির্দোষ প্রকৃতির নয় বলে আদালত মনে করেন। কাজেই ২নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

বিচার্য বিষয় নং ৩ ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকার কি-না।

১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় দুইটি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হয়েছে বিধায় এ মামলায় দরখাস্তকারী প্রতিকার পেতে অধিকারী। তবে মামলা সার্বিক দিক এবং মিলের বর্তমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় বকেয়া মজুরী প্রদানের আদেশ দেয়া সমীচীন হবে না বলে মিলের আদালত মনে করেন। এ কারণে দরখাস্তকারীর মামলাটি আংশিক মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতত্রব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর মামলাটি দোতরফা সূত্রে আংশিক মঞ্জুর করা হল। দরখাস্তকারীর চাকুরী টার্মিনেশনের আদেশ রদ ও রহিতক্রমে বিনা বকেয়া মজুরীতে চাকুরীর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো। এ আদেশ রায় ঘোষণার ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং সি ০৬/২০০৪

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দিন মাহ্‌ফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব রফিকুল ইসলাম
২। জনাব লোকমান হাকিম

১। মোঃ আলাউদ্দিন, পিতা আঃ ছাত্তার বেপারী, সাং ও পোঃ সেলিমপুর, থানা মুলাদি, জেলা বরিশাল—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। ইষ্টার্ণ জুট মিল লিঃ,পক্ষে, উপ-মহাব্যবস্থাপক, সাং ও পোঃ আটরা শিল্প এলাকা, জেলা খুলনা—**প্রতিপক্ষ।**

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব এস, এ, মহসীন।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মুন্সী আবদুল হামিদ।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৪- ৩-২০০৫

রায়ের তারিখ ঃ ১৫- ৩-২০০৫

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারামতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি ১৭-৪-১৯৭৮ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে সাধারণ পালায় পিন বয় পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি চাকুরী জীবনের শুরু প্রতিপক্ষ মিলের ইষ্টার্ণ জুট মিল মজদুর ইউনিয়নের চাঁদাদাতা সদস্য হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি উক্ত সি, বি, এ ট্রেড ইউনিয়নের কার্য নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে বিভিন্ন সময় অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৪—৮৬, ১৯৮৮—৯০, ১৯৯৩—৯৫ এবং ১৯৯৯-২০০১ সনের জন্য ইউনিয়নের কার্য নির্বাহী পরিষদে সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। তিনি জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশ এর আটরা শিরোমণি আঞ্চলিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি আটরা শিরোমণি আঞ্চলিক কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত আছেন। প্রতিপক্ষ মিলে সি, বি, এ ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকায় শ্রমিক স্বার্থে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠনে দরখাস্তকারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করা, মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা উত্তোলন করে অধিকতর লাভজনক একাউন্টে জমা করার নাম করে পরবর্তীতে তা জমা না করায় এবং উত্তোলিত টাকা থেকে শ্রমিকদের কোন লোন প্রদান না করায় আন্দোলন কর্মসূচিতে দরখাস্তকারীর নেতৃত্ব দেয়ায় প্রতিপক্ষ মিলের কর্মকর্তাগণ বিরাগভাজন হন। এছাড়া ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার পূববর্তী সময়ে মিলের একাউন্টে টাকা না থাকার অজুহাতে শ্রমিক কর্মচারীদের প্রাপ্য মজুরী ভাতাদি ও বোনাস প্রদান করা সম্ভব হবে না মর্মে মিল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দেন। শ্রমিকদের ৮ সপ্তাহের মজুরী ও কর্মচারীদের তিন মাসের বেতন বাকী পড়ার পর এ ধরনের ঘোষণায় সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে ভয়ানক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে সি, বি, এ ইউনিয়নের নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মেয়াদ শেষ হলেও মিল কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া থেকে সি, বি, এ কর্মকর্তাগণ বিরত থাকেন। এছাড়া প্রাক্তন শ্রমিকদের মিলের নিকট প্রাপ্য পাওনাদি পরিশোধে মিল কর্তৃপক্ষের অনাগ্রহ এবং সি, বি, এ কর্তকর্তাগণের এ সকল ব্যাপারে নির্বিকার ভূমিকায় আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং দরখাস্তকারী নেতৃত্ব দেন। এমতাবস্থায় ৩১-১-২০০৪ তারিখে দরখাস্তকারীসহ উক্ত আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ১২ জন শ্রমিককে টার্মিনেট করেন। দরখাস্তকারী উক্ত টার্মিনেশন আদেশ ১৯-২-২০০৪ তারিখে প্রাপ্ত হয়ে ১৫-২-২০০৪ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবর গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন। উক্ত গ্রিভেন্স পিটিশন প্রাপ্তে প্রতিপক্ষ উহা নিরসন করেন নাই। একারণে দরখাস্তকারী বাধ্য হয়ে উক্ত ৩১-০১-২০০৪ তারিখের টার্মিনেশন আদেশ নং ই জে এম/শ্রম/মানস্ত্রিক-২১৯২ তার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য ভিকটিমাইজেশন সাব্যস্তে রদ ও রহিত করতঃ বকেয়া মজুরী ও ভাতাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সংক্ষেপে জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের চাকুরী ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উক্ত আইনের ১৯ ধারায় কোন শ্রমিক ইচ্ছা করলে ইস্তফা দিয়ে সেলপ টার্মিনেশন হতে পারেন, অন্যদিকে মিল কর্তৃপক্ষ যে কোন শ্রমিককে কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে চাকুরী হতে টার্মিনেট করতে পারেন। এ মামলার দরখাস্তকারীকে ৩১-১-২০০৪ তারিখে টার্মিনেশন করা হয়েছে এবং আইনানুগ ভাবে নোটিশ পে-সহ গ্রাচুইটি ও অন্যান্য পাওনাদি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। উক্ত পত্রে দরখাস্ত কারীর বিরুদ্ধে কোনরূপ দোষারোপ করা হয় নাই। সুতরাং সংগত কারণে দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত টার্মিনেশন আদেশটি আইনানুগভাবে সরল টার্মিনেশন আদেশ। দরখাস্তকারী ২০০৩ সালে সি, বি, এ নেতা ছিলেন না বা নির্বাচিতও হন নাই। তার দাবী মতে শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কোনরূপ আন্দোলন হয় নাই বা তার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড ঐ সময় ছিল না বা করারও কোন আবশ্যকতা ছিল না। তিনি নিজেকে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট দেখানোর অপচেষ্টা করেছেন মাত্র। প্রতিপক্ষ মিলটি স্বীকৃত যে, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত মিল। এর প্রকল্প প্রধানসহ সকল কর্মকর্তাগণ বদলী সূত্রে স্বল্পকালের জন্য মিলে আসেন আবার বদলী হয়ে অন্যত্র চলে যান। দরখাস্তকারীর সাথে তাদের কোনরূপ ব্যক্তিগত অক্রোশ বা শত্রুতা নাই বা কোনরূপ বেআইনী আচরণও করা হয় নাই। প্রতিপক্ষ শুধু মাত্র আইনী অধিকার প্রয়োগ করেছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাতপণ্যের ব্যবহার কমে যাওয়ায় উৎপাদিত পণ্যে ক্রমান্বয়ে লোকসান যাচ্ছে। এছাড়া মিলটি বর্তমানে ব্যাংক ও অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কোটি কোটি টাকা লোকসানের দেনায় জর্জরিত। স্পষ্ট স্বীকৃত ব্যতীত দরখাস্তকারীর আর্জির সকল বক্তব্য অস্বীকার করে এ মামলা খারিজের প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কি-না।

২। দরখাস্তকারীকে তার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয়েছে কি-না।

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয়পক্ষ আদালতে মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। প্রতিপক্ষ মামলার সমর্থনে কোন কাগজ পত্র দাখিল করেননি। দরখাস্তকারী পক্ষ মামলার সমর্থনে কাগজপত্র দাখিল করেছেন। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণ স্ব স্ব মামলার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি উপস্থাপন করেন।

বিচার্য বিষয় নং ১ ঃ দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কি-না।

এ মামলার আর্জিতে দরখাস্তকারী নিজেকে প্রতিপক্ষ মিলের যান্ত্রিক বিভাগে পিন বয় পদের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে দাবী করেছেন এবং পি ডব্লিউ-১ হিসাবে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকালে উক্ত দাবীর পুনরুল্লেখ করেছেন। যা প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত ৩১-১-২০০৪ তারিখের টার্মিনেশন পত্রে স্বীকৃত। এ কারণে ১ নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

বিচার্য বিষয় নং ২ ঃ দরখাস্তকারীকে তার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয়েছে কি-না।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে ১৯৭৮ সালে স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রাপ্তির পত্র হতেই "ইষ্টার্ণ জুট মিল মজদুর ইউনিয়ন" এর চাঁদা দাতা সদস্য পদ লাভে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ৮৪—৮৬, ৮৮—৯০ এবং ১৯৯৯—২০০১ সালের উক্ত ইউনিয়নের সাধারণ নির্বাচনে কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের অংশগ্রহণে আটরা শিরোমণি আঞ্চলিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য থাকেন। বর্তমানে তিনি আটরা শিরোমণি আঞ্চলিক কমিটির সহ-সভাপতি দায়িত্বে আছেন। তিনি মোট ৪ বার সি,বি,এ কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়ে শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে মিল কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথ সভায় দরকষাকষি করেছেন। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ের শ্রমিক নেতা হওয়ায় সি, বি, এ এর প্রতিনিধিদের সাথে দরকষাকষি সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিপক্ষ শ্রমিক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা উত্তোলনপূর্বক অধিকতর লাভজনক খাতে জমা করার নাম করে পরবর্তীতে জমা না করা, শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড লোন অনুমোদন না করা, ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা এর পূর্ববর্তী সময়ে শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরী বেতন বোনাস প্রদান সম্ভব হবে না ঘোষণা দেয়া, ক্ষমতাসীন সি, বি, এ নেতাদের নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দেয়া থেকে বিরত থাকতে মিল কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও প্রাক্তন শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ কর্তৃপক্ষের অনাগ্রহ ইত্যাদি কারণে সি, বি, এ কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বিকার ভূমিকায় জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ নেতৃত্ব দেয়ার প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীসহ ১২ জন শ্রমিক চাকুরী হতে টার্মিনেশন করেন। দরখাস্তকারীর এ টার্মিনেশন আদেশ আদৌ সহজ, সরল বা নির্দেশ প্রকৃতির নয়। তার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে খর্ব করার জন্য চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয়েছে। দরখাস্তকারীকে টার্মিনেশন করার পর প্রতিপক্ষ উক্ত পদটি বিলুপ্ত ঘোষণাও করেন নাই। একারণে বিজ্ঞ আইনজীবী প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত ৩১-১-২০০৪ তারিখের টার্মিনেশন আদেশটি বে-আইনী, অন্যায় অবৈধ দাবী করে উক্ত আদেশ রদ ও রহিতক্রমে পূর্ণ বকেয়া মজুরী ভাতাদিসহ পুনর্বহালের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর প্রয়োজন না থাকায় ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারাব বিধানমতে সহজ, সরল ও সাধারণভাবে চাকুরী হতে টার্মিনেশন করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিলের কোন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রশমন বা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য দরখাস্তকারীকে চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয় নাই। দরখাস্তকারীর চাকুরী টার্মিনেশনের ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারায় মালিক কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত আইনী অধিকার প্রয়োগ করা হয়েছে মর্মে দাবী করে দরখাস্তকারীর মিথ্যা উক্তিতে আনীত মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত বক্তব্য, সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী ১—৪ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে তিনি একাধিকবার সি, বি, এ এর কার্যনিবার্হী কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন কমিটিতে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন

করেছেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর এ সকল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের বিষয় খন্ডন করার চেষ্টা করেন নি বরং ও, পি ডব্লিউ-১ সাক্ষ্যদানকালে প্রতিপক্ষ মিলের মজদুর ইউনিয়ন এর নির্বাচিত সহ-সভাপতি ছিলেন মর্মে স্বীকার করেছেন। এ কারণে দরখাস্তকারী একজন গুরুত্বপূণ্য ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ও প্রতিপক্ষ মিলের সি, বি, এ নেতা ছিলেন তা স্বীকৃত। এ কারণে আদালত মনে করেন যে, দরখাস্তকারী একজন গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ও সি, বি, এ নেতা হিসাবে বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ায় মিল কর্তৃপক্ষ রুষ্ট হন এবং তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য শৃংখলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারায় বর্ণিত সুযোগ গ্রহণে চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয়েছে। উক্ত পদটি বিলুপ্ত বা নতুন কোন লোকও নিয়োগ করা হয় নাই। অতএব, দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত ৩১-১-২০০৪ তারিখের টার্মিনেশন আদেশটি আইনতঃ অবৈধ ও বাতিলযোগ্য। দরখাস্তকারী টার্মিনেশন আদেশ প্রাপ্তির পর শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনে বর্ণিত মেয়াদে মধ্যে প্রতিপক্ষ বরাবর গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ ও এ আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। এমতাবস্থায়, দরখাস্তকারী এ মামলায় প্রতিকার পেতে অধিকারী বলে আদালত মনে করেন।

বিচার্য বিষয় নং ৩ ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

১ ও ২ নং বিচার্য বিষয় দুইটি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে বিধায় এ মামলায় দরখাস্তকারী প্রতিকার পেতে অধিকারী। তবে এ মামলার সার্বিক দিক এবং প্রতিপক্ষ মিলের বর্তমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় দরখাস্তকারীকে বকেয়া মজুরী প্রদানের আদেশ প্রদান করা সমীচীন হবে না বলে আদালত মনে করেন। এ কারণে দরখাস্তকারীর মামলাটি আংশিক মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর মামলাটি দোতরফা সূত্রে আংশিক মঞ্জুর করা গেল। দরখাস্তকারীর চাকুরীর টার্নিমেশন আদেশ রদ ও রহিতক্রমে বিনা বকেয়া মজুরীতে চাকুরীর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো। এ আদেশ রায় ঘোষণার ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহ্‌ফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং সি-৭/২০০৪।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহ্‌ফুজ,
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম
২। জনাব আ,ব, ম, নুরুল আলম

১। আবদুল মজিদ মোল্যা, পিতা মোঃ সুলতান মোল্যা, সাং বরনপাড়া, পোঃ সামোদর, জেলা খুলনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ, পক্ষে উপ-মহাব্যবস্থাপক, সাং ও পোঃ আটরা শিল্প এলাকা, জেলা খুলনা—প্রতিপক্ষ।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব এস,এ মহসীন।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম জনাব মুন্সী আবদুল হামিদ।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৩-৩-২০০৫ খ্রিঃ

রায়ের তারিখ ঃ ১৫-৩-২০০৫ খ্রিঃ

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর নিবেদন হলো যে, তিনি প্রতিপক্ষ মিলে ১-১-১৯৭৫ ইং তারিখে প্রিপেয়ারিং বিভাগে 'খ' পালায় ড্রইং লিডার পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে ইষ্টার্ণ জুট মিল মজদুর ইউনিয়ন এর চাঁদাদাতা সদস্য পদ গ্রহণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে জড়িত হন। তিনি ১৯৯৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশ এর খুলনা জেলা কমিটিরকার্য নির্বাহী সদস্য, শিরোমণি আটরা আঞ্চলিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক এর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ফেডারেশনের ইষ্টার্ন জুট মিল কারখানা কমিটির সম্পাদক এবং প্রতিপক্ষ মিলের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ট্রাষ্টি বোর্ডের শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রতিপক্ষ মিলে সি, বি, এ ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকায় শ্রমিক স্বার্থে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠনে দরখাস্তকারীর অগ্রণী ভূমিকা পালন করা, মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিক

কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা উত্তোলন করে অধিকতর লাভজনক একাউন্টে জমা করার নাম করে পরবর্তীতে তা জমা না করায় এবং শ্রমিকদের মধ্যে উত্তোলিত টাকা থেকে লোন প্রদান না করায় আন্দোলন কর্মসূচিতে দরখাস্তকারীর নেতৃত্বে দেওয়ায় দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের কর্মকর্তাগণের বিরাগভাজন হন। এছাড়া ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার পূর্ববর্তী সময়ে মিলের একাউন্টে টাকা না থাকার অজুহাতে শ্রমিক কর্মচারীদের প্রাপ্য মজুরী ভাতাদি ও বোনাস প্রদান সম্ভব হবে না মর্মে মিল কর্তৃপক্ষ জানান। শ্রমিকদের ৮ সপ্তাহের মজুরী ও কর্মচারীদের তিন মাসের বেতন বাকী পড়ার পর এ ঘোষণায় সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে ভয়ানক ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ইতিমধ্যে সি, বি, এ ইউনিয়নের নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মেয়াদ শেষ হলেও মিল কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া থেকে সি, বি, এ কর্মকর্তাগণ বিরত থাকেন। এছাড়া মিল কর্তৃপক্ষ প্রাক্তন শ্রমিকদের মিলের নিকট প্রাপ্য পাওনাদি পরিশোধে অনাগ্রহ এবং সি, বি, এ কর্মকর্তাগণের এ সকল ব্যাপারে নির্বিকার ভূমিকায় আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং শ্রমিকদের দাবী মতে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের যৌথ নেতৃত্বে দরখাস্তকারী বাধ্য হন। এমতাবস্থায় ৩১-১-২০০৪ তারিখে দরখাস্তকারীসহ উক্ত আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ১২ জন শ্রমিককে টার্মিনেট করেন। ৩১-১-২০০৪ তারিখে দরখাস্তকারীর চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হলেও তা প্রদান না করে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করেন যা দরখাস্তকারী ০৯-০২-২০০৪ তারিখে প্রাপ্ত হন এবং ১৫-২-০৪ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন। প্রতিপক্ষ উক্ত গ্রিভেন্স পিটিশন প্রাপ্ত নিরসন না করায় অত্র মামলা দায়ের করে প্রতিপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত ৩১-০১-২০০৪ ইং তারিখের টার্মিনেশন আদেশ নং ইজেএম/শ্রম/কিপ্রপে/২১৮৬ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য ভিকটিমাইজেশন আদেশ সাব্যস্তে রদ ও রহিত করে বকেয়া মজুরী ভাতাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ দানে প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের চাকুরী ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উক্ত আইনের ১৯ ধারায় কোন শ্রমিক ইচ্ছা করলে ইস্তফা দিয়ে সেলফ টার্মিনেশন হতে পারেন, অন্যদিকে মিল কর্তৃপক্ষ যে কোন শ্রমিককে কোনরুপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে চাকুরী হতে টার্মিনেট করতে পারেন। এ মামলার দরখাস্তকারীকে ৩১-১-২০০৪ তারিখের টার্মিনেশন করা হয়েছে এবং আইনানুগ ভাবে নোটিশ পে-সহ গ্রাচুইটি ও অন্যান্য পাওনাদি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। উক্ত পত্রে দরখাস্ত কারীর বিরূদ্ধে কোনরূপ দোষারোপ করা হয় নাই। সুতরাং সংগত কারণে দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত টার্মিনেশন আদেশটি আইনানুগ ভাবে সরল টার্মিনেশন আদেশ। দরখাস্তকারী ২০০৩ সালে সি, বি, এ নেতা ছিলেন না বা নির্বাচিত হন নাই। তাঁর দাবী মতে শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কোনরুপ আন্দোলন হয় নাই বা তাঁর কোন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড ঐ সময় ছিল না বা করারও কোন আবশ্যকতা ছিল না। তিনি নিজেকে অত্যান্ত গুরূত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট দেখানোর অপচেষ্টা করেছেন মাত্র। প্রতিপক্ষ মিলটি স্বীকৃত যে, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত মিল। এর প্রফুল্ল প্রধানসহ সকল কর্মকর্তাগণ বদলী সূত্রে স্বল্পকালের জন্য মিলে আসেন আবার বদলী হয়ে অন্যত্র চলে যান। দরখাস্তকারী সাথে তাদের কোনরুপ ব্যক্তিগত আক্রোশ বা শত্রুতা নাই বা কোনরূপ বে-আইনী আচরণও করা হয় নাই। প্রতিপক্ষ শুধুমাত্র আইনী অধিকার প্রয়োগ করেছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত পণ্যের ব্যবহার কমে যাওয়ায় উৎপাদিত পণ্য ক্রমান্বয়ে লোকসান যাচ্ছে। এছাড়া মিলটি বর্তমানে ব্যাংক ও অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কোটি কোটি টাকা লোকসানের দেনায় জর্জরিত। স্পষ্ট স্বীকৃত ব্যতীত দরখাস্ত কারীর আর্জির সকল বক্তব্য অস্বীকার করে এ মামলা খারিজের প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয়

(১) দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কি-না।

(২) দরখাস্তকারীকে তাঁর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয়েছে কি-না।

(৩) দরকাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয়পক্ষ আদালতে মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। প্রতিপক্ষ মামলার সমর্থনে কোন কাগজপত্র দাখিল করেননি। দরখাস্তকারী পক্ষ তাঁর মামলা প্রমাণের জন্য কাগজ পত্র দাখিল করেছেন। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণ স্ব স্ব মামলার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি উপস্থাপন করেন।

বিচার্য বিষয়ঃ নং ১ দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কি-না।

এ মামলার আর্জিতে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের প্রিপেয়ারিং বিভাগের স্থায়ী শ্রমিক দাবী করেছেন এবং পরবর্তীতে পি, ডব্লিউ ১ হিসাবে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকালে একই দাবীর পুনরুল্লেখ করেছেন যা প্রতিপক্ষ অস্বীকার করেননি বরং স্বীকার করেছেন। ফলে দেখা যায় যে দরখাস্তকারী যে প্রতিপক্ষ মিলের একজন স্থায়ী শ্রমিক তা স্বীকৃত। এ কারণে ১নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

বিচার্য বিষয় নং ২ ঃ দরখাস্তকারীকে তার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয়েছে কি-না।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারী ১-১-১৯৭৫ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ মিলের প্রিপেয়ারিং বিভাগে "ড্রইং ফিডার" পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। চাকুরী জীবনের শুরু হতেই তিনি প্রতিপক্ষ মিলে "ইষ্টার্ণ জুট মিল মজদুর ইউনিয়ন, রেজি নং ৩১" এর চাঁদাদাতা সদস্যপদ লাভে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯৯৩ সালের উক্ত ইউনিয়নের সাধারণ নির্বাচনে কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের খুলনা জেলা কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য, শিরোমনি আটরা আঞ্চলিক কমিটির ও ইষ্টার্ণ জুট মিলের কারখানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্টি বোর্ডের শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ২ বার সি, বি, এ প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়ে শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মিল কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথ সভায় দরকষাকষি করেছেন। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ের শ্রমিক নেতা হওয়ার কারণে সি, বি, এ এর প্রতিনিধিদের সাথে মিল কর্তৃপক্ষের দরকষাকষি যৌথ সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিপক্ষ শ্রমিক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা উত্তোলন করে অধিকতর লাভজনক খাতে জমা করার নাম করে পরবর্তীতে জমা না করা, শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের লোন অনুমোদন না করা, ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহার পূর্ববতী সময়ে শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরী-বেতন, বোনাস প্রদান সম্ভব না হওয়ায়

ঘোষণা দেয়া, নির্বাচিত সি, বি, এ প্রতিনিধিদের মেয়াদান্তে নতুন নির্বাচনের জন্য সি, বি, এ এর ঘোষণা দেয়া থেকে বিরত থাকতে মিল কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং প্রাক্তন শ্রমিকদের খাজনা পরিশোধ কর্তৃপক্ষের অনাগ্রহ ইত্যাদি কারণে সি, বি, এ এর নির্বিকার ভূমিকায় সংগঠিত আন্দোলনে সি, বি, এ এর বাইরের জাতীয় পর্যায়ের শ্রমিক স্থানীয় নেতৃবৃন্দ নেতৃত্ব দেয়ায় প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীসহ আরো ১২ জনকে চাকুরী হতে টার্মিনেট করে। দরখাস্তকারীর এ টার্মিনেশন আদেশ আদৌ সহজ, সরল বা নির্দোষ নয়। দরখাস্তকারীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মতৎপরতাকে খর্ব করার জন্য প্রতিপক্ষ তাকে চাকুরী হতে টার্মিনেট করেছে। এছাড়া দরখাস্তকারীর টার্মিনেশনের পর প্রতিপক্ষ উক্ত পদটি বিলুপ্ত বা নতুন শ্রমিক নিয়োগ করেন নাই। বিজ্ঞ আইনজীবী প্রতিপক্ষের ৩১-০১-২০০৪ তারিখে দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত টার্মিনেশন আদেশটি তার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দাবী করে উক্ত আদেশ রদ ও রহিতক্রমে পূর্ণ বকেয়া মজুরী ভাতাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশের প্রার্থনা জানান।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলে দরখাস্তকারীর প্রয়োজন না থাকায় ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারার বিধানমতে সহজ, সরল ও সাধারণভাবে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হতে টার্মিনেশন করা হয়েছে। দরখাস্তকারী ২০০৪ সি, বি, এ প্রতিনিধি ছিলেন না বা তার কোন ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতা ছিল না। দরখাস্তকারী নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট বা জাতীয় পর্যায়ের শ্রমিক নেতা দাবী করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো বলেন যে, দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ মিলের কোন কর্মকর্তার আক্রোশ প্রশমন বা ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য টার্মিনেট করা হয় নাই। বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত ৩১-১-২০০৪ তারিখের টার্মিনেশন আদেশকে ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারায় মালিক কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত আইনী অধিকার সহজভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে মর্মে দাবী করে দরখাস্তকারীর মিথ্যা উক্তিতে আনীত মোকদ্দমা খারিজের প্রার্থনা জানিয়েছেন।

আদালতে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের উপস্থাপিত বক্তব্য, সাক্ষীদের সাক্ষ্য দাখিলী কাগজপত্র ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারী আবদুল মজিদ মোল্যা পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে আর্জিত সমর্থনে বক্তব্য পেশ ও কাগজ পত্র দাখিল করেছেন। সাক্ষ্যদানকালে প্রতিপক্ষ মিলের সি, বি, এ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে ১৯৯৩ ও ১৯৯৯ সালে নির্বাচিত সহ-সাধারণ সম্পাদক ছিলেন দাবী করে কাগজপত্র দাখিল করেন যা প্রদঃ ১ ও ১/ক চিহ্নিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, তিনি বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন, খুলনা জেলা কমিটির কার্য্যনির্বাহী সদস্য, আটরা শিরোমনি অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিটি ও ইষ্টার্ণ জুট মিলের কারখানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর এ বক্তব্য খন্ডন করার চেষ্টা করেননি। এ কারণে দরখাস্তকারী যে একজন গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ও সি, বি ,এ নেতা ছিলেন একথা প্রতিষ্ঠিত। পি, ডব্লিউ-১ সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, শ্রমিক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা উত্তোলনপূর্বক অধিকতর লাভজনক খাতে জমা করার কথা বলেও তা জমা না করা, ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহার পূর্ববর্তী সময়ে মিলের একাউন্টে টাকা না থাকার অজুহাতে শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন, মজুরী, বোনাস পরিশোধ করা সম্ভব হবে না ঘোষণা দেয়া ইত্যাদি কারণে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠে এবং দরখাস্তকারী এ আন্দোলনে নেতৃত্ব তাকে চাকুরী হতে টার্মিনেট করে।

পি, ডব্লিউ-১ এর জেরা, ও,পি,ডব্লিউ-১ এর জাবানবন্দির কোথাও দরখাস্তকারীর এ দাবী প্রতিপক্ষ নাকোচ বা অস্বীকার করেন নি। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী একজন গুরুত্বপূর্ন ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। সে কারণেই প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর উপর রুষ্ট হন এবং তার বিরুদ্ধে শৃংখলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ। ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারায় বর্ণিত টার্মিনেশনের সুযোগ গ্রহণ করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীর ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার কারণে চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয়েছে। অতএব, উক্ত টার্মিনেশন আদেশ আইনতঃ অবৈধ ও বাতিলযোগ্য।

দাখিলী কাগজপত্র থেকে দেখা যায় যে দরখাস্তকারীকে ৩১-১-২০০৪ তারিখে চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয়। তিনি ১৫-২-২০০৪ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন যা অত্র আদালতে প্রদর্শনী ৩ ও পোষ্টাল রশিদ প্রর্দশনী ৩/ক চিহ্নিত হয় এবং দরখাস্তকারী ৪-৩-২০০৪ তারিখে অত্র আদালতে মামলা দায়ের করেন। মেয়াদের মধ্যে গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ ও মামলাদায়ের করায় এ মামলা আইনতঃ রক্ষনীয়। এ মামলায় দরখাস্তকারী প্রতিকার পেতে অধিকারী বলে আদালত মনে করে।

বিচার্য বিষয় নং ৩ ঃ **দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকার কিনা।**

১ ও ২নং বিচার্য বিষয় দুইটি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হয়েছে বিধায় এ মামলায় দরখাস্তকারী প্রতিকার পেতে অধিকারী। তবে মামলায় সার্বিক দিক এবং মিলের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় দরখাস্তকারীকে বকেয়া মজুরী প্রদানের আদেশ প্রদান করা সমীচীন হবে না বলে আদালত মনে করেন। এ কারণে দরখাস্তকারীর মামলাটি আংশিক মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর মামলটি দোতরফা সূত্রে আংশিক মঞ্জুর করা গেল। দরখাস্তকারীর চাকুরী টার্মিনেশনের আদেশ রদ ও রহিতক্রমে বিনা বকেয়া মজুরীতে চাকুরীর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো। এ আদেশ ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মোকদ্দমা নং সি-৪১/২০০৪।

উপস্থিতঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহ্‌ফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্যঃ ১। জনাব পুলিন বিহারী বিশ্বাস।

২। জনাব আ, খ, ম, নুরুল আলম।

১। মোঃ জয়নাল, পিতা মৃত সাহেব আলী, সাং বাউনকাঠি , ডাকঘর কদমতলা, হাল সাং প্রাক্তন ওয়াইন্ডার, ইবি নং ২৩১০, পিপলস নিউ কলোনী, শহর খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—দরখাস্তকারী

বনাম

১। পিপলস জুট মিলস লিঃ, সাং বি, আই, ডি, সি, রোড, টাউন খালিশপুর, ডাকঘর খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা।

২। মহাব্যবস্থাপক, পিপলস জুট মিলস লিঃ, সাং বি, আই, ডি, সি, রোড, শহর খালিশপুর, থানা খালিশপুর, জেলা খুলনা—প্রতিপক্ষগণ।

দরখাস্তকারী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নামঃ জনাব আ, ফ, ম, মহসীন।

প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নামঃ জনাব মোঃ মোফাককার হোসেন।

শুনানীর তারিখঃ ১৪-০৩-২০০৫ খ্রিঃ

রায়ের তারিখঃ ১৬-০৩-২০০৫ খ্রিঃ

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মতে একটি দরখাস্ত।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর বক্তব্য হলো যে, তিনি প্রতিপক্ষের অধীনে ১৭-১১-৭৯ ইং তারিখে কপ ওয়াইন্ডার পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তাকে ২৬-০৯-২০০৪ ইং তারিখে বিনা কারণে অপ্রকাশিত ভাবে অবসান করেন। তিনি চাকুরী জীবনের শুরু হতেই পিপলস জুট মিলস ওয়ার্কর্স ইউনিয়নের চাঁদা দাতা সদস্য পদ গ্রহণে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে জড়িত হন। সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য গ্রহণযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৮৬ সালের সি, বি, এ নির্বাচনে ডেলিগেট মেম্বার পদে নির্বাচন করে পরাজিত হন এবং ১৯৮৯ সালে পুনরায় নির্বাচন করে জয়ী হন। পরবর্তীতে ঐ পদে ১৯৯২ সালের নির্বাচনে পরাজিত হন। ১৯৯০ সালের সি, বি, এ

নির্বাচনে সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন পত্র দিলেও তাহা বাতিল হওয়ায় উক্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নাই। দরখাস্তকারীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডে জোরালোভাবে জড়িত থাকায় পিপলস জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এর তৎকালীন সি, বি, এ সাধারণ সম্পাদককে শ্রমিকরা মারধর করায় মৃত্যুবরণ করে। এ কারণে তার লোকজন দরখাস্তকারীকে মারধর করে পুলিশে সোপর্দ করে। হত্যা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের না করলেও প্রতিপক্ষ মৃত সাধারণ সম্পাদকের লোকজনের চাপে অন্যায়ভাবে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হতে টারমিনেট করেন। পরে ভুল বুঝতে পেরে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর চাকুরীচ্যুত কালকে ছুটি হিসেবে গন্য করে চাকুরীতে পুর্নবহাল করেন। পরবর্তীতে টাকা কর্জ দেয়া নেয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষ ০৯-০৪-২০০২ ইং তারিখে পুনরায় দরখাস্তকারীকে চাকুরী হতে টার্মিনেট করায় তিনি এ আদালতে সি-২২/০২ নং মামলার রায়ে চাকুরী ফিরে পান। দরখাস্তকারী ২৯-১২-২০০২ ইং তারিখের ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ নির্বাচনে সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। প্রতিপক্ষ ২৫-৯-২০০৪ ইং তারিখের আদেশে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হতে টার্মিনেট করলে ৯-১০-২০০৪ ইং তারিখ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবরে গ্রভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন। প্রতিপক্ষ উক্ত গ্রিভেন্স পিটিশন প্রাপ্তে কোন জবাব না দেয়ায় বাধ্য হয়ে এ মামলা দায়ের করে। ২৫-৯-২০০৪ তারিখের শ্রমঃ ৩৪৫/২০০৪ নং পত্রের টার্মিনেশন আদেশ রদ ও রহিত করে পূর্ণ বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনঃবহাল এর আদেশ দানের প্রার্থনা করেছেন।

প্রতিপক্ষ আদালতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে প্রতিপক্ষের নিবেদন হলো যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত মিল এবং লিমিটেড কোম্পানী। ইহা বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণে বিধি মোতাবেক পরিচালিত হয়। এ কারণে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে মামলায় পক্ষভুক্ত না করে শুধুমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করায় তিনি রায় পেলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা কার্যকর করতে পারবেন না বিধায় বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত করে ঢাকার দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দাখিল ভিন্ন এ আদালতে এ মামলা চলতে পারে না। দরখাস্তকারী এই প্রতিপক্ষের ১ নং মিলের 'খ' পালায় কপওয়েন্ডিং বিভাগে কপ ওয়েন্ডার পদে ১৭-১১-৭৯ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন। তাকে ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯(১) ধারা মতে সূত্র নং শ্রম ৩৪৫/০৪ তারিখ ২৫-৯-০৪ মোতাবেক চাকুরী হতে টার্মিনেশন করা হয়েছে। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১২/১৩ ধারা অনুযায়ী ছাটাই বা অন্য কোন অসদাচারণের দায়ে ১৮ ধারা মতে বরখাস্ত করা হয় নাই। তাকে শুধুমাত্র উক্ত আইনের ১৯(১) ধারা অনুযায়ী টার্মিনেট করা হয়েছে এবং তার ক্ষেত্রে মিল কর্তৃপক্ষ একটি বৈধ আইন সংগত অধিকার প্রয়োগ করেছেন। উক্ত টার্মিনেশন আদেশ একটি সাধারণ নির্দোষ টার্মিনেশন আদেশ। দরখাস্তকারী আইনের স্বাভাবিক গতিকে রোধ করার অসৎ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অসত্য ও অপ্রাসংগিক উক্তি দ্বারা বিজ্ঞ আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মিলের সি, বি, এ প্রতিনিধি নহেন বা কখনও সি, বি, এ এর নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না বা গুরুত্বপূর্ণ নেতাও নহেন। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য দরখাস্তকারীকে টার্মিনেট করা হয় নাই। দরখাস্তকারীকে টার্মিনেট করায় মিলের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার উক্তি বিভ্রান্তিকর। প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত করতে হলে সি, বি, এ এর বর্তমান বা প্রাক্তণ সভাপতিকে টার্মিনেট করা যেত। প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকগণ সরাসরি ভোটের মাধ্যমে সি, বি, এ ইউনিয়ন প্রতিনিধি নির্বাচন করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ মিল কর্তৃপক্ষের সহিত যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ করেন। শ্রমিকদের মধ্যে দল বা উপদল থাকতে পারে যা

তাদের অভ্যন্তরীন বিষয়। ক্ষমতাসীন সি, বি, এ নেতৃবৃন্দের ইন্ধনে বা অন্য কারোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দরখাস্তকারীকে তার চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয় নাই। দরখাস্তকারীর তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য মিলের কোন কর্মকর্তার ক্ষুব্দ বা আক্রোশ পোষণ করার অভিযোগ অসত্য ও অসৎ উদ্দশ্য প্রণোদিত। দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত ২৫-৯-০৪ ইং তারিখের টার্মিনেশন আদেশটি সরল ও নির্দোষ বিধায় দরখাস্তকারী এ মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পেতে পারেন না। দরখাস্তকারীর মিথ্যা, ভিত্তিহীন, কল্পিত, মনগড়া, হয়রানিমূলক ও পরীক্ষামূলক এ মামলা প্রতিপক্ষ খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয় ঃ

(১) দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কিনা এবং এ মামলাটি এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা?

(২) দরখাস্তকারীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য তাকে চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয়েছে কিনা?

(৩) দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। প্রতিপক্ষ এ মামলার কোন কাগজপত্র দাখিল করেননি, তবে দরখাস্তকারীর ফিরিস্তি মোতাবেক দাখিলী কাগজ পত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসেবে গণ্য করে মোকদ্দমার বিচার নিস্পত্তির প্রার্থনা জানান। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

বিচার্য বিষয় নং-১ ঃ দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিক কিনা এবং এ মামলাটি এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা।

দরখাস্তকারী, মোঃ জয়নাল, ১৭-১-১৯৭৯ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে ওয়াভার পদে স্থায়ী ভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি'র চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং এ মামলায় দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। কাজেই এ মামলাটি ঢাকা এবং খুলনা শ্রম আদালতের দ্বৈত আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন হওয়ায় আইনের বিধান অনুযায়ী এ মোকদ্দমা ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়ের করা ভিন্ন এ আদালতে অচল।

অপরদিকে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারী ১৭-১-৭৯ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলে ওয়াইন্ডার পদে স্থায়ী ভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য ০৯-০৪-২০০২ তারিখে চাকুরী হতে টার্মিনেট করলে দরখাস্তকারী এ আদালতে উক্ত টার্মিনেশন আদেশের বিরুদ্ধে সি-২২/২০০২ নং মামলা দায়ের করে রায় পান এবং

প্রতিপক্ষ উক্ত রায় কার্যকর করেন। এ মামলাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন মর্মে দাবী করে ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা নিম্নরূপঃ

" মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যাবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যেরূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণঃ

(১) কোন কারখানায় উহার ম্যানেজার,

(২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী অফিসার, এবং

(৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট, দরখাস্তকারী সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি। "

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ এবং নিয়োগকারী তথা মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারীকে বর্তমান প্রতিপক্ষই চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন। বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের চেয়াম্যান নন। যে কারণে দরখাস্তকারী তার নিয়োগকর্তা মালিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে বর্তমান মিল কর্তপক্ষকেই সঠিকভাবে প্রতিপক্ষ করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন এবং মামলাটি দ্বৈত আদালতের আঞ্চলিক বিচার এখতিয়ারাধীন নহে এবং দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীনে শ্রমিক পদে কর্মরত থাকায় এ মামলাটি এ আদালতে বিচার্য ও লক্ষণীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুতরাং বিচার্য বিষয় নং ১ দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

বিচার্য বিষয় নং ২ ঃ দরখাস্তকারীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য তাকে চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয়েছে কিনা।

দরখাস্তকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারী তার চাকুরী জীবনের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষ মিলের একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন "পিপলস জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন" এর একজন চাঁদা দাতা সদস্য ও নেতা। তিনি ১৯৮৬ সালে ডেলিগেট মেম্বার পদে নির্বাচন করে পরাজিত হন এবং ঐ একই পদে ১৯৮৯ সালে নির্বাচন করে জয়ী হন। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে ঐ পদে নির্বাচন করে পরাজিত হন। ১৯৯০ সালে সি, বি, এ নির্বাচনে সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেও তা বাতিল হয়। সর্বশেষ ২৯-১২-২০০২ তারিখে উক্ত পদে নির্বাচন করে নির্বাচিত হন। শ্রমিকদের ৬/৭ সপ্তাহের সাপ্তাহিক মজুরী বাকী পড়া, শ্রমিকদের পি, এফ লোন সুবিধা প্রদান না করা এবং প্রাক্তন শ্রমিকদের প্রাপ্য পাওনা পরিশোধ না করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সি, বি, এ নেতা হিসাবে প্রতিপক্ষের সাথে দরকষাকষি করায় মিলের কর্মকর্তাগণ দরখাস্তকারীকে দমন করার জন্য এবং তার ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য ২৫-০৯-২০০৪ তারিখে চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয়েছে। দরখাস্তকারী যদি একজন গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ও সি, বি, এ কার্য নির্বাহী পরিষদের সহ-সম্পাদক না হতেন তা হলে তাকে চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হতো না। কাজেই বিজ্ঞ আইনজীবী উক্ত টার্মিনেশন আদেশ রদ ও রহিত করে বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশের প্রার্থনা করেছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কোন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন না। তিনি উক্ত সংগঠনের একজন চাঁদা দাতা সদস্য ছিলেন মাত্র। তার কোন ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতা ছিল না। তিনি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসাবে দেখানোর জন্য বিভিন্ন মিথ্যা উক্তি সাজিয়ে এ মামলা দায়ের করেছেন। তিনি বলেন যে, দরখাস্তকারীকে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১২/১৩ ধারা মতে ছাটাই বা কোন অসদাচরণর অভিযোগে উক্ত আইনের ১৮ ধারা মতে বরখাস্ত করা হয় নাই। তাকে শুধুমাত্র উক্ত আইনের ১৯(১) ধারা অনুযায়ী চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয়েছে। ইহা একটি সরল টার্মিনেশন আদেশ। তাকে টার্মিনেট করায় প্রতিপক্ষ মিলের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। মিলের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতাকে ব্যাহত করতে হলে অন্যান্য সি, বি, এ নেতাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্টদের টার্মিনেট করা যেত। ক্ষমতাসীন সি, বি, এ নেতৃবৃন্দ আইন সংগত ভাবে দরকষাকষির মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকেন। এ কারণে তাদের কারোর উপর মিলের কোন কর্মকর্তার আক্রোশ সৃষ্টি হওয়া অবান্তর। দরখাস্তকারীকে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯ ধারার বিধান প্রয়োগে আইনগত ভাবে টার্মিনেট করা হয়েছে দাবী করে দরখাস্তকারীর মিথ্যা উক্তিতে আনীত এ মামলা খারিজের প্রার্থনা করা হয়েছে।

দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র ঃ

(১) প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত ২৫-৯-২০০৪ ইং তারিখের টার্মিনেশন আদেশ।

(২) ডাক রশিদ।

(৩) দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রেরিত গ্রিভেন্স পিটিশন তারিখ ৯-১-০৪।

(৪) পিপলস জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের গত ২৯-১২-২০০২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল।

এ মামলার নথি, উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত বক্তব্য এবং দরখাস্তকারী পক্ষের কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হলো। এ মামলার দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষ ২৫-৯-২০০৪ ইং তারিখের পূর্বে একাধিকবার চাকুরী হতে টার্মিনেট করেছেন। তৎস্মধ্যে ০৯-০৪-২০০২ ইং তারিখের টার্মিনেশন আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে এ আদালতে সি-২২/২০০২ নং মামলা দাখিল করেন এবং প্রতিকার পান। প্রতিপক্ষ উক্ত প্রতিকার আদেশ কার্যকর করেছেন। অত্র মামলায় দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলী " পিপলস জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ২৯-১২-০২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল" প্রদর্শনী ৪ দৃষ্টে ৭নং ক্রমিকে এ মামলার দরখাস্তকারী মোঃ জয়নাল সহ-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন দেখা যায়। ফলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য যে, দরখাস্তকারী মোঃ জয়নাল একজন গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ও সি, বি, এ নেতা ছিলেন। তার উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার জন্যই তাকে চাকুরী হতে টার্মিনেট করা হয়েছে বলে আদালত মনে করেন। কাজেই ২নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হল।

বিচার্য বিষয় নং-৩ ঃ দরখাস্তকারী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি-না।

১ ও ২নং বিচার্য বিষয় দু'টি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হয়েছে বিধায় এ মামলায় দরখাস্তকারী প্রতিকার পেতে অধিকারী। তবে প্রতিপক্ষ মিলের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা অন্তে দরখাস্তকারীকে বকেয়া মজুরী প্রদানের আদেশ প্রদান করা সমীচীন হবে না বলে আদালত মনে করেন। এ কারণে দরখাস্তকারীর মামলাটি আংশিক মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর মামলাটি দোতরফা সূত্রে আংশিক মঞ্জুর করা গেল। দরখাস্তকারীর চাকুরীর টার্মিনেশন আদেশ রদ ও রহিতক্রমে বিনা বকেয়া মজুরীতে পুনর্বহালের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো। এ আদেশ রায় ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে।

চৌধুরী মুনীর উদ্দিন মাহ্‌ফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মামলা নং সি ১৯/৯৪

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত,খুলনা।

সদস্যঃ ১। জনাব মোঃ আবদুল হালিম,
২। জনাব মতিয়ার রহমান,

আবু তাহের, পিতা মৃত আমজাদ হোসেন, সাং কাছিয়া, পোঃ বোরহানগঞ্জ, থানা বোরহান উদ্দীন, জেলা ভোলা—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ পক্ষে, প্রকল্প প্রধান/ মহাব্যবস্থাপক ,বি আই, ডি, সি, রোড, টাউন খালিশপুর, খুলনা—**প্রতিপক্ষ।**

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং জনাব কামরুল হক সিদ্দীকি।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম,

শুনানীর তারিখ ঃ ২৮-০২-২০০৫

রায়ের তারিখ ঃ ১৪-০৩-২০০৫

রায়

১৯৯৮ সালের ১৮৭ নং রীট দরখাস্তের প্রেক্ষিতে মহামান্য উচ্চ আদালত বিগত ২০০৩ সালের জুলাই মাসের ২৮ তারিখের প্রদত্ত রায়ে এ আদালতের সি ১৯/৯৪ নম্বর মামলায় ৮-১২-৯৭ তারিখে প্রদত্ত রায় সম্পর্কে নিম্নরূপ আদেশ দেন ঃ

রুল চূড়ান্ত করে (Ruleabsolute) এ আদালত কর্তৃক ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখে সি ১৯/১৯৯৪ নং মামলার ঘোষিত রায় রদ ও রহিত করে আই , আর,ও মামলা নং সি ১৯/১৯৯৪ এর নথি এ আদালতে পুর্নবিচারের জন্য প্রতিদ্বন্দির পক্ষগণকে প্রয়োজনে সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ দিয়ে বিচার প্রাপ্যতার (on merit) ভিত্তিতে নূতন ভাবে বিচার করার নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন।

এ কারণে উপরিউক্ত মহামান্য উচ্চ আদালতের নির্দেশানুযায়ী এ আদালত উভয় পক্ষকে উক্ত বিষয় অবগত করতঃ আদালত গঠন করে প্রয়োজনে সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ দিয়ে শুনানীর তারিখ ধার্য করেন। উভয়ই বিষয়টি অবগত হয়েছে কিন্তু কোন পক্ষই সাক্ষ্য প্রদান না করে সরাসরি মামলায় নিজ নিজ পক্ষের যুক্তি প্রদর্শন করতে সম্মত হন। কয়েকদিন যাবত উভয় পক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি শুনানী অন্তে আজ এ মামলটির রায় ঘোষণার জন্য গ্রহণ করা হলো। ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের আওতায় ২৫(১) (খ) ধারা মতে আবু তাহের, পিতা মৃত আমজাদ হোসেন, সাং কাছিয়া, ডাকঘর ঃ বোরহানগঞ্জ, থানা বোরহান উদ্দিন, জেলা ভোলা কর্তৃক আনিত একটি মামলা।

দরখাস্তকারী আবু তাহেরের মামলার বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের ওয়াইনডিং বিভাগে ২০-০২-১৯৬০ খ্রিঃ তারিখে রোল ওয়াইনডার পদে চাকুরীতে যোগদান করেন। দরখাস্তকারী সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং দক্ষতার সাথে নিজ দায়িত্ব পালণ করতে থাকেন। প্রতিপক্ষ দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোম্পানী লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ১৪-০৯-১৯৭০ খ্রিঃ তারিখে প্রতিপক্ষের ২নং মিলের হেসিয়ান তাঁতী পদে পদোন্নতি প্রদান করেন। অতঃপর দরখাস্তকারীকে ১৪-০৯-১৯৭০ খ্রিঃ তারিখে একই প্রতিপক্ষের অধীনে ৩ নং মিলের রিলিভার পদে পদোন্নতি প্রদান করেন। তাঁত বিভাগে রিলিভার পদে কাজ করতে থাকা অবস্থায় দরখাস্তকারী ১৯-০৬-১৯৭৩ খ্রিঃ তারিখে বদলী লাইন সর্দার হিসাবে তালিকাভুক্তির নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তিনি বদলী লাইন সর্দার হিসাবে

তালিকাভুক্ত হন। প্রতিপক্ষ মিলে রিলিভার পদের সংখ্যা অনেক। রিলিভার পদে যোগদানের সঠিক তারিখ দরখাস্তকারীর জানা নাই। দরখাস্তকারী ২২ জন রিলিভারের তালিকা দরখাস্তের সাথে সংযোজন করেছেন। ইহাতে দুইজন ছাড়া বাকীরা দরখাস্তকারীর জুনিয়র। রিলিভার পদ হতে পরবর্তী পদোন্নতির পদ লাইন সর্দার। বদলী লাইন সর্দার পদের জন্য গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তালিকাভুক্ত বদলি লাইন সর্দারদের মধ্য হতে জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে লাইন সর্দার পদে পদোন্নতি প্রদান করার নিয়ম এবং প্রথা প্রতিপক্ষ মিলে প্রচলিত এবং বিদ্যমান আছে। ঐ মর্মে মিল কর্তৃপক্ষ এবং সিবিএ ইউনিয়নের সাথে বিভিন্ন সময় চুক্তি পত্র সম্পাদিত হয়েছে এবং অদ্যাবধি তা বলবৎ আছে। চাকুরীর রেকর্ড, জেষ্ঠ্যতা এবং দক্ষতা অনুসারে লাইন সর্দারের যে কোন পদ শূণ্য হলেই দরখাস্তকারীর পদোন্নতির অধিকার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিপক্ষ মিলে লুম টিউনার নামক পদ কোন সময় ছিল না। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর হতে অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ মিলের যতগুলি সেটআপ অনুমোদিত হয়েছে তাতে লুম টিউনারের পদ ছিল না এবং যতগুলি মজুরী কমিশনের সুপারিশ ও জাতীয় মজুরী কাঠামো গঠিত হয়েছে তাতে লুম টিউনারের পদের গ্রেড বা স্কেল কিংবা মজুরীর হার নির্ধারণ করা হয় নি। তবে লুম টিউনিং এর কাজ প্রতিপক্ষ মিলে আছে। এ কাজ বিভিন্ন সময়ে লাইন সর্দার অথবা রিলিভার বদলী লাইন সর্দার দ্বারা করানো হয়ে থাকে। যশোর জুট ইন্ডাস্ট্রিতে একটি লুম টিউনারের পদ আছে তাকে ব্রডলুম বিভাগের লাইন সর্দারের জন্য নির্ধারিত হারে মজুরী দেয়া হয়। প্রতিপক্ষ মিলে রিলিভারের দাপ্তরিক নাম বিমটায়ার কাম রিলিভিং উইভার। দরখাস্তকারীর সাবস্টানটিভ পদ ১৯-১২-৭২ খ্রিঃ তারিখ হইতে বিমটায়ার কাম রিলিভিং উইভার এবং তদানুসারে দরখাস্তকারীকে মজুরী দেয়া হয়েছে। কিন্তু লুম টিউনারের পদ না থাকায় প্রতিপক্ষ বিগত বেশ কিছুদিন যাবত দরখাস্তকারীকে তার পদ বিম টায়ার কাম রিলিভিং উইভার পদের দায়িত্বে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে লুম টিউইনারের কাজ করতে থাকেন। দরখাস্তকারী দাবী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি তার মজুরী লাইন সর্দারের গ্রেড বা স্কেলে উন্নীত করা হয়নি। ফলে দরখাস্তকারী সর্বশেষ বিম টায়ার কাম রিলিভিং উইভার পদে কর্মরত ছিলেন। দরখাস্ত কারীর মূল পদ কোন সময়ই লুম টিউনার ছিল না বা হয়নি। দরখাস্তকারী তার চাকুরী জীবনের শুরু থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯৬৮ খ্রিঃ সালের সিবিএ নির্বাচনে দরখাস্তকারী সদস্য পদে নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে দরখাস্তকারী সকল নির্বাচনে সহকারী সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন এবং বহাল থাকেন। তার উপর শ্রমিকদের সুবিধা অসুবিধা দেখার দায়িত্ব ছিল এবং এ দায়িত্ব দরখাস্তকারী পূর্বাপর পালন করতে থাকেন। সে কারণে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের আক্রোশের শিকারে পরিণত হয়ে ইতিপূর্বে দুইবার অন্যায় ভাবে চাকুরীচ্যুত হয়েছেন এবং এর বিরুদ্ধে মামলা করে পুনরায় চাকুরীতে পুনর্বহাল হয়েছেন। প্রতিপক্ষ মিলের পাট বিভাগ, স্পিনিং বিভাগ এবং ওয়াভিং বিভাগের কতিপয় শ্রমিককে বিগত বেশ কিছুদিন অতিরিক্ত কাজ করানো হয়। কিন্তু সেজন্য তাদেরকে অতিরিক্ত মজুরী দেয়া হয়নি। বিষয়টি তার গোচরীভূত হলে দরখাস্তকারী ইহা প্রকল্প প্রধানের গোচুরীভূত হওয়া প্রয়োজন এ বিবেচনায় তিনি ১৯-২-৯৪ ইং তারিখে প্রকল্প প্রধানের দপ্তরে যান যার পদবী মহাব্যবস্থাপক। উপ-মহাব্যবস্থাপক পদাধিকারী জনাব কামরুল হাসান ১৬-২-৯৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিপক্ষ মিলের পকল্প প্রধানের পদে চলতি দায়িত্বে নিযুক্ত হন এবং প্রতিপক্ষ মিলে যোগদান করেন। দরখাস্তকারী উক্ত প্রকল্প প্রধানকে এ বিষয়টি অবগত করলে তিনি দরখাস্তকারীর উপর অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে ও অকারণে রাগান্বিত হন এবং তিনি দরখাস্তকারীকে জব্দ করবেন বলে তাকে হুমকি প্রদান "খ" পালার শ্রমিক ছিলেন। লুম টিউনার পদে পদোন্নতি পাওয়ার পর দরখাস্তকারীর নিজ আবেদনের প্রেক্ষিতে ২১-৫-৮২ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা তাকে "খ" পালা হতে সাধারণ পালায় বদলী করা হয়। তৎকালে প্রচলিত সেট-আপে সমগ্র মিলের সকল তাঁত দেখাশুনা বাটিউনিং করার জন্য একটি মাত্র লুম টিউনারের পদ ছিল। রিলিভার বা রিলিভিং উইভারগণ এর মধ্যে

একজন কে (দরখাস্তকারীকে) লুম টিউনার পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল। ১৯৮২ সাল হতে ১২ বছর যাবত লুম টিউনারের পদ মর্যাদা ও মজুরী ভোগ করার পর এ স্থানে দরখাস্তকারী নিজেকে রিলিভার তাঁতী হিসাবে দাবী করতে পারেন না। সেট-আপে লুম টিউনারের পদ অবলুপ্ত হওয়ায় দরখাস্তকারীকে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১২/১৩ ধারার বিধান অনুযায়ী নোটিশ পে ও ক্ষতিপূরণসহ চাকুরী থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে। তাকে মজুরী কমিশন ৯৩ এর অনুকূলে বকেয়া মজুরী এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের পাওনাদি তোলার সুযোগ দেয়া হয়েছে। দরখাস্তকারীকে লুম টিউনার পদের পরিবর্তে রিলিভার পদে পুনর্বহাল করে সেট-আপের অতিরিক্ত অপর একজন কনিষ্ঠ রিলিভারকে ছাঁটাই করা অমানবিক হবে। ১-৩-৯৪ খ্রিঃ তারিখের ছাঁটাই আদেশ সম্পূর্ন বৈধ, নিয়মতান্ত্রিক এবং ইহা প্রাকৃতিক ন্যায় বিচারের পরিপূরক। দরখাস্তকারীর পূর্ব চাকুরীর ইতিহাস বিবেচনা করে তাকে ছাঁটাই করা হয় নি বিধায় তার অতীত চাকুরীর বৃত্তান্ত এ মোকদ্দমায় অপ্রাসংগিক। বিজেএমসি এবং সরকারের প্রবর্তিত সেট-আপ কার্যকরী করার জন্য প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে চাকুরী থেকে ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছেন। এ কারণে দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা খরচসহ খারিজ করার প্রার্থনা করেছেন।

সিদ্ধান্তের বিষয় ঃ

(১) দরখাস্তকারী শ্রমিক কি না।

(২) দরখাস্তকারীর মামলাটি অত্র আকারে চলতে পারে কি না।

(৩) দরখাস্তকারীর এ মোকদ্দমাটি তামাদি বারিত কি না।

(৪) দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে বিম টায়ার কাম রিলিভিং উইভার না লুম টিউনার হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

(৫) প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃক প্রদত্ত দরখাস্তকারীর ছাঁটাই আদেশ সঠিক কি না।

(৬) দরখাস্তকারী বকেয়া মজুরী ভাতাদিসহ চাকুরীতে পুর্নবহালের আদেশ পেতে অধিকারী কি না।

আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত ঃ

১ নং হতে ৩ নং সিদ্ধান্তের পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় বিষয়/ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এবং আলোচনায় পুনরুক্তি এড়াতে একত্রে আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হলো।

ইহা প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে , দরখাস্তকারী একজন শ্রমিক এবং তিনি ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োক (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারা অনুসারে প্রতিপক্ষ বরাবর গ্রিভেন্স পিটিশন দাখিল করেছেন। এ কারণে তিনি শ্রমিক বিধায় এবং গ্রিভেন্স পিটিশন যথারীতি দাখিল করে ১০-৩-৯৪ খ্রিঃ তারিখ গ্রিভেন্স পিটিশন প্রত্যাখান হওয়ায় তিনি ৭-০৭-৯৪ খ্রিঃ তারিখে যথা নিয়মে যথা সময় এ মোকদ্দমাটি রুজু করেছেন। এ কারণে মোকদ্দমাটি অত্র আকারে চলতে পারে এবং ইহা তামাদি দোষে দুস্ট নয়। এমনি ভাবে এ মোকদ্দমার ১-৩ নং সিদ্ধান্তের বিষয়গুলি দরখাস্তকারীর পক্ষে গৃহীত হলো।

৪ নং সিদ্ধান্তের বিষয় ঃ

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী প্রদর্শনী "ঘ" এর পতি এ আদালতের দৃস্টি আকর্ষণ করে বলেন, বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন, আদমজী কোর্ট, মতিঝিল, ঢাকা কর্তৃক Looage: CRC-95 মোতাবেক Revised Approved set-up of Worker of Crescent Jute Mills Co. Limited, Mill No.3 এবং ২নং শেষাংশে weaving Depit. শিরোনামে ৩নং কলামেবিম টায়ার-কাম-রিলিভিং উইভার এর সাত টি পদের কথা উল্লেখ আছে। অপরদিকে ৯ নং কলাম অর্থাৎ সর্বশেষ কলামেবিম টায়ার-কাম-রিলিভিং উইভার (Beam Tier cum Releving weaver) মর্মে উল্লেখিত আছে। তিনি আরও বলেন যে, উক্ত পদ দরখাস্তকারীকে কাজ করতে দেয়া হয়। যেহেতু লুম টিউনিং এর কাজ করতে দেয়া হয়, সে কারণে ইহা সত্য যে, দরখাস্তকারী মিলে টিউনার হিসাবে পরিচিত বা চিহ্নিত ছিলেন কিন্তু তার মূল পদ বিম টায়ার-কাম-রিলিভিং উইভার এবং ইহাই তার সঠিক ও প্রকৃত পরিচয়। লুম টিউনার হিসাবে তার যে পরিচয় উহা কেবল মাত্র প্রতিপক্ষ মিলের তার কাজের পরিচিতি নির্নয়ের জন্য তথ্য তার কর্ম ক্ষেত্রের চিহ্নিতকরণের সুবিধার্থে ঐতিহ্যগতভাবে মিলে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ কারণে কোন অবস্থাতেই যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেট-আপ অনুযায়ী তার মুল যে পদ তথা বিম টায়ার-কাম-রিলিভিং উইভার পদ কোন অবস্থাতেই পরিবর্তিত সংশোধিত বা বিলুপ্ত হয় না এবং হয় নি। সে কারণেই তিনি প্রতিপক্ষ মিলে লুম টিউনারের কাজ করলেও লুমটিউনারের কোন পদ না থাকায় তিনি ছাঁটাই হওয়ার পূর্বে বিম-টায়ার-কাম-রিলিভিং উইভার হিসাবে আইনানুগভাবে রয়ে গিয়েছিলেন। উক্ত মিলের কাজের সুবিধার্থে পূর্ব থেকে ঐতিহ্যগতভাবে বিমটায়ার-কাম-রিলিভিং উইভার ও লাইন সর্দারের মধ্যে হতে লুম টিউনারের কাজ করার জন্য দায়িত্ব বন্টন ও দায়িত্ব পালনের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী উন্মুক্ত আদালতে ২২ জন রিলিভারের একটি তালিকা দেখিয়ে উহাতে ২১নং ক্রমিকে দরখাস্তকারীর নাম থাকার বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী পি,ডব্লিউ-১ আবু তাহের এর জবানবন্দি ও জেরার উল্লেখ করে বলেন যে, লুম টিউনারের কোন পদ প্রতিপক্ষ মিলে নাই। তবে তার দ্বারা লুমটিউনারের কাজ করানো হয়েছে মাত্র। যদিও ঐকাজের জন্য অতিরিক্ত ভাতা কখনই দেয়া হয় নি। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষ মিলের উপমহাব্যবস্থাপক জনাব কামরুল হাসান কতিপয় শ্রমিককে অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরীর দাবী করে দরখাস্তকারীর সাথে মতপার্থক্য হলে তিনি উত্তেজিত হয়ে ১-৩-৯৪ তারিখে দরখাস্তকারীকে লুম টিউনার হিসাবে অভিহিত করে অন্যায়ভাবে তাকে চাকুরী থেকে ছাঁটাই করেছিলেন এবং এ সময়ে তিনি পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, দরখাস্তকারী দীর্ঘদিন যাবত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকায় প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারী প্রতি অসন্তুস্ট ছিলেন এবং তাকে চাকুরী হতে ছাঁটাই করেন। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, দরখাস্তকারী ২২ জন রিলিভারের মধ্যে ২জন ছাড়া অন্যান্য সকলের জেষ্ঠ্য। ছাঁটাই যদি মিলের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে নিয়মানুসারে সর্ব কনিষ্ঠ শ্রমিককে করতে হবে। যেহেতু তার ক্ষেত্রে এই নিয়ম যথাযথভাবে অনুস্বরণ না করে তাকে ছাঁটাই করায় এ আদেশটি নিঃ সন্দেহে উদ্দেশ্য প্রণোদিত। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এ প্রসংগে ১৯-ডি, এল, আর, (১৯৬৭) এর ২৬৪ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত মহামান্য হাই কোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তে যে উদ্ধৃতি দেন তা নিম্নরূপ ঃ

Sec.12 and 19 Essentials of termination of service under section 12 and 19:

In the present case it is obvious that one of the conditions namely, dispatching the notice in respect of the retrenchment to the Chief Inspector was not complied with. The Labour Court was, therefore, justified and acted quite within its jurisdiction in holding that the termination of the services of the respondents concerned was under sec. 19 of the Act and not under section 12 as laimed by the petitioner.....(10)

The essentials of a termination on the ground of retrenchment as presrcibed under section 12 are (a) the worker must be given one month's notice in writing indicating the reason for retrenchment or he has been paid in lieu of such notice in respect of retrechment is sent to the Chief Inspector; and (c) the worker has been paid at the time of retrenchment compensation or gratuity which-ever is higher as required under clause (c) of section 12. If notice in the Chief Inspector has not been served in terms of section 12, the retrenchment of the employee by the employer is not in accoriance with law."

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এ সিদ্ধান্তটি এ মামলার ক্ষেত্রে হুবুহু মিল নাই বিধায় ইহা এ মামলার বিচার নিষ্পত্তিতে নজির হিসাবে গ্রহণ করা সমীচীন হবে না বলে দাবী করেন।

উভয় পক্ষের উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এ আদালত উক্ত সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে এ মামলা নিষ্পত্তিতে এ সিদ্ধান্তটির নির্যাস যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী নিজ মামলার বক্তব্যের সমর্থনে বলেন যে, বিগত ১-৩-৮২ ইং তারিখে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলের "খ" পালায় কর্মরত ছিলেন এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে সাধারণ পালায় নিয়োগ করা হয়। লুম টিউনার পদটি সাধারণ পালায় আওতাধীন এবং তাকে লুম টিউনার পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। কাজেই তার মূল পদ রিলিভার অথবা লাইন সর্দার বলে তিনি আর দাবী করতে পারেন না। এ প্রসংগে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, দরখাস্তকারী লুম টিউনার হিসাবে প্রদত্ত পদোন্নতি গ্রহণ করে নিজ দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে তিনি পরবর্তীতে নিজেকে লুম টিউনারের পরিবর্তে রিলিভার হিসাবে দাবী করতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী প্রদর্শনী "ক" এর প্রতি আদালতের দৃস্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রতিপক্ষ দি ক্রিসেন্ট জুট মিল কর্তৃক দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনিত বিভাগীয় মামলা নং ৩৩/৮৫-৩-এ দরখাস্তকারী আবু তাহেরকে লুম টিউনার হিসাবে আখ্যায়িত করে তাকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনে কৈফিয়ত তলব করা হলে দরখাস্তকারী প্রদর্শনী "খ" এর মাধ্যমে উহার জবাবে প্রদর্শনী "গ" যা তিনি ১৮-৪-৮৫ তারিখে কৈফিয়ত হিসাবে দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি নিজেকে লুম টিউনার হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে স্বাক্ষর করেন প্রদর্শণী গ/১ এবং উক্ত কৈফিয়ত পত্রে তিনি রিলিভারের পরিবর্তে লুম টিউনার হিসাবে দাবী করেন নি। একইভাবে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী প্রদর্শনী ঘ,ঙ, ঙ/১,ছ,ছ, জ, জ/১,ঝ, ঞ, ত এবং এই আদালতে দরকাস্তকারী আবু তাহের কর্তৃক দরখাস্তকারী হিসাবে দাখিলী মামলা নং সি-৩৩/৮৫- এ প্রদর্শনী-'খ' তে মামলার দরখাস্তকারী আবু তাহের কর্তৃক লিখিত দরখাস্ত এর সহি মোহরী নকলের ২য় পৃষ্ঠায় ১ নং প্যারার ৮নং লাইনের প্রতি এ আদলতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, এই প্রদর্শনীগুলি আজকের বিচার্য মামলার তর্কিত বিষয়ের প্রায় ২০ বছর পূর্বের সকল দাপ্তরিক যোগাযোগ এবং আদালতে দাখিলী মামলায় দরখাস্তকারী যে লুম টিউনার ছিলেন, লুম টিউনার বলে দাবী করতেন এবং তিনি কখনও লুম টিউনার ছিলেন না বলে দাবী করেন নি এবং এ পদ ও পদবী হিসাবে তিনি রিলিভার পদে নিযুক্ত শ্রমিকদের চেয়ে রাতের বেলার পরিবর্তে দিনের বেলায় কাজ করার

সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা এবং একই সাথে মজুরীর ক্ষেত্রে পিস রেটে ১২৫% হিসাবে মজুরীর প্রাপ্তির সুবিধা ভোগ করেছেন এবং লুম টিউনার হিসাবে ১২৫% এর স্থলে ১৫০% হিসাবে মজুরীর সুবিধা দাবী করে দরখাস্ত দিলে উহা বিজেএমসি এর নিকট মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত হলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে ১৫০% পিস রেটে মজুরী দিতে সম্মত না হওয়ায় তাকে ১৫০% রেটে মজুরী দেয়া যায় নি সত্য তবে দরখাস্তকারী নিজেকে লুম টিউনার হিসাবে দাবী করে পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নিজেকে লুম টিউনার হিসাবে দাবী করে এবং (লুম টিউনার নন মর্মে কখনও কোন প্রকার আপত্তি না দিয়ে) তিনি নিজেকে লুম টিউনার হিসাবে নিজ স্বার্থে স্বেচ্ছায় দীর্ঘদিন মেনে নিয়ে এবং যথা সময়ে লুম টিউনারের পদের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন না করে তিনি যেভাবে লুম টিউনার হিসাবে নিজেকে স্বীকার করেছেন এবং রিলিভারের পরিবর্তে লুম টিউনার হিসাবে মৌন সম্মতি দীর্ঘকাল যাবৎ প্রদান করে গিয়েছেন। পরবর্তিতে বিজেএমসি কর্তৃক অনুমোদিত, পরিবর্তিত ও সংশোধিত সেট-আপে লুম টিউনারের পদ কোন প্রকারেই না থাকায় যখন তিনি চাকুরী থেকে বাদ পড়ে যেয়ে বেকায়দায় পড়ে গেলেন, তখন তিনি নিজেকে লুম টিউনার হিসাবে অস্বীকার করে নিজেকে রিলিভার হিসাবে দাবী করে যে মামলা রজু করেছেন উহা

Estoppel & Acquiescence নীতি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বারিত। এ প্রসংগে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ৪৬ ডি, এল, আর (এডি) এর ৪৬ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন। সেখানে উল্লেখ আছে ঃ Evidence Act (I of 1872) sec, 115:

"Estoppel & Acquiescence Having induced the appellants to permit him to retire from service, the respondent cannot be heard to say they had no power to relieve him. Even if the appellants' action was not sanctioned by law. he cannot be the person to make any grievance of it, because he wanted a beneficial order in his favour and the applellants had only obliged him. Bangladesh parjatan Corporation Service Rules, 1980. Rule 41 (2) :

"If an officer gives a notice in whatever form purporting to terminat his service, the Corporation on its part may issue an order of release and there will be nothing wrong in it. In the case of the respondent his letter seeking permission to retire was practically a notice for termination of his service to which the appellants agreed by issuing the impugned letter releasing him from service. In any view it cannot be said the order was misconceived or Illiegal".

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, এই সিদ্ধান্তটি এ মামলার ক্ষেত্রে অত্যান্ত প্রাসংগিক। এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করে তিনি দরখাস্তকারীর দরখাস্ত না মঞ্জুরের প্রার্থনা করেন।

প্রতিপক্ষের উপরোক্তরূপ প্রদর্শিত যুক্তির পাল্টা যুক্তি প্রদর্শনকালে দরখাস্তকারী পক্ষ এর বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, ৪৬ডি, এল, আর(এ/ডি) এর ৪৬ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত সিদ্ধান্তটি এ মামলার ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়। কারণ উক্ত মামলায় দরখাস্তকারী স্বেচ্ছায় চাকুরী থেকে অবসরে যেতে

চেয়েছিলেন এবং সেভাবেই তাকে অবসর দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি কর্তৃপক্ষের এরূপ অবসর দেয়ার ক্ষমতা নেই বলে মামলা করেছিলেন। ঐ বিষয়টির ক্ষেত্রে মহামান্য আদালত Estoppel and acquicence নীতি দ্বারা বারিত মর্মে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কিন্তু উহা কোনক্রমে এ মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ এ মামলার ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীকে লুম টিউনার হিসাবে পদায়ন করা হয়েছে মর্মে প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ যারা জ্ঞান গরিমায় ও ক্ষমতায় সবদিক দিয়ে দরখাস্তকারীর মত সামান্য অল্প শিক্ষিত শ্রমিকের চেয়ে অনেক বড়। তাই দরখাস্তকারী এরূপ পদে অভিষিক্ত করণের ভাল মন্দের ও বর্তমান ভবিষ্যত এতকিছু বিবেচনা না করে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে গিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যখন দরাখাস্তকারীকে ছাঁটাই করা হলো তখন তিনি লুম টিউনার আর রিলিভার বিষয়ে বিশেষভাবে জানতে আগ্রহী হয়ে দেখতে পায় যে, পূর্ব লিখিত প্রথম সেট-আপ প্রদর্শনী যে এর ২য় পাতায় শেষাংশে উল্লেখিত বিষ টায়ার রিলিভিং উইভার থাকায় দরখাস্ত কারী লুম টিউনার হিসাবে কাজ করলেও তার পদবী বিম টায়ার-কাম-রিলিভিং উইভার এখনও পর্যন্ত বহাল রয়েছে মর্মে বুঝতে পেরে এরূপ ক্ষেত্রে শেষে চাকুরীতে যোগদান করলে প্রথমে চলে যাওয়ার প্রচলিত নীতি অনুযায়ী তিনি বাদ পড়েন না বলেই এই মামলায় বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করেছেন তা সঠিক প্রমাণিত বিধায় তার প্রার্থনা মঞ্জুর যোগ্য। উপরোক্তরূপ ভাবে প্রদর্শিত উভয় পক্ষের যুক্তির প্রেক্ষাপটে এ আদালতে প্রদত্ত পি, ডব্লিও-১ আবু তাহের, পি, ডব্লিউ-২ আঃ ছাত্তার, পি, ডব্লিউ-৩ আঃ রউফ, পি, ডব্লিউ-৪ হাফিজুর রহমান, পি, ডব্লিউ-৫ শাহ্ আলম এর জবানবন্দি ও জেরা এবং উভয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী সকল কাগজাদি ও উভয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত উপরোল্লিখিত উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ যুক্তি প্রদর্শনকালে আরও যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয় ঐগুলি এবং সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ পুংখানাপুংখভাবে পর্যালোচনা করে এ আদালত এর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী লুম টিউনার হিসাবে প্রতিপক্ষ মিলে প্রতিপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এবং দরখাস্তকারী কর্তৃক বিনা প্রশ্নে উহা স্বীকার করে ও মেনে নিয়ে এমনভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন যে প্রতিপক্ষ মিলে তাকে আর রিলিভার হিসাবে বিবেচনা করাই হয় নি। সে কারণেই পরবর্তী সেট-আপে লুম টিউনার হিসাবে কাজ না থাকায় প্রতিপক্ষের মিল কোন অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যতিরেকে ঐ যুক্তিতে তাকে চাকুরী থেকে ছাঁটাই করেছে। তবে, নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী লুম টিউনার হিসাবে কাজ করার মাধ্যমে তিনি রিলিভার না লুম টিউনার এ বিষয়ে জটিলতা সৃস্টি হয়েছে সত্য। কিন্তু এ কারণে দরখাস্তকারী বিম টায়ার কাম রিলিভিং উইভার নয় এ কথা বলা যায় না। এ ছাড়া উভয় পক্ষ এটা স্বীকার করেন যে, দরখাস্তকারীর চাকুরীর মেয়াদ মামলা চলাকালীন সময়েই ৬০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় তাকে চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ দিতে তা অকার্যকর (iufrus tuous) আদেশে পরিনত হবে। আবার দরখাস্তকারী এবং প্রতিপক্ষের উভয়ের বিভ্রান্তিমূলক আচরণ থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ছাঁটাইয়ের তারিখ থেকে দরখাস্তকারীর অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত মেয়াদের জন্য প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে দিয়ে কোন কাজ না করিয়ে সম্পূর্ন বকেয়া মজুরী প্রদানের আদেশ দেয়া বিচারকসুলভ মন প্রয়োগ ন্যায়ানুগ হয় না। এ কারণে এ মামলাটি যে ঘটনা থেকে উদ্ভুত ঐ ঘটনাকে আইন ও সাম্যতার নীতির নীরিখে একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে মামলা বলে বিবেচনা করে ভবিষ্যতে হুবুহু এই একই রকম ঘটনার প্রেক্ষিতে মামলা ছাড়া এ মামলার সিদ্ধান্ত অন্য মামলার কোনভাবেই যাতে প্রযোজ্য না হয় সে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এ আদালত সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগে দরখাস্তকারীর দাবীকৃত বিধি মোতাবেক প্রাপ্য বকেয়া মোট মজুরীর অর্থের প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদান করার আদেশ দেয়া ন্যায়ানুগ বলে এ আদালত মনে করেন। তবে দরখাস্তকারীর চাকুরীর বয়স সীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় তাকে চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ দেয়া গেল না।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

দরখাস্তকারীর এ মামলা রায়ের শর্তে বর্ণিত আলোচনা ও নির্দেশনার আলোকে দরখাস্তকারীর চাকুরী ছাঁটাই আদেশ রদ ও রহিতক্রমে দোতরফাসূত্রে আংশিক মঞ্জুর করা গেল। দরখাস্তকারীর চাকুরী ছাঁটাইয়ের তারিখ থেকে বিধিমতে তার অবসর গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রাপ্য মোট মজুরীর ভাতাদি ৫০% ভাগ এ রায় ঘোষণার তারিখ থেকে ৪৫(পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রদানের প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মামলা নং আই, আর, ও-৮/২০০৩।

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব রফিকুল ইসলাম,
২। জনাব মতিয়ার রহমান,

কালিগঞ্জ, মহেষপুর ও কোর্ট চাঁদপুর উপজেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রেশন নং খুলনা ১৫৩৯, পক্ষে সভাপতি,মহেষপুর, ঝিনাইদহ—বাদী।

বনাম

১। কালিগঞ্জ, কোর্টচাঁদপুর ও মহেষপুর থানা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং ৯৭৪ পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, কালিগঞ্জ বাসষ্ট্যাণ্ড সড়ক, ঝিনাইদহ—মূল বিবাদী।

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, খুলনা বিভাগ, খুলনা—মোকাবেলা বিবাদী।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর নাম ঃ জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর নাম ঃ জনাব আ, ফ, ম, মহসীন,

শুনানীর তারিখ ঃ ১৩ মার্চ ২০০৫/২৯ ফাল্গুন, ১৪১১।

রায়ের তারিখ ঃ ১৪ মার্চ ২০০৫ /৩০ ফাল্গুন, ১৪১১।

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ দ্বারা মতে একটি মামলা।

দরখাস্তকারী দরখাস্তের বক্তব্য অনুসারে সংক্ষেপে তার নিবেদন হলো যে, বাদী কালিগঞ্জ, কোট চাঁদপুর, মহেষপুর উপজেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন নামীয় সংগঠনটি ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ, কোট চাঁদপুর, মহেষপুর থানাসহ যশোর জেলার মধ্যে চলাচলকারী বাস, ট্রাক ও ট্যাংকলরী মালিকদের অধীনে নিয়োজিত শ্রমিকদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। সরকার ১৯৯৩ সালে এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(IX) উপ-ধারা সংশোধন ও সংযোজন করে সমগ্র পরিবহন শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৪টি ভাগে ভাগ করেন যা নিম্নরূপ। বাস ও মিনিবাস, ট্রাক ও ট্যাংকলরী, ট্যাক্সি ও বেবি ট্যাক্সি ও ট্যাম্পু। এ কারণে ১নং বিবাদী ট্রেড ইউনিয়ন তাকে পদত্যাগ করে কিছু সংখ্যাক ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক বাদী ট্রেড ইউনিয়নটি গঠন করেন। ১নং বিবাদীগণ বাদীর সংগঠন যাতে রেজিস্ট্রেশন লাভ করতে না পারে তৎজন্য নানা প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এমনকি তারা সহকারী জজ আদালতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দাখিল করেন যার মামলা নং ছিল দেওয়ানী ৭০/২০০০। উক্ত মামলা দোতরফা শুনানী-অন্তে ১৭-৯-২০০০ তারিখ নাকচ হয়। বাদী পক্ষ ২নং মোকাবেলা বিবাদীর নিকট থেকে রেজিস্ট্রেশন লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট আইনানুযায়ী তাদের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম চালিয়ে আসছেন। ১ নং বিবাদী পক্ষ বাদী পক্ষের রেজিস্ট্রেশন লাভের পর হতে বাদীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে নস্যাৎ করার জন্য নানাবিধ বাধা প্রদানসহ বাদীর রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ উদ্দেশ্যে ১ নং বিবাদী পক্ষ এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ সলেমান মোল্যা বাদী ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আইনুল হক অপর দুইজন সদস্য যথাক্রমে রফিকুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলামকে আসামী করে ও আদালতে ফৌজ ৭/২০০১ নং মামলা করেন। পাশাপাশি ১ নং বিবাদী ইউনিয়নের দপ্তর সম্পাদক মোঃ শামসুল আলম বাদী হয়ে এ আদালতে বাদীর ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আঃ জব্বার ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মোঃ আইনুল হককে আসামী করে ফৌজ ৮/ ২০০১ নং মামলা করেন। ঐ সকল মামলায় পরাজয় হবে ভেবে তারা ঐ মামলা তদবীর না করায় তা খারিজ হয়। উক্তভাবে বাদী ইউনিয়নকে জব্দ করতে না পারায় তারা শেষে ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদককে ভয় ভীতি দেখিয়ে পদ ত্যাগে বাধ্য করেন এবং বাদীর ইউনিয়নের আরও কিছু সদস্য অসদস্য লোকদের নিকট থেকে মিথ্যা উক্তিতে জবানবন্দি দৃষ্টি করে ২নং মোকাবেলা বিবাদীর দপ্তরে দাখিল করেন এবং ২নং মোকাবেলা বিবাদী দিয়ে বাদীর ইউনিয়ন এর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার জন্য এ আদালতে মামলা দাখিল করতে বাধ্য করেন। বর্তমানে আই,আর,ও-৯৬/২০০২নং হিসাবে বর্তমানে এ আদালতে বিচারাধীন আছে। ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(IX) উপ ধারা সংযোজন ও সংশোধনের পরে বাস-মিনিবাস, ট্রাক-ট্যাংকলরী, টেক্সি-বেবিট্রেক্সি ও টেম্পু শ্রমিকদের সমন্বয়ে একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার আইনগত সুযোগ নাই এবং ১৯৯৩ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২((IX)) ধারা সংশোধন ও সংযোজন করার পর ১নং বিবাদীর গঠনতন্ত্রের মধ্যে কোন সংশোধন করেন নাই এবং ২নং বিবাদী ১নং বিবাদীর এরূপ বেআইনী কাজে কোন বাধা দেন নি যা সম্পূর্ণ বেআইনী হয়েছে।

১নং বিবাদী ট্রেড ইউনিয়নটি ২টি জেলার আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের মধ্যে চলাচলকারী দুইটি পৃথক শ্রেণীর পরিবহন শ্রমিকদের সমন্বয়ে বেআইনী ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম চালিয়ে আসছেন। ২নং বিবাদী ১ নং বিবাদীর উক্তরূপ বেআইনী ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও তাদের বেআইনী এ কার্য ক্রমে সহায়তা করে আসছেন। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী বাস-মিনিবাস ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক সমন্বয়ে একটি ট্রেড ইউনিয়ন চলতে পারে না এবং এরূপ বেআইনী কাজে ২নং বিবাদী পক্ষ সহায়তা করতে পারেন না। উপরন্ত ট্রেড ইউনিয়ন তার নিজস্ব কার্যালয় ব্যতীত কোন শাখা অফিস পরিচালনা করতে পারে না। ২নং বিবাদী এ সকল বেআইনী কার্য সম্পর্কে কোন বাধা না দেয়ায় বাদী ৮-৫-২০০১ তারিখে ২নং বিবাদীর নিকট এক দরখাস্ত দাখিল করে এ সকল বেআইনী কার্যকলাপ বন্ধ করানোর জন্য আবেদন করেন। এর প্রেক্ষিতে ১নং বিবাদী কে ২নং বিবাদী পত্র প্রদান করলে ১ নং বিবাদী তার বেআইনী কার্যকলাপ থেকে বিরত হন নি। তার অদ্যাবধি বিভিন্ন জায়গায় শাখা অফিস স্থাপন করে ট্রাক-ট্রাংকলরী ও বাস মিনিবাস শ্রমিকদের নিকট হতে বিআইনীভাবে চাঁদা আদায় অব্যাহত রেখেছে। সর্বশেষ ২-৪-২০০৩ তারিখে এই বাদী ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ২নং মোকাবেলা বিবাদীর বরাবর রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে এক দরখাস্ত প্রেরণ করে ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করেন। কিন্তু ২নং বিবাদী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বাদী বাধ্য হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। বাদী ট্রেড ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের আঞ্চলিক এলাকাধীন ট্রাক ট্যাংকলরী শ্রমিকদের সদস্যপদ প্রদানের বৈধ অধিকার রয়েছে। একই ট্রেড ইউনিয়নের আঞ্চলিক এলাকাধীন সমজাতীয় আরও ২টি ট্রেড ইউনিয়ন থাকার বৈধতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ঐ আঞ্চলিক এলাকার সমজাতীয় শ্রমিকরা যে কোন একটিতে সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু একই আঞ্চলিক এলাকার মধ্যে সমজাতীয় বা সমশ্রেণীর শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া ভিন্ন প্রকৃতির কোন ট্রেড ইউনিয়ন ভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের বে-আইনীভাবে সদস্য পদ প্রদান করলে বা বে-আইনীভাবে তাদের সদস্য পদ বহাল রাখলে ঐ শেণীর অপর ট্রেড ইউনিয়নটি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ১নং বিবাদী ট্রেড ইউনিয়নটি একই সাথে বাস-মিনিবাস এবং ট্রাক ট্যাংকলরী শ্রমিকদের সদস্যপদ বহাল রেখে এবং নূতন সদস্য পদ প্রদান করে বাদী পক্ষের ইউনিয়নের অধিকার হতে বঞ্চিত করেছেন। তারা বে-আইনীভাবে চাঁদা আদায় করছে এবং বে-আইনী ভাবে/ট্রাক ও ট্যাংকলরী ট্রিপ বন্দোবস্ত প্রদান করছে যে অধিকার বাদী পক্ষের ইউনিয়নের রয়েছে। ২নং বিবাদী পক্ষের নিকট ১নং বিবাদীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করলেও ২নং বিবাদী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বাদী বাধ্য হয়ে ১নং বিবাদী পক্ষের সদস্য রেজিষ্ট্রার হতে সকল ট্রাক ও ট্যাংকলরীর শ্রমিকদের সদস্য পদ বাতিল করার জন্য ১নং বিবাদীর প্রতি নির্দেশ দানের প্রার্থনা জানিয়েছেন এবং বাদী ট্রেড ইউনিয়নের আঞ্চলিক এলাকার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ট্রাক স্ট্যান্ডে ট্রাক-ট্যাকলরীর ট্রিপ সিরিয়াল প্রদানে/ বন্দোবস্ত প্রদানে ১নং বিবাদী ট্রেড ইউনিয়নটির যে কোন প্রকার কার্যক্রম হতে বিরত থাকার জন্য ১নং বিবাদীর প্রতি নির্দেশ দানের প্রার্থনা করেন এবং বাদীর ইউনিয়নের আঞ্চলিক এলাকাধীনে কোন ট্রাক ও ট্র্যাংকলরীর শ্রমিককে ১নং বিবাদী ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য পদ প্রদান বিরত থাকার জন্য ১নং বিবাদীর প্রতি নির্দেশ দানের প্রার্থনা করেছেন।

১নং বিবাদী পক্ষ মামলায় হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করে বাদীর সমুদয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বিবাদী পক্ষ তার লিখিত জবাবে বলেন যে, বিবাদী প্রচলিত আইন ও বিধান মতে কুষ্টিয়া জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন যার রেজিস্ট্রি নং১৭৪ গঠন করার পর সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ২নং বিবাদী পক্ষ এ বিবাদীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ করেন নাই। বাদী পক্ষ অন্যায় ভাবে রেজিষ্ট্রেশন লাভ করেছে। প্রকৃত পক্ষে ১৯৯৩ সালের গেজেট প্রজ্ঞাপন

এর ২২নং শিল্প সংক্রান্ত অধ্যাদেশ মতে বিবাদী ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কোনরূপ আদেশ নির্দেশ দেয়া হয় নি। সেক্ষেত্রে এই বিবাদী অর্জিত রেজিষ্ট্রেশন এর গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজন প্রতীয়মান হয় নি। তদুপরি দরখাস্তকারী বিবাদী পক্ষের আলোকে সংশোধনী আনতে নানা জটিলতা দেখা দেয়। এ বিষয়ে মহামান্য হাই কোর্টে দায়েরকৃত ৫২২৭/১৯৯৭ নং রিট পিটিশন বিচারান্তে উহার সিদ্ধান্তের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয় অবগত করানো হয় ঃ ১নং বিবাদী শান্তিপূর্ণ ভাবে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ সংশোধনীর পূর্বে ১নং বিবাদীর রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হয় যে কারণে উহার গঠন তন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজন প্রতীয়মান হয় না তদুপরি উক্ত সংশোধনীতে পূর্বের প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন এর গঠনতন্ত্রের পরিবর্তনের ব্যাপারে কোন কিছু দৃস্ট হয় না। বাদী পক্ষ কিছু অশ্রমিক, বুয়া শ্রমিক সমন্বয়ে ১৫৩৯ নং রেজিস্ট্রেশন হাসিল করেছেন এবং তা পরিচালনা করছেন। একজন শ্রমিক তার পছন্দমত যে কোন ইউনিয়নের বিধি বিধান অনুযায়ী সদস্য পদ লাভের অধিকারী। দরখাস্তকারীর প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাবার কোন সম্ভাবনা নাই। উপরোক্ত অবস্থায় বাদীর আরজীর বক্তব্য সঠিক ও সত্য নহে বিধায় এ মামলা অরক্ষণীয় ও তা খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয় ঃ

১। এ মামলাটি এ আদালতে রক্ষণীয় কি না।

২। ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেষপুর থানা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং ১৭৪ এর সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন সদস্যদের মধ্যে হতে উক্ত ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ সংশোধিত হয়ে ১৯৯৩ সালে ২২ নং আইনের মাধ্যমে তা মূল আইনের সাথে যুক্ত হয়ে একটির স্থলে উহা চারটির পৃথক যানবাহন শিল্প পণ্যে উক্ত পৃথক শিল্পসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকরা পৃথক পৃথকভাবে (আইনের উল্লিখিত যোগ্যতা অনুসারে) ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার যে বিধান দেয়া হয়েছে উক্ত বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত কালিগঞ্জ, মহেষপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিষ্ট্রেশন নং খুলনা ১৫৩৯ আইন সিদ্ধ কি না এবং ইহা আইন সিদ্ধ হলে কালিগঞ্জ, কোট চাঁদপুর ও মহেষপুর থানা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের, রেজিস্ট্রেশন নং-১৭৪ নম্বরে নিবন্ধিত ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত ট্রাক ট্যাংকলরী যানবাহন শিল্পে নিয়োজিত উক্ত শ্রমিকদের সদস্য পদ/সদস্যভুক্তি স্বয়ংক্রিয় ভাবে বিলুপ্ত হবে কি না।

(৩) কালিগঞ্জ, কোট চাঁদপুর ও মহেষপুর থানা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন এর গঠনতন্ত থেকে ট্রাক শব্দটি বাদ বলে গণ্য হবে কি না এবং কালিগঞ্জ, মহেষপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং ১৫৩৯ এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যক্রম-এ কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেষপুর থানা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং১৭৪ কোন বাধা দিতে বা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে কি না।

(৪) বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১নং বিচার্য বিষয় ঃ

বাদীর এ মামলাটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে দাখিল করা হয়েছে। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা নিম্নরূপ ঃ

"কোন রোয়েদাদ বা মীমাংসার দ্বারা অর্জিত অধিকার প্রয়োগের জন্য যে কোন যৌথ দরকষাকসি এজেন্ট বা যে কোন মালিক বা যেকোন শ্রমিক শ্রম আদালতে আবেদন পেশ করতে পারেন"

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তার যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন যে, বাদী পক্ষ আইন দ্বারা অর্জিত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তা প্রতিকারের প্রার্থনায় এ মামলা দায়ের করা হয়েছে যা এ আদালতে রক্ষণীয় এবং চলতে পারে।

প্রতি পক্ষ মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন ৫২২৭/১৯৯৭ নং রীট মামলা নিষ্পতি না হওয়া পর্যন্ত এ মামলার বিচার স্থগিত রাখার নিবেদন করেন। বাদী পক্ষ তাতে জোর আপত্তি উৎথাপন করে বলেন যে, মাহামান্য হাইকোর্টের উক্ত ৫২২৭/১৯৯৭ নং রীট মামলার সাথে এ আদালতের এ মামলার কোন সম্পর্ক নাই। মহামান্য হাইকোর্ট উক্ত নম্বর রীট মামলায় এ আদালতের এ মামলা নিষ্পত্তিতে কোনরূপ বাধা নিষেধ বা কোনরূপ স্থগিতাদেশ বা কোন প্রকার দিক নির্দেশনা প্রদান করেন নাই বিধায় এ আদলতে এ মামলা নিষ্পত্তিতে কোন বাধা নাই। এ পর্যায়ে এ আদালতে উভয় পক্ষগণকে বিগত এ মামলা সংক্রান্ত মহামান্য হাই কোর্টের কোন প্রকার দিক নির্দেশনা বা কোন প্রকার আদেশ-নিষেধ আছে কি না তা দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করলে বিবাদী পক্ষ তা আদালতে প্রদর্শন করতে কিংবা দাখিল করতে পারেন নি। কাজেই এ মামলা স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে নিজস্ব গতিতে বিচার নিষ্পত্তিতে কোন বাধা নাই বলে আদালত মনে করেন বিধায় ১নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

২নং বিচার্য বিষয় ঃ

এ মামলাটিতে আইন এর প্রশ্ন জড়িত থাকায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। কেবল মাত্র উভয় পক্ষ নিজ নিজ মামলার সমর্থনে কাগজপত্র দাখিল করেছেন এবং বিজ্ঞ আইনজীবীগণ একে অপরের কাগজপত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন।

বাদী দরখাস্তকারী পক্ষের মামলা উপস্থাপনকালে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, পূর্বে সকল শ্রেণীর যানবাহন শিল্পকে একটি শিল্প হিসাবে চলমান থাকায় শ্রমিকদের নানারূপ সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে সরকার ১৯৯৩ সালে ২২নং আইনের মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে সকল যান-বাহনকে একাটির স্থলে চারটি শিল্পে যথাক্রমে বাস ও মিনি বাস, (২) ট্রাক ও ট্যাংকলরী, (৩) ট্যাক্সি-বেবিট্যাক্সি এবং (৪) টেম্পু। এভাবে প্রত্যেকটিকে পৃথক শিল্পে মর্যাদা দেয়া হয়। ইহারই প্রেক্ষাপটে কালিগঞ্জ, মহেষপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকগণ সমন্বয়ে কালিগঞ্জ মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলা ট্রাক

ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রেশন নং খুলনা ১৫৩৯ খুলনাস্থ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন এর নিকট থেকে রেজিস্ট্রেশন লাভ করে এবং উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন যথা নিয়মে সংশ্লিষ্ট সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বমূলক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে শুরু করেন। বাদী পক্ষ কালিগঞ্জ, মহেষপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাদী পক্ষের সংগঠন কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেষপুর থানা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রেশন নং ১৭৪ দ্বারা নানাভাবে বাধা প্রাপ্ত হন। কেননা উক্ত ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে ট্রাক শব্দটির উল্লেখ আছে। বাদী পক্ষের ইউনিয়ন প্রতিনিয়ত বিবাদী পক্ষ ইউনিয়ন দ্বারা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাংগঠনিক কর্মকান্ডে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় খুলনা শ্রম দপ্তরে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস এর নিকট এতদসম্পর্ক অভিযোগ দাখিল করেন। উক্ত রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন বিবাদী ইউনিয়নকে তাদের গঠনতন্ত্রের মধ্যে থেকে "ট্রাক" শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য কয়েকবার জানিয়ে দরখাস্ত দেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ ইউনিয়ন তাদের সংগঠন ও গঠনতন্ত্র থেকে "ট্রাক" শব্দ না বাদ দেয়ায় তারা বার বার অভিযোগ করেন এবং জরুরী ভিত্তিতে বিবাদী ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র থেকে "ট্রাক" শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু বিবাদী পক্ষ তাদের গঠনতন্ত্র থেকে "ট্রাক" শব্দটি বাদ দেয় নি এবং এখনও পর্যন্ত সকল আদেশ অমান্য করে প্রতিনিয়ত বাদী পক্ষের ইউনিয়নকে বাধা প্রদান করে আসছেন। যে কারণে বাদী পক্ষ এ মামলা দাখিল করেছেন।

২নং মোকাবেলা বিবাদী তথা রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন আদলতে হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং বলেন যে, ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রপতি ঘোষিত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ এর সংশোধনী অনুযায়ী মটর শ্রমিক ইউনিয়ন হতে "ট্রাক" শব্দটি বাদ দিয়ে গঠণতন্ত্র সংশোধনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশোধনী মতে "ট্রাক" শিল্পকে একটি পৃথক শিল্প গণ্যে ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নকে ১৫৩৯ নং রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয় যা বিধি মতে করা হয়েছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস আরও বলেন যে, ১নং বিবাদীকে তাদের ইউনিয়ন থেকে "ট্রাক", শব্দ বাদ দিয়ে গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য যে সকল পত্র দেয়া হয় তার বিরুদ্ধে জানা মতে তারা কোন মামলা করেন নি। ১নং বিবাদী ইউনিয়নকে গঠনতন্ত্র সংশোধনের নির্দেশনা দেয়ার প্রেক্ষিতে তারা জানায় যে, চুয়াডাংগার একই বিষয়ক ইউনিয়নের ব্যাপারে মহামান্য হাই কোর্টে যে রীট দায়ের হয়েছে উহা নিস্পত্তির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি উপস্থাপনকালে বলেন যে, ১৯৬৯ সালের শিক্ষা সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৯৩ সালে ২২নং আইনের মাধ্যমে সংশোধন করে সমগ্র যানবাহন শিল্পকে একটির স্থলে চারটি ইউনিটে বিভুক্ত করে প্রত্যেক ইউনিটকে পৃথক পৃথক শিল্প হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই সংশোধিত আইনের মাধ্যমে কালিগঞ্জ, মহেষপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন ১৫৩৯ নং রেজিস্ট্রেশন এর মধ্য দিয়ে বৈধ ও আইন সম্মতভাবে জন্মলাভ করে যা কালিগঞ্জ, মহেষপুর কোটচাঁদপুর উপজেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকগণের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন।

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি প্রদর্শনকালে জোর দিয়ে বলেন যে, পরবর্তিতে ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৯৩ সালে ২২ নং আইনের মাধ্যমে সংশোধনের পূর্বে মূল আইনানুযায়ী গঠিত কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেষপুর মটর শ্রমিক ইউনিয়ন এর ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্র হতে 'ট্রাক' শব্দটি বাদ দিলে পরবর্তী আইনটিকে ভূতাপেক্ষ কার্যকর (Retrospective effect) করা হয় যা আইনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী বলে দাবী করেন। এ কারণে তিনি মূল আইনানুযায়ী

নিবন্ধিত উক্ত ইউনিয়নের গঠণতন্ত্র থেকে ট্রাক শব্দটি বাদ না দেয়ার জন্য আদালতের নিকট জোর আবেদন করেন। এ প্রসংগে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, আইন প্রয়োগের বিষয়ের ভূতাপেক্ষ কার্যকর নীতি (Retrospective effect) ১৯৯৩ সালের ২২ নং আইনের মাধ্যমে সংশোধিত ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ক্ষেত্রে কোনভাবেই প্রযোজ্য নহে। এতদসংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে তিনি আরও বলেন যে, এরূপ আইনের (২২নং আইন) ক্ষেত্রে জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট এর বিধানাবলী যথোযুক্ত এবং বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তিনি জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্টের ৬ ধারা যে উদ্ধৃতি দেন তা নিম্নরূপঃ

"Sec, 6: where this Act, or any (Act of parliament) or regulation made after the commencement of this Act, repeals any enactment highereto made or hereafter to be made, then unless a fifferent intention appears, the repeal shall not

(a) revive anything not in force or existing at the time at which the repeal takes effect ; or

(b) after the previous operation of enactment so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or

(c) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any enactment so repelsed; or

(d) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any enacment so repealed; or

(e) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, previlege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted contined or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if th repealing Act or regulation had not been passed,"

এ মামলায় উপস্থাপিত উভয় পক্ষের যুক্তি শ্রবানান্তে দেখা যায় যে, আইন প্রণেতাগণ ১৯৯৩ সালে ২২নং আইনের মাধ্যমে ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ সংশোধনের প্রাক্কালে অন্য কোন আইনে যাই থাকুক না কেন (Not with standing anything repugnant of any law) এই বাক্যটি সংশোধিত আইনের প্রারম্ভে সংযুক্ত করে সংশোধনীটি প্রনয়ণ করলে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্ব-ব্যাখ্যায়িত ধারণা পোষণ করা যেত তা'হলে আইনটির প্রয়োগ নিয়ে এরূপ সংশয়, বিরোধ, বিবাদ বা জটিলতা দেখা দিত না। কিন্তু আইন প্রণেতাদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা বা আলোচনা করা এ আদালতের এখতিয়ার নাই। তবে এ ধরণের সমস্যা বা জটিলতা উদ্ভব হতে পারে মর্মে আগাম চিন্তা করেই সকল আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট প্রণীত হয়ে তা এখনও পর্যন্ত বলবৎ ও চালু রয়েছে। উক্ত আইনের যে ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আইনের পরিবর্তে প্রণীত পরবর্তী আইনের পূর্ববর্তী আইনের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ বহাল অথবা চালু থাকবে কি থাকবে না মনে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা

যে কারণেই উল্লেখ না থাকলে সেক্ষেত্রে পরবর্তী আইন প্রতিষ্ঠা বা কার্যকরণের ক্ষেত্রে কোন নীতি অবলম্বন করতে হবে সে সম্বন্ধে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী উপরোক্ত আইনের ধারাটি গ্রহণ যোগ্য। উপর্যুক্ত আইনের এ ধারাটি পর্যালোচনায় এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ৬নং ধারা সেই ক্ষেত্রগুলিতে সীমাবদ্ধ নহে, যে ক্ষেত্রগুলিতে বিধানমন্ডলী ব্যক্তভাবে প্রণীত আইন বাতিল করেন। ধারাটি এমন কি সেই ক্ষেত্রগুলিতেও প্রযোজ্য। যে ক্ষেত্রগুলিতে পরবর্তী আইন পূর্ববর্তী আইনকে নিষ্ফল করে। কোন অব্যক্ত বাতিলকে স্বীকার করে প্রদত্ত সূত্রের ভিত্তি হলো প্রাক প্রত্যয় যে দ্বিধাদন্দ সৃষ্টি করা বিধান মন্ডলীর উদ্দেশ্যে ছিল না। প্রশ্ন এই যে, কোন বিশেষ অবস্থায় অব্যক্ত বাতিল আছে কি না তা উদ্দেশ্যের প্রশ্ন হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিধিবদ্ধ আইনের আওতা এবং উদ্দেশ্য স্বাভাবিক পন্থায় তদন্ত করে এরূপ উদ্দেশ্য পরীক্ষা করতে হবে। বাতিলের বিরুদ্ধে প্রাক প্রত্যয় আছে। যদি নতুন আইনের বিধানাবলি পুরানো আইনের বিধানাবলীর সাথে একই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় যে, আইন দুটি একত্রে চলতে পারে না, তাহলে প্রাক প্রত্যয় খন্ডন করা যাবে। কাজেই এ প্রসংগে আদালত মনে করেন যে, বাদী পক্ষের আইনজীবীর আলোচ্য মামলার মূল আইন তথা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে ২২ নং আইনের মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধানাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর উপস্থাপিত ও প্রদর্শিত যুক্তি আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভূতাপেক্ষ (Retrorpective effect) নীতি সম্বন্ধে যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে বরং বিবাদী পক্ষের আইনজীবী কর্তৃক এ সম্পর্কে প্রদত্ত যুক্তি গ্রহণযোগ্য। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, ট্রাক ও ট্যাংকলরী সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বাতিল বলে গণ্য, আইনে উল্লেখ করা না থাকলেও এ আদালত মনে করেন যে, ১৯৯৩ সালে প্রণীত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৬৯ সালের এর সংশোধনীর আওতায় কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেষপুর থানা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন এর গঠনতন্ত্রের মধ্যে উল্লেখিত ট্রাক শব্দটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অব্যক্ত বাতিল বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এ বিষয়ে মহামান্য হাই কোর্ট ৫২২৭/১৯৯৭ নং রীট মামলাটি বিচারাধীন থাকায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানে আদালত বিরত থাকাই সমীচীন বলে মনে করেন।

উভয় পক্ষের উপর্যুক্ত যুক্তি তর্ক, দাখিলী কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেষপুর থানা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন নং ১৭৪ এর সদস্য হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন সদস্যদের মধ্যে হতে উক্ত ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ সংশোধিত হয়ে ১৯৯৩ সালে ২২ নং আইনের মাধ্যমে তা মূল আইনের সাথে যুক্ত হয়ে একটি স্থলে উহা চারটি পৃথক যানবাহন শিল্পে গণ্যে উক্ত পৃথক শিল্পসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকগণ পৃথক পৃথকভাবে আইনে উল্লেখিত যোগ্যতা অনুসারে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন কারার যে বিধান দেয়া হয়েছে উক্ত বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত কালিগঞ্জ, মহেষপুর ও কোটচাদঁপুর উপজেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রেশন নং ১৫৩৯ আইন সিদ্ধ এবং ইহা আইন সিদ্ধ বিধায় ১৭৪ নং রেজিস্ট্রেশনে নিবন্ধিত কালিগঞ্জ কোটচাঁদপুর ও মহেষপুর থানা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন এর সাথে সম্পৃক্ত ট্রাক ও ট্যাংকলরী শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের সদস্যপদ, সদস্য ভুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত সংগঠন হতে বিলুপ্ত হবে। কিন্তু এ আদালত পূর্বেই এ ব্যাপারে মহামান্য হাই কোর্টের রীট মামলা বিচারাধীন রয়েছে মর্মে কোন সিদ্ধান্ত প্রদানে আগ্রহী নহেন। সে কারণে ২নং বিচার্য বিষয়টি আংশিক বাদী পক্ষের অনুকূলে গৃহীত হলো।

৩নং বিচার্য বিষয় ঃ

উপযুক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা দেখা যায় যে, ২নং বিচার্য বিষয়টি যেহেতু বাদী পক্ষের অনুকূলে গৃহীত হয়েছে, সেহেতু কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেষপুর থানা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন নং ১৭৪ এর গঠনতন্ত্রের মধ্যে সন্নিবেশিত "ট্রাক" শব্দটি বাদ দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদানে মহামান্য হাই কোর্টের রীট মামলা থাকায় ইহা একটি স্পর্শ কাতর বিষয় গণ্যে আপাতত ঃ এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদানে বিরত থাকাই শ্রেয় বলে এ আদালত মনে করেন। তবে কালিগঞ্জ, মহেষপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রেশন নং খুলনা ১৫৩৯ এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ইউনিয়নের সাংগঠনিক কার্যক্রমে ১নং বিবাদী পক্ষ বাধা দিতে বা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না মর্মে সিদ্ধান্ত দেয়া যেতে পারে বলে আদালত মনে করেন। কাজেই ৩নং বিচার্য বিষয়টি আংশিক বাদী পক্ষের গৃহীত হলো।

৪নং বিচার্য বিষয় ঃ

এ মামলায় উপস্থাপিত পক্ষগণের বক্তব্য, যুক্তি তর্ক, দাখিলী যাবতীয় কাগজপত্র, সংশ্লিষ্ট আইন, নথি পত্র আলোচনা ও পর্যালোচনা করে এবং বিদ্যমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে দেখা যায় যে, মামলায় গঠিত ১নং বিচার্য বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে ২ ও ৩নং বিচার্য বিষয় ২টি আংশিকভাবে বাদীর পক্ষে গৃহীত হয়েছে। এ কারণে বাদী পক্ষ এ মামলায় প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী। তবে বিবাদী কালিগঞ্জ, কোট চাঁদপুর ও মহেষপুর থানা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন এর অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের মধ্যে সন্নিবেশিত ট্রাক শব্দটি বাদ দিয়ে গঠনতন্ত্র সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য বিবাদী পক্ষকে এ পর্যায়ে নির্দেশ প্রদান করা সমীচীন নয় বলে এ আদালত মনে করেন। কেননা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৬৯ বিগত ১৯৯৩ সালে আলোচ্য ২২নং আইনের মাধ্যমে সংশোধিত হয়। উক্ত সংশোধিত আইনের আলোকে এ মামলার ২নং বিবাদী যথা রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস এ মামলার মূল বিবাদীকে তাদের সংগঠনের অনুমোদিত গঠন সংশোধন করার নির্দেশ দিয়ে পত্র জারী করেন। চুয়াডাংগা জেলা বাস, ট্রাক সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন উক্ত ২নং মোকাবেলা বিবাদীর নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মহামন্য হাইকোর্টে ৫২২৭/১৯৯৭ নং রীট মামলা দাখিল করেন। বিবাদী পক্ষ মহামান্য হাইকোর্টের উক্ত রীট মামলায় বিচারাধীন থাকায় ২২নং আইনের মাধ্যমে সংশোধিত ১৯৯৭ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ কার্যকরী করতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আছেন বলে জানান। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগে উক্ত রীট মামলা বিচারাধীন থাকায় এবং উহা নিস্পত্তির পূর্বে এ আদালত থেকে এ মামলায় বিবাদী পক্ষকে সংশোধিত আইনের আলোকে গঠনতন্ত্র সংশোধন করার কার্যক্রম গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করলে তা কার্যকর করতে বিবাদী পক্ষে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণে এ পর্যায়ে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারাধীন উক্ত রীট মামলার নিস্পত্তির পূর্বে এরূপ একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে কোন প্রকার আদেশ নির্দেশ প্রদান করা থেকে বিরত থাকাই সমীচীন বলে আদালত মনে করেন। এ বিষয়টি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে উক্ত বিচারাধীন রীট মামলায় প্রদত্ত আদেশ নির্দেশের আলোকে ভবিষ্যতে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে বিধায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্তের সাথে এ আদালত কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত যেন বিরোধপূর্ণ বা অসংগত না হয় উহা

বিবেচনায় এ ধরণের স্পর্শকাতর বিষয়ে এ আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করা থেকে বিরত থাকাই সমীচীন বলে মনে করেন। কাজেই এ মামলায় বাদীকে এ বিষয়টি ব্যতীত অন্যান্য প্রার্থিত প্রতিকার প্রদান করা যেতে পারে বিধায় বাদীকে তার প্রার্থনা আংশিক মঞ্জুর করাই সমন্নোচিত, ন্যায়ানুগ ও অধিকতর শ্রেয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ইতিমধ্যে মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন ৫২২৭/১৯৯৭ নম্বর রীট মামলায় বা অন্য কোন মামলায় (এ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত এ আদালত অবগত নন) নিম্নে প্রদত্ত আদেশের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এমন কোন আদেশ নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত যদি হয়ে থাকে বা ভবিষ্যতে হয় তা'হলে নিম্নে প্রদত্ত আদেশের কোনরূপ কার্যকারিতা থাকবে না শর্তে বাদী তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবেন মর্মে এ মোকদ্দমার বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে কোন খরচের আদেশ ব্যতিরেকে আংশিক মঞ্জুর করা হলো। ২নং বিবাদী পক্ষকে এ মামলার বাদী কালিগঞ্জ, মহেষপুর কোটচাঁদপুর উপজেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রেশন নং খুলনা ১৫৩৯ এর অনুমোদিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাদের সাংগঠনিক কর্মকান্ডে কোনরূপ বাধা প্রদান ও কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করার জন্য নির্দেশ দেয়া গেল এবং কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেষপুর থানা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রেশন ১৭৪ এর গঠনতন্ত্র হতে ট্রাক শব্দটি ৫২২৭/১৯৯৭ নং রীট মামলা বিচারাধীন থাকায় বাদ দেয়ার আদেশ দান হতে এ আদালত বিরত হলেন।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।